তাওহীদের ডাক

৭৩তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৫

Web : www.tawheederdak.com

- প্রান্তিকতায় মহিয়সী নারী
- আপেক্ষিকতাবাদ ও ইসলাম
- অন্যায়ভাবে মানব হত্যার পরিণতি
- সাক্ষাৎকার : মুখলেছুর রহমান (বগুড়া)
- কম্পিউটার এথিক্স : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
- সমকালীন মনীষী : শায়েখ আহমাদ দেহলান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ

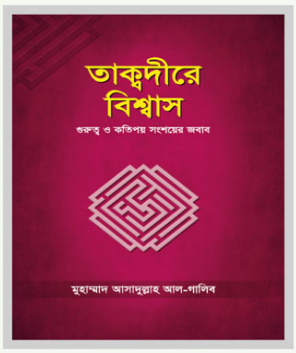

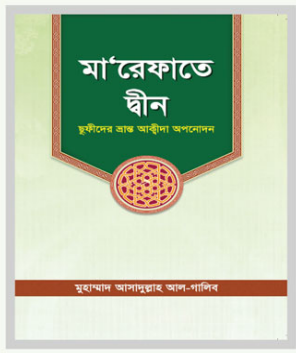

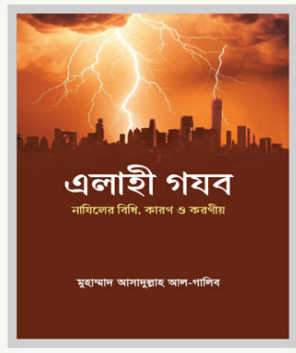

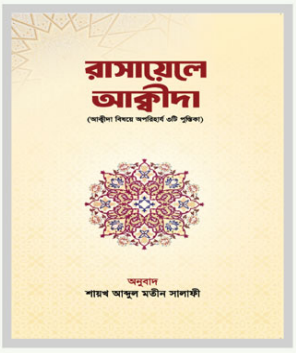

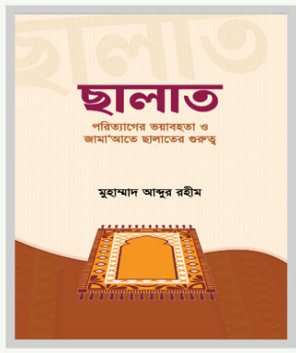

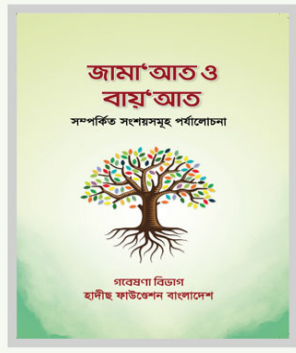

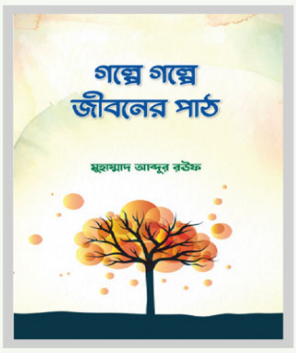

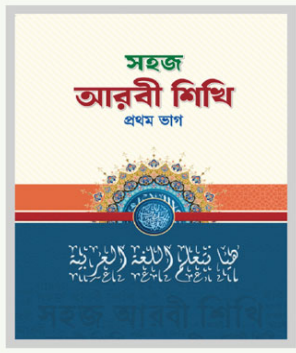

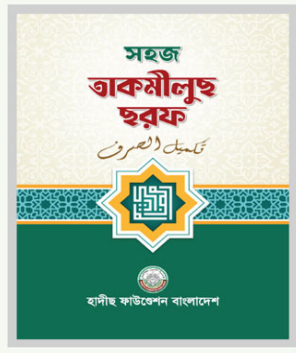

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৭৩ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৫

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
▣ **মানবিক সত্ত্বা ও জৈবিক সত্ত্বার দ্বৈরথ** ২
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
▣ উত্তম কথা বলা ৩

তাবলীগ
▣ **প্রান্তিকতায় মহিয়সী নারী** ৫
-আরিফুল ইসলাম বিন আনিছুর রহমান

তারবিয়াত
▣ **যে কান্নায় আগুন নেভে [শেষ কিস্তি]** ৭
-আব্দুল্লাহ

সাময়িক প্রসঙ্গ
▣ **আলেপ্পো থেকে দামেশক : নতুন দিগন্তে সিরিয়া** ১১
-ওমর ফারূক

সাক্ষাৎকার
▣ **হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া)** ১৪

বিশেষ নিবন্ধ
▣ **অন্যায়ভাবে মানব হত্যার পরিণতি** ১৮
-ফায়ছাল মাহমূদ

চিন্তাধারা
▣ **আপেক্ষিকতাবাদ ও ইসলাম** ২১
-আব্দুল মাজীদ

নীতি-নৈতিকতা
▣ **কম্পিউটার এথিকস্ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ** ২৪
-হাসীবুর রশীদ

পরশ পাথর
▣ শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া ২৮

সমকালীন মনীষী
▣ **আহমাদ দাহলান (ইন্দোনেশিয়া)** ৩১
-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

অনুবাদ গল্প
▣ **প্রকৃত আনন্দ, আল্লাহ্র কাছে চাইতে শিখুন** ৩৩
-মূল : মুহসিন জব্বার; অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

জীবনের বাঁকে বাঁকে ৩৪
▣ অন্যরকম তারুণ্য
-দেলোয়ার হোসাইন

সংগঠন সংবাদ ৩৫
সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম), কুইজ ৩৯
সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক), শব্দজট ৪০

সম্পাদকীয়

মানবিক সত্তা ও জৈবিক সত্তার দ্বৈরথ

একই মানুষের মাঝে দুই ধরনের আচরণ লক্ষ্য করে আমরা অনেক সময় হতবাক হই। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হই যখন দেখি একজন আপাদমস্তক ভালো মানুষ এমন কাজ করে বসেছেন, যা তার দৃশ্যমান আচার-আচরণের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যশীল নয়। এতদিন ধরে যাকে একভাবে চিনতাম, তার মাঝে হঠাৎ ভিন্ন মানুষ আবিষ্কার করে যারপরনেই বিস্ময় পেয়ে বসে। প্রতারিত বোধ হয়। তখন আতিপাতি ভেবেও দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ মেলাতে না পেরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমরা বলে বসি, মানুষটা এমন হয়ে গেল কেন! ইনিই কি সেই নিত্য চেনা মানুষটি! আর সেটা যখন হয়ে যায় বিশ্বাসঘাতকতা, মুনাফিকী আর গাদ্দারীর মত অপরাধের পর্যায়ে, তখন তা ধারণ করে ভিন্ন এক মাত্রা।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বাইপোলার ডিজওর্ডার বা দ্বিপ্রান্তিক ব্যাধি নামে পরিচিত একটি মানসিক রোগ রয়েছে, যার ফলে সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভিন্নমুখী আচরণ করে। ভারসাম্যহীনতা ও স্ববিরোধিতার চরম অবস্থার কারণে একে বাইপোলার বা দুই মেরুর আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে মানসিক রোগের বাইরে মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই রয়েছে দুই ধরনের সত্তার বসবাস। একটি হল মানবসত্তা, অপরটি তার জীবসত্তা।

জীবসত্তা হ'ল তাই যা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে। অন্যান্য সকল প্রাণীর মত প্রতিটি মানুষ খাওয়া, ঘুম ও জৈবিক সাধারণ চাহিদাগুলো পূরণকে জীবনের দৈনন্দিন অপরিহার্য কর্ম হিসাবে গণ্য করে। আর মানবসত্ত্বা হ'ল সেই সত্তা যা তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে মানুষ হিসাবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এই দু'টি সত্তা প্রতিটি মানুষের মধ্যে সহাবস্থান করলেও মূলত তা দু'টি পরস্পর বিপরীতমুখী ধারা তৈরী করে, যা থেকেই সৃষ্টি হয় মানুষের মাঝে দ্বৈরথ এবং দ্বিচারিতা। একজন মানুষ একদিকে যেমন তার মনুষ্যত্বের কারণে বিবেকবান, সহানুভূতিশীল, নীতিবান; অন্যদিকে সেই একই মানুষ ভিন্ন মঞ্চে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পাশবিকতার কারণে লোভী, স্বার্থপর, প্রবৃত্তিপরায়ণ। এই দুই সত্তার চিরন্তন দ্বন্দ্ব একজন মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া এক মহা পরীক্ষার নাম, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব, নির্ধারিত হয় তার গন্তব্য।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই দ্বিমুখী স্রোত রয়েছে। এই স্রোতকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, যে জৈবিক সত্তাকে দমন করে মানবিক সত্তাকে উর্ধ্বে রাখতে পেরেছে সে-ই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার পথে অগ্রগামী হয়েছে। আর যে নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে জৈবিক সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, মানবিক সত্তার প্রতি অযত্নশীল হয়েছে, মানবিকতার আহ্বানকে উপেক্ষা করে পাশবিকতার দিকে ধাবিত হয়েছে; সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থদের কাতারভুক্ত হবে। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল। আর ধ্বংস হ'ল সে যে তাকে কলুষিত করল *(শামস ৯-১০)*।

মানুষকে পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ মানুষের মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে পাশবিক বৈশিষ্ট্যও দিয়েছেন। মানুষ যখন সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়, তখন মানবিকতায় পরিশুদ্ধ হয়। আর যদি সে লোভ, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, প্রতিশোধপরায়ণতা, লালসা ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, তখন তার মন ও মনন কলুষিত হয়, সে অমানুষ হয়ে ওঠে এবং তার মাধ্যমে সমাজে অশান্তি, অন্যায় ও অবিচার ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় *(ইউসুফ ৫৩)*। যারা এই আহ্বানে সাড়া দেয় তারা কখনও পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হয়। তিনি বলেন, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট *(আ'রাফ ১৭৯)*।

মানবীয় সত্তার এই দ্বৈরথের কারণেই মানুষ সদা পরিবর্তনশীল। একসময় ভালো তো আরেক সময় মন্দ। প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন বলে সে স্বভাবসুলভ মানবিক বিবেক নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দিনে দিনে পারিপার্শ্বিকতা তার মধ্যে পাশবিক সত্তার উন্মেষ ঘটায়। একসময় সেই পাশবিক সত্তা যখন তার মানবিক সত্তার উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন চলে আসে। ফলে যে মানুষটা কিনা সর্বদা অন্যের দুঃখে দুখী হ'ত, অন্যের ব্যথায় কষ্ট পেত, সেও একদিন হয়ে ওঠে হায়নার মত হিংস্র। যে মানুষটা নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যকে বাঁচাবার পণ করেছিল, সময়ের বিবর্তনে সেও হয়ে ওঠে একজন প্রতিশোধপরায়ণ, বিকারগ্রস্ত নিষ্ঠুর জান্তবে। যে মানুষটা দু'দিন আগেও ছিল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের সহযোদ্ধা, স্বার্থের কলুষ দ্বন্দ্বে সে একদিন পরিণত হয় আপাদমস্তক ভিন্ন এক অচেনা মানুষে। যার সাথে ছিল গলায় গলায় মিল, আজ যেন তার ছায়া মাড়ানোও দুষ্কর। মানুষের এই নিন্দিত পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয়ে যায়। খুব সীমিত হ'লেও কখনও কেউবা অনুশোচনার তাপে তওবার পথে ফিরে আসে। এভাবেই এগিয়ে চলে জগতের চিরন্তন এই দ্বৈরথ।

একজন আদর্শবান মানুষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল নিজের ভেতরকার জৈবিক সত্তার বিপরীতে মানবিক সত্তাকে বিজয়ী করার সাধনা। আর এই লড়াইয়ে তার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল আল্লাহভীতি। এই ভয়ের বর্মই তার জন্যে প্রকৃত রক্ষাকবচ। কেননা প্রবৃত্তির মূল চালিকাশক্তি হ'ল শয়তান। যার আল্লাহভীতি নেই তার পক্ষে শয়তানী শক্তির মোকাবিলা করা অসম্ভব। এজন্য আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় সর্বোত্তম সম্বল হ'ল তাকওয়া। অতএব হে বিবেকসম্পন্নগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, তার জন্যই রয়েছে জান্নাত *(নাযিআত ৪০-৪১)*। অতঃপর প্রয়োজন রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের যথাযথ অনুসরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শকে সামনে রাখতে পারাই কুপ্রবৃত্তির ধ্বংসকারিতা থেকে বাঁচার শ্রেষ্ঠতম উপায় *(নূর ৫৪)*।

সেই সাথে মানবিক গুণাবলীর অনুশীলন করতে হবে। ধৈর্য, সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ক্ষমা, দয়া, দান, সৎআমল, ভাল মানুষের সঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হবে ভেতরের মানবিক সত্তাকে জাগ্রত রাখার। অপরদিকে হারাম, অন্যায়, মিথ্যা, খেয়ানত, ভোগ, লালসা, পাপাচার, যিদ, ইগো, অহংকার ইত্যাদির কলুষতা ও কালিমা থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে অবিরাম।

প্রিয় পাঠক, মানুষের মধ্যকার এই মানবীয় ও জৈবিক সত্তার দ্বৈরথ কোনদিন শেষ হবার নয়। তাক্বওয়া ও ইস্তিবার হাতিয়ারকে সাথে রেখে মানবিক গুণাবলীর অব্যাহত অনুশীলনই পারে আমাদের মনুষত্বকে সমুন্নত রাখতে। প্রবৃত্তির লালসা দমন করতে পারার মধ্যেই রয়েছে মানবীয় সত্তার স্বার্থক বিকাশ। এভাবে পাশবিক সত্তার উপর মানবিক সত্তাকে বিজয়ী করাই হোক আমাদের নিত্যকার সাধনা। এক্ষেত্রে কোনরূপ শিথিলতা বা অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে শয়তান যেন আমাদের চিন্তায়, মননে, কর্মজগতে জেঁকে বসতে না পারে, আমাদের মনুষত্বকে হরণ করতে না পারে। সে ব্যাপারে সদা সচেতন ও জাগ্রত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন! আমীন!

উত্তম কথা বলা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ-

(১) 'উত্তম কথা বলা ও ক্ষমা ঐ দান অপেক্ষা উত্তম, যার পিছনে কষ্ট দেওয়া হয়। বস্তুত আল্লাহ অভাবমুক্ত ও সহনশীল' *(বাক্বারাহ ২/২৬৩)*।

٢- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

(২) 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল'। 'তাহ'লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য লাভ করে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

٣- أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا-

(৩) 'এরা হ'ল ঐসব লোক, যাদের অন্তরের লুক্কায়িত বিষয় আল্লাহ জানেন। অতএব তুমি ওদের এড়িয়ে চল ও উপদেশ দাও এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলে দাও' *(নিসা ৪/৬৩)*।

٤- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُوْرُ-

(৪) 'যে ব্যক্তি সম্মান চায়, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্র জন্যই রয়েছে সকল সম্মান। তাঁর দিকেই ঊর্ধ্বারোহণ করে পবিত্র বাক্য সমূহ। আর সৎকর্ম তাকে উপরে ওঠায়। পক্ষান্তরে যারা মন্দকর্ম সমূহের চক্রান্ত করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই' *(ফাতির ৩৫/১০)*।

٥- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ-

(৫) 'আর (স্মরণ কর) যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে কিছু সংখ্যক ব্যতীত। এমতাবস্থায় তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

٦- اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوْكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ- اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى-

(৬) 'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শন সমূহ নিয়ে যাও এবং আমার স্মরণে গাফলতি করো না'। 'তোমরা দু'জন ফেরাঊনের নিকটে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন করেছে'। 'অতঃপর তার সাথে নম্রভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪২-৪৪)*।

٧- وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا-

(৭) 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল'। 'আর তুমি তাদের প্রতি মমতাবশে বিনয়াবনত থাক এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনু ইস্রাইল ১৭/২৩-২৪)*।

٧- وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوْرًا-

(৮) 'আর তোমার প্রতিপালকের দয়া প্রত্যাশী থাকা অবস্থায় যদি কখনো তাদের (অভাবগ্রস্তদের) বিমুখ করতেই হয়, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি নম্রভাবে কথা বলো' *(বনু ইস্রাইল ১৭/২৮)*।

হাদীছের বাণী :

٩- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا، يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

(৯) আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে এমন এক কক্ষ আছে যার

বাহিরের অংশ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের অংশ বাহির হ'তে দেখা যাবে। এ বালাখানা আল্লাহ ঐসব ব্যক্তির জন্য তৈরি করেছেন, যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করে, প্রায়ই নফল ছিয়াম পালন করে এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন (তাহাজ্জুদের) ছালাত পড়ে'।[১]

١٠- عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:... إِمَّا لَا فَأَدُّوْا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ-

(১০) আবু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ...যদি রাস্তায় বসা ত্যাগ না কর, তাহ'লে তার হক আদায় কর। আর তা হ'ল, দৃষ্টি সংযত রাখ, সালামের উত্তর দাও এবং সুন্দরভাবে কথাবার্তা বল'।[২]

(১১) মিক্বদাম ইবনে শুরাইহ (রহঃ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছিলেন, 'আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছু নির্দেশনা দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবে। তিনি উত্তরে বললেন, مُوْجِبُ الْجَنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ 'জান্নাত নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হ'ল ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো, সালামের প্রসার ঘটানো এবং মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা'।[৩]

١٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالَ قِيْلَ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ-

(১২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সংক্রমণ ও কুলক্ষণ নেই, তবে 'ফাল' আমাকে আনন্দিত করে। তাঁকে বলা হ'ল, 'ফাল' কি? তিনি বললেন, ভালো কথা'।[৪]

(১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطِبِ الْكَلَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ সালামের প্রসার ঘটাও, ভালো কথা বল, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ এবং যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতের ছালাত আদায় করো। তাহ'লে তুমি নিরাপত্তার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৫]

(১৪) আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলেন, তখন তিনি তা থেকে আশ্রয় চাইলেন এবং তিনবার তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমরা আগুন থেকে বাঁচ, যদিও তা অর্ধেক খেজুরের বিনিময়ে হয়, আর যদি সেটিও না পাও, তবে অন্তত ভালো কথা বল'।[৬]

(১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ 'প্রত্যহ, যখন সূর্য উঠে, মানুষের (শরীরের) প্রত্যেক গ্রন্থির ছাদাক্বা দেয়া আবশ্যক হয়। দু'জন মানুষের মাঝে ইনছাফ করা, কোন আরোহীকে তার বাহনের উপর আরোহন করতে বা তার উপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা, ভালো কথা বলা, ছালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো ছাদাক্বা'।[৭]

(১৬) আমর ইবনু 'আবাসা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যে কাজটি করছেন, তার অনুসরণকারী কে? তিনি উত্তরে বললেন, স্বাধীন ব্যক্তি (আবুবকর) এবং দাস (বেলাল)। এরপর আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, ইসলাম কী? তখন তিনি বললেন, طِيْبُ الْكَلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ভালো কথা এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান'।[৮]

মনীষীদের বক্তব্য : (১) মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, 'ভালো কথা হ'ল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'।[৯] (২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, সৎ কাজ হ'ল সেটি যা ভালো কথা তুলে ধরে'।[১০] (৩) ইবনু বাত্তাল (রহঃ) বলেন, ভালো কথা হ'ল সেই শব্দগুলি, যার দ্বারা ঐ ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, নির্যাতিত মুসলিমের ওপর থেকে অবিচার দূর করে, তার কষ্ট লাঘব করে অথবা তাকে সাহায্য করে, যখন সে অবিচারের শিকার হয়'।[১১]

সারবস্তু : (১) 'মানুষের উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্র দরবারে সংরক্ষিত হয়' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। তাই আমাদের সদা উত্তম কথা বলা উচিৎ। (২) আর কথা বলার ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করা উচিৎ, যাতে বিনয়ভাব প্রকাশ পায়। (৩) কথা বলার ক্ষেত্রে আরো কাম্য হল শ্রদ্ধা ও ভালাবাসা প্রকাশ করা এবং ছওয়াব লাভের আশা পোষণ করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম কথা বলার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

১. আহমাদ হা/৬৬১৫; মিশকাত হা/১২৩২।
২. মুসলিম হা/২১৬১।
৩. তাবারাণী, ছহীহুত তারগীব হা/২৬৯০।
৪. মুসলিম হা/২২২৪।
৫. আহমাদ হা/১০৪০৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৬৯১।
৬. মুসলিম হা/১০১৬।
৭. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।
৮. আহমাদ হা/১৯৪৫৪; মিশকাত হা/৪৬।
৯. তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত ৬/৩৩৬ পৃ.।
১০. আদ্দুররুল মানছুর ৭/৯ পৃ.।
১১. ফৎহুল বারী ১১/৩১৭ পৃ.।

প্রান্তিকতায় মহিয়সী নারী

-আরিফুল ইসলাম বিন আনিছুর রহমান

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী রাঈতা (রাঃ) নিজের হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করে উপার্জন করতেন। তার সমস্ত উপার্জন পরিবারের পেছনে ব্যয় হওয়ায় তিনি ছাদাক্বা করতে পারতেন না। সেজন্য তিনি তিনি আফসোস করতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যা উপার্জন করি, তার সবই আমার পরিবারের জন্য ব্যয় হওয়ায় আমি ছাদাক্বা করতে পারি না। এজন্য কি আমি ছওয়াব পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তর দিলেন, পরিবারের জন্য ব্যয় করেও তুমি ছাদাক্বার ছওয়াব পাবে'।[১] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষ ছাহাবীদের একই নছীহত রয়েছে। তিনি বলেন, 'কোন মুসলিম যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার পরিবারের পেছনে ব্যয় করে, সেটাও তার জন্য ছাদাক্বা হবে'।[২]

ইসলামের স্বর্ণযুগে সমাজের প্রায় ৮০ ভাগ নারী ঘরে অবস্থান করতেন। ঘরে অবস্থান করায় তারা হীনমন্যতায় ভুগতেন না। বরং একজন মুজাহিদের মা, একজন মুজাহিদকে গর্ভে ধারণ করায় গর্ববোধ করতেন। প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামগণের প্রত্যেকের বাবা খুব ছোট বয়সে অথবা জন্মের আগেই ইন্তেকাল করেন। তাদেরকে যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হিসাবে গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর ছিলেন তাদের মা।

ইমাম মালেকের মা তাকে শিখিয়ে দেন কার কাছে গিয়ে ইলম অর্জন করতে হবে। মাত্র বিশ বছর বয়সে বিধবা হওয়া ফাতেমা বিনতু আব্দুল্লাহ জীবনে আর বিয়ে না করে সন্তানকে একজন আলেম বানাবেন, এটাকেই ক্যারিয়ার হিসাবে নেন। দুই বছরের কোলের শিশুকে নিয়ে ফিলিস্তীন থেকে মক্কায় যান। যাতে করে শ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছ থেকে ছেলে ইলম শিখতে পারে। ছেলের লেখালেখীর জন্য সরকারী অফিস থেকে খাতাপত্র যোগাড় করে দেন। ছেলের শিক্ষকদের বেতনের টাকা যোগাড় করার জন্য কাজ করেন। সারাবিশ্ব এখন তাকে এক নামে চিনে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) নামে।

দৃষ্টিশক্তি হারানো ছেলের দৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য এক মা তাহাজ্জুদে আল্লাহ্র নিকট কান্না জড়িত দো'আর ফলে আল্লাহ তাঁর ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। সেই ছেলেটির নাম শুনেনি এমন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম হয়তো কমই আছে। সেই ছেলেটি হলেন ইমাম বুখারী (রহঃ)। কলিজার টুকরো ছেলের হত্যাকারী যালেম হাজ্জাজের সামনে আসমা বিনতে আবু বকরের ছুরির মতো ধারালো কথাগুলো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক প্রসিদ্ধ আলেম আছেন যারা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিকট থেকেও উপকৃত হয়েছেন। যেমন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষিকা ছিলেন 'আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর একজন শিক্ষিকা ছিলেন নাফিসা বিনতে হাসান। ইবনু 'আসাকির (রহঃ) ৮০ জনেরও বেশি মহিলার কাছ থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তিনজন মহিলার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর (রহঃ) শিক্ষিকা ছিলেন আয়েশা বিনতু আব্দুল হাদী। বিখ্যাত তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) কোনো প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধাগ্রস্ত হলে বোন হাফসা বিনতু সীরীনের পরামর্শ নিতে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে স্ত্রীর বা মায়ের ভূমিকা পালন করা গর্বিত ৮০% নারীর পাশাপাশি আরো ২০% নারী ছিলেন যারা নিজেরাই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইসলামের সোনালী সময়গুলিতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব এবং তাদের অবদান ছিল অপরিসীম। তখনকার সময়ে ছহীহ বুখারীর কপি ছিল একটি দুর্লভ গ্রন্থ। যার একটি কপি কারিমা বিনতে আহমাদের কাছে ছিল। তিনি সেখান থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। বুখারীর কোনো হাদীছের মূল টেক্সট যাচাই করতে হলে তার কাছেই যেতে হ'ত। এই উদাহরণটি ইসলামের স্বর্ণযুগে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এক কথায় হাদীছ শেখা আর শেখানোর ক্ষেত্রে নারীদের কৃতিত্বের কথাগুলো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। তারা কেউই পর্দার বাইরে গিয়ে ইলম শিখেননি, ইলম শেখাননি। ফেৎনার ভয়ে এই ২০% নারী ইলম অর্জন থেকে বিরত থাকেননি। বরং তাঁদের কাছ থেকে যারা ইলম সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের সেই সব ছাত্রদেরকে আমরা ইমাম-আলেম বলে সম্মান করি।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, ওলামায়ে কেরামের কারো পক্ষ থেকে এমন কথা পাওয়া যায় না যে, তিনি কোনো নারীর বর্ণনাকে নারী হবার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন বহু হাদীছ রয়েছে যা একজন নারী বর্ণনা করেছেন আর গোটা উম্মত তা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। ইলমে হাদীছে যার সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে একথা অস্বীকার করতে পারবেন না।

এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, কিন্তু বর্তমান সময়ের ফেমিনিস্টদের বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষে এক শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধত্বের কারণে এই ঘটনাগুলো প্রায়শ উপেক্ষিত থাকে। অথচ কুরআন-হাদীছের টেক্সট আর সমাজের মেজোরিটি (৮০%) নারীদের উদাহরণ দেখিয়ে বাকি ২০% কে ঘরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়নি। প্রয়োজনে পথ দেখানো

১. মুসনাদে আহমাদ হা/ ৩/৬৬০-৬৬১।
২. বুখারী হা/৪০০৬।

হয়েছে, তাদেরকে সহযোগিতা করে কষ্ট কমানো হয়েছে। নারী বলে তাদেরকে অবহেলা করা হয়নি। তাদের ইলম অর্জন এবং শিক্ষাদানে বাধা দেওয়া হয়নি।

নারীদের জন্য আলাদা উদ্যোগ না নিয়ে তাদেরকে শুধু ঘরের দিকে ঠেলে দেওয়া একটি পরাজিত মানসিকতা ছাড়া কিছু নয়। দেশে এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে ফিৎনার আশঙ্কা নেই। যে সেক্টরে নারীদের জন্য ফিৎনা থাকতে পারে, সেখানে পুরুষদের জন্যও তেমনি ফিৎনা আছে। একটি মেয়ে যদি ভালো কোনো মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে চায়, তাকে ফিৎনার আশঙ্কায় আটকানো হয়, কিন্তু ছেলেকে সেখানে ভর্তি করা হয়। যে স্থানটি মেয়েদের জন্য ফিৎনা, তা কি ছেলেদের জন্যও ফিৎনা নয়?

জাল হাদীছের ফযীলত শুনে ছেলেকে চীনে পাঠানো হয় বিদ্যা অর্জনের জন্য, অথচ নারীদের ফিৎনার আশঙ্কায় মসজিদে তালা লাগানো হয়। ফিৎনার নামে যে বৈষম্য চলছে, সে বিষয়ে কোনো দৃষ্টি নেই। হ্যাঁ ফিৎনাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে মেয়েকে কেন ফিৎনার নামে আটকে রাখা হচ্ছে? তাদেরকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাহ'লে এলাহী জ্ঞান ছাড়া একজন নারী কিভাবে মহিয়সী নারী হবেন?

অন্যদিকে নারী যদি শিখতে চায়, পড়তে চায়, সেই দায়িত্বটাকে পুরুষকে নিতে হবে। পুরুষ অর্থাৎ বাবা, ভাই যেন সেই সুযোগটা করে দেয়। নারীকে সুশিক্ষায় গড়ে তুললে হবে। ইসলামের প্রাপ্য অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও তাদের অন্যান্য অধিকারগুলোও তাদের হাতে তুলে দিন। সেটা আপনার দেওয়া গিফট না। বরং এটা তাদের প্রাপ্য। কারণ একজন আদর্শবান মা-ই পারেন একজন আদর্শবান সন্তান গড়ে তুলতে।

চিকিৎসা সেবায় নারীদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক যুদ্ধে নারীদের নিয়ে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ আছে। যারা আহতদের সেবা-যত্নে নিযুক্ত থাকতেন। বর্তমান সময়ে মা-বোন, স্ত্রীর অপারেশনের জন্য অনেকেই একজন মহিলা ডাক্তার খুঁজে। কিন্তু একটা মেয়েকে ডাক্তার বানানোর জন্য সম্পূর্ণ পৃথক মহিলা মেডিকেল কলেজ চালুর উদ্যোগ কেউ নেয়না। যা প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হ'তে পারে।

বড় আশ্চর্যের বিষয় হ'ল নারীদের অধিকার আদায়ের নামে সমাজে কিছু নারীবাদী আছে। তাদের নোংরা যুক্তি শুনলে কথা বলার আর আগ্রহ থাকে না। তারা বলে একটা ছেলে যদি স্বাধীনভাবে বাড়ীর বাইরে ঘোরাফেরা করতে পারে তাহ'লে একটা মেয়ে কেনো পারবে না? নারীবাদীরা নারী আধিকারের নামে তাদেরকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে। ফলে একজন নারী ইসলামের নির্দেশনা উপেক্ষা করে তার রক্ষাকবচ বাবা-ভাই বা স্বামীকে ছাড়াই বাড়ীর বাইরে যাচ্ছে। ফলে ধর্ষণসহ নানাবিধ নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছে। কিন্তু এর দায় কে নেবে?

নারীরা যখন অধিকারের নামে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে, তখন পুরুষদের বেকারত্ব বেড়েছে। সন্তানরা মায়ের যত্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক সময় সন্তানদের সময় কাটানোর জন্য তাদের হাতে মরণঘাতি মোবাইল তুলে দিচ্ছে। অনেক পরিবারে মা-বাবা দু'জনেই চাকুরিজীবী হওয়ায় সন্তানদের কাজের বুয়ার কাছে রেখে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ছেন। দেখতে দেখতে একদিন সন্তানরা মাদকাসক্ত কিংবা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ফলে ঐশী রহমানের মত পিতা-মাতাকে হত্যা করতে তাদের হৃদয় কাঁপে না। এমন অসংখ্য মা-বাবার আদর ছাড়াই বেড়ে ওঠা সন্তানরা বখাটে ছেলেদের সাথে মেশার সুযোগ পাচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, বখাটে সন্তানের জননী কখনই মহিয়সী মা হ'তে পারে না।

উল্লেখ্য যে, 'পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক (কর্তা), তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'। অন্যদিকে নারীকে বলা হয়েছে- 'নারী তার স্বামীর সংসারের কর্ত্রী। তাকে তার অধীনস্থদের (সন্তান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'।[৩] ইসলামে পরিবারের খাওয়ানোর দায়িত্ব দিয়েছে পুরুষকে, ঘরের দায়িত্ব দিয়েছে নারীকে। আরেকটা হাদীছে এসেছে- নারী যদি সময়মতো ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাহ'লে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে'।[৪]

মহিয়সী নারী হ'তে গেলে এলাহী বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীলা হ'তে হবে। যে কোন পরিস্থিতিতে এলাহী বিধানের ফায়ছালা মেনে নিতে হবে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বনু দীনার গোত্রের এক মহিলা। যিনি তার স্বামী, ভাই ও পিতার শাহাদাতের খবর শুনানো হ'লে তিনি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেন ও তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন। তবে রাসূল (ছাঃ) বেঁচে আছে কি না সে বিষয়ে জানার তার ঐকান্ত প্রচেষ্টা। এভাবে নারীরা যদি সার্বিক জীবনে ইসলামকে প্রাধান্য দিত তাহ'লে পারিবারিক অনেক সমস্যাকে আলিঙ্গন করতে পারত। এর ফলে সামান্য প্রাপ্তিটুকুতেই অনাবিল প্রশান্তি খুঁজে পেত।

ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক সম্ভ্রান্ত স্বামীহারা নারী আছেন, যারা সন্তানদের নিয়েই বাকী জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। সন্তানদের আদর্শিক যোগ্য করে গড়ে তোলাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ফলে বিশ্বখ্যাত মনীষীদের মা হওয়ার বদৌলতে তারা ইতিহাসের পাতায় মহিয়সী নারীর মর্যাদায় উন্নীত হ'তে পেরেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সমাজের দ্বীন সচেতন মাদেরকে প্রকৃত অর্থে মহিয়সী নারী হওয়ার তাওফীক দান করুন।- আমীন!

[প্রিন্সিপাল, বেংহাড়ী মৌলভীপাড়া দারুস সালাম ক্বওমী মাদ্রাসা, ফুলতলা হাট, বোদা, পঞ্চগড়]

৩. বুখারী হা/২৪০৯, মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।
৪. মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৬১; মিশকাত হা/৩২৫৪।

যে কান্নায় আগুন নেভে

-আব্দুল্লাহ

[শেষ কিস্তি]

অধিক কান্নাকাটির জন্য তিরস্কার করায় কান্না : সাঈদ বিন সায়েব বিন ইয়াসার অধিক ক্রন্দনকারী বান্দাদের অন্যতম ছিলেন। একদা এক লোক কান্নার জন্য তাকে তিরস্কার করল। অতঃপর তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'তার উচিত ছিল অক্ষমতা ও অবহেলার জন্য আমাকে তিরস্কার করা। কেননা এ দু'টি আমার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে'।[১]

জানাযার সাথে যাওয়ার সময় কান্না : ইব্রাহীম বিন আশ'আছ বলেন, 'আমরা যখনই ফুযায়েলের সাথে কোন জানাযার উদ্দেশ্যে বের হতাম, তখন তিনি কবরস্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদেরকে এমনভাবে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং কান্নাকাটি করতেন, যেন তিনি তার সাথীদেরকে বিদায়ী জানিয়ে পরকালে পাড়ি জমাচ্ছেন'।[২]

প্রতিবেশীর গালমন্দে কান্না : ইবনু মা'ঈন বলেন, 'ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানকে তার প্রতিবেশী গালমন্দ করত। সে এতে (প্রতিবেশীর গালমন্দে) অভ্যস্ত ছিল। আর সে বলত, এ হ'ল খাওযী, তখন আমরা মসজিদে ছিলাম। অতঃপর ইয়াহইয়া কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সে সত্য বলেছে। কে আমি, আর কি আমি'?[৩]

মৃত্যুর সময় কান্না : মুযানী বলেন, যে অসুস্থতায় শাফেঈ (রহঃ) মারা গিয়েছিলেন সে অসুস্থতার সময় আমি তার নিকট গেলাম। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আপনি কিভাবে সকাল করেছেন? তখন তিনি মাথা তুলে বললেন, আমি সকাল করেছি এমন অবস্থায় যেন আমি আমার ভাইদের ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি এবং আমি আমার মন্দ কর্মসমূহের সাথে সাক্ষাৎ করছি। আর আমি আল্লাহ্র নিকট উপনিত হচ্ছি এমতাবস্থায় যে, আমি জানিনা আমার আত্মা জান্নাতে যাওয়ার কারণে আমি খুশী হব নাকি আমার আত্মা জাহান্নামে প্রবেশ করায় আমি দুঃখিত হব। অতঃপর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন'।[৪]

মু'আয তার মৃত্যুর সময় কেঁদে কেঁদে বলেছেন, আমি কাঁদছি কেবল দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণা, শীতের রাতের ছালাত ও যিকিরের মজলিসে যাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য। আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ মৃত্যুর সময় কান্নাকাটি করেন এবং বলেন, ছালাত এবং ছিয়ামের জন্য তার আফসোস ছিল এবং তিনি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। ইয়াযীদ আর রুক্বাশীও মৃত্যুর সময় কেঁদে কেঁদে বলেছেন, রাতের ছালাতের এবং দিনের ছিয়ামের ব্যাপারে তিনি আমাকে যে ফৎওয়া দিয়েছেন তার জন্যই আমি কান্নাকাটি করছি। হাফেয ইবনু রজব বলেন, যদি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি নফল আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে লজ্জিত থাকে, তাহ'লে পাপীর অবস্থা কি হবে?[৫]

মৃত্যুর সময় আমলের স্বল্পতার কারণে কান্না : আবু হুরায়রা (রাঃ) তার অসুস্থ অবস্থায় খুব কান্নাকাটি করছিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, أَمَا إِنِّي لَا أَبْكِيْ عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ, وَلَكِنِّيْ أَبْكِيْ عَلَى بُعْدِ سَفَرِيْ, وَقِلَّةِ زَادِيْ, وَإِنِّيْ أَمْسَيْتُ فِيْ صَعُوْدٍ مُهْبِطَةٍ عَلَى جَنَّةٍ وَّنَارٍ, وَلَا أَدْرِيْ إِلَى أَيِّهِمَا يُؤْخَذُ بِيْ 'জেনে রাখ! আমি তোমাদের এই দুনিয়ার লোভে কাঁদছি না। বরং আমি কাঁদছি দীর্ঘ সফর শেষে (পরকালীন) পাথেয় স্বল্পতার কারণে। আর আমি এমন স্থানে সন্ধ্যা করেছি যার অবতরণস্থল জান্নাতে এবং জাহান্নামে। কিন্তু আমি জানি না, এ দু'য়ের মধ্যে কোনটিতে আমাকে নেওয়া হবে'।[৬]

আমের বিন ক্বায়েস অসুস্থ অবস্থায় কাঁদছিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন, আমার কি এমন হয়েছে যে আমি কাঁদব না? আমার থেকে কান্নার অধিক হকদার কে আছে? আল্লাহ্র শপথ! আমি দুনিয়ার লোভে কান্নাকাটি করি না। আর মৃত্যুর ভয়েও আমি কাঁদি না। বরং আমি দুনিয়াবী জীবনের সফর শেষে আখিরাতের পাথেয় স্বল্পতার কারণে কান্নাকাটি করি। আমি জান্নাত ও জাহান্নামের উত্থান-পতনের মাঝে উপনীত হয়েছি। কিন্তু আমি জানিনা, এ দু'টির কোনটিতে আমি যাব'।[৭]

কামারের কাজ দেখে কান্না : মাতার আল-ওয়াররক বলেছেন, হুমামাহ ও হাযম ইবনু হাইয়ান সকালবেলা কামারের চুলার পাশ দিয়ে যাতায়াত করতেন। এসময় তারা লোহার দিকে তাকিয়ে দেখতেন, কিভাবে তাতে ফুঁক দেওয়া হয়। তখন তারা সেখানে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করতেন এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন'।[৮]

ইলমহীন ব্যক্তির কাছে ফৎওয়া চাওয়ার কারণে কান্না : জনৈক ব্যক্তি রাবী'আ বিন আব্দুর রহমানের কাছে প্রবেশ

১. তারীখুল ইসলাম ৯/৪০১ পৃ.।
২. হিলইয়াতুল আউলিয়া ৮/৮৪ পৃ.; তারীখু দিমাশক্ব, ইবনু আসাকির, ৪৮/৩৯১ পৃ.।
৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৫৮১ পৃ.।
৪. আস-সুলূক ফী তাবাক্বাতিল ওলামা ওয়াল মুলূক ১/১৫৮ পৃ.।
৫. লাতায়েফুল মা'আরিফ, ইবনু রজব, ১/৩০১ পৃ.।
৬. আয-যুহদ ওয়ার-রাক্বায়েক্ব, ২/৩৮ পৃ.; তারীখু দিমাশক্ব, ইবনু আসাকির, ৬৭/৩৮৩ পৃ.।
৭. হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/৮৮ পৃ.।
৮. তাফসীর ইবনু রজব ২/৩৪২ পৃ.।

করে তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কান্নার কারণ কী? অতঃপর তাঁর প্রচণ্ড কান্নায় আতঙ্কিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উপর কি কোনো বিপদ এসেছে? তিনি বললেন, لَا، وَلَكِنِ اسْتُفْتِيَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ وَظَهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَمْرٌ عَظِيمٌ ‘না। তবে এমন লোকদের নিকট ফৎওয়া জানতে চাওয়া হচ্ছে, যাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং এটি ইসলামে একটি বড় বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে’। রাবী‘আ আরো বললেন, وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَا هُنَا أَحَقُّ بِالسَّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ ‘এখানে এমন কিছু লোক ফতোয়া দিচ্ছে, যারা চোরদের চেয়ে বেশি কারাগারে থাকার জন্য উপযুক্ত’।[৯]

রাতের ছালাতে কান্না : হাসান ইবনু আহমাদ আল-মুযাক্কী বলেন, একবার আবু ইমরান আল-জুয়াইনী আমাদের বাসায় আসলেন। আর তিনি রাত্রি জাগরণ করে ছালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি করতেন’।[১০]

আযানের সময় কান্না : ওছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, অধিক ক্রন্দনকারীগণ সাধারণ মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম হয়। তাদের কেউ কেউ তো বেশি কান্নাকাটি করে যে, তার সামনে ক্ষুদ্রতর কোন বিষয় উপস্থাপন করা হ’লেও কেঁদে ফেলে। একজন মুয়াযযিনের কথা আমার স্মরণ আছে, তিনি যখন أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ বলতেন, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। এমনকি আযান শেষ করতে পারতেন না। অন্যদিকে কিছু মানুষ খুবই কম কান্নাকাটি করে। এমন কি তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হ’লেও কাঁদে না। তিনি আরো বলেছেন, لَا شَكَّ أَنَّ الْبُكَاءَ دَلِيْلٌ عَلَى لِيْنِ الْقَلْبِ فِيْ الْغَالِبِ ‘এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্রন্দন করা অধিকাংশ সময় কোমল হৃদয়ের প্রতি ঈঙ্গিত করে’।

সালাফদের জীবনী পাঠের সময় কান্না : শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়ার সীরাত পড়ার সময় ক্রন্দন করা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-হাদলাক فَوَائِدُ مِنْ مَجَالِسِ شَيْخِنَا بَكْرِ بْنِ عَبْدُاللهِ أَبُوْ زَيْدٍ শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলেছেন, শায়খ বকর ইবনু আব্দুল্লাহ কোন এক রাত্রে আমাকে বললেন, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর জীবনী পড়ার সময় বিধ্বস্ত অবস্থায় যদি তুমি আমাকে দেখতে! শায়খের জীবনের তীব্র প্রভাবে পরাজিত হয়ে আমার দু’চোখ কিভাবে বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত করে। হ্যাঁ! এটাই তো জীবন। আর আমরা তাদের থেকে কত দূরে...![১১]

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-এর কান্নার দৃষ্টান্ত : শায়খ বিন বায (রহঃ) প্রায়ই ইমামতি করার সময় কান্নায় ভেঙে পড়তেন, তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। কুরআন তেলাওয়াত শুনলে তিনি প্রায়ই কেঁদে ফেলতেন, তেলাওয়াতকারী যেই হোন বা তার তেলাওয়াত সুন্দর হোক বা না হোক। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পাঠ বা শ্রবণ করলে কান্নায় আপ্লুত হতেন। কুরআন বা সুন্নাহর মহত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা শুনলে তিনি প্রচুর কান্নাকাটি করতেন। কোন কোন দেশে মুসলমানরা যে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে সেগুলোর খবর শুনলে তিনি ক্রন্দন করতেন। কোন বিখ্যাত আলেম ইসলামের কোন মৌলিক বিষয়ে দৃঢ় থাকায় কষ্টপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কেউ মারা গেলে তিনি প্রচুর কাঁদতেন। ইফকের ঘটনা অথবা (তাবুক যুদ্ধ থেকে) পিছিয়ে পড়া তিন ব্যক্তির ঘটনা শুনে তিনি প্রায়ই কাঁদতেন।

বৃষ্টি ও পানি প্রার্থনায় কান্না : মূসা বিন নুছায়ের যখন আফ্রিকাতে গেলেন তখন তিনি সেখানকার অধিকাংশ শহর জনশূন্য অবস্থায় পেলেন। সে দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন তিনি মানুষদেরকে ছালাত-ছিয়াম আদায় এবং তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করার জন্য আদেশ দিলেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে একটি মরুভূমিতে গেলেন। তার সাথে সমস্ত প্রাণীকুলও ছিল। তিনি প্রাণীগুলো এবং সেগুলোর বাচ্চাগুলোকে আলাদা করলেন। অতঃপর হৃদয় বিদারক বুকফাটা কান্নাকাটি শুরু হ’ল। আর এ অবস্থায় তিনি সেখানে অর্ধ দিন পর্যন্ত থাকলেন এবং ছালাত আদায় করলেন ও খুৎবা দিলেন। পরিশেষে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ হ’ল এবং তাদেরকে পানি দিয়ে সিক্ত করা হ’ল।

ভুলের সমর্থন দিয়ে পরে তা থেকে ফিরে এসে মন্ত্রীর অনুচরের কান্না : মন্ত্রী ইবনে হুবায়রার নিকটে কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যেকদিন আছরের পরে হাদীছ পড়তেন। অতঃপর একদিন মালেকী মাযহাবের একজন ফক্বীহ আসলেন। তখন একটি মাস‘আলা উপস্থাপিত হ’লে তিনি (ফক্বীহ) তিনি উপস্থিত সকলের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন এবং (তার মতে) অনড় থাকে। তারপর মন্ত্রী (তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন) তুমি গাধা নাকি! দেখছ না সবাই তোমার মতের বিরোধিতা করছে? পরের দিন মন্ত্রী জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি এই লোকটির সাথে এমন আচরণ করেছি যা তার প্রাপ্য ছিল না। সে যেন আমাকে সেই কথাগুলো বলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যা আমি তাকে গতকাল বলেছি। কেননা আমি তোমাদের মতই (সাধারণ একজন মানুষ)। তখন মজলিসে কান্নার রোল পড়ে গেল এবং ফক্বীহ ব্যক্তিটি ওযর পেশ করে বললেন, বরং আমি ক্ষমা প্রার্থনার বেশী হকদার।[১২]

চন্দ্র গ্রহণের সময় মানুষের কান্না : ইবনু ওছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, অতীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ হ’ত তখন মানুষ প্রচণ্ড

৯. জামে‘ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী হা/২৪১০।
১০. তারীখুল ইসলাম ২৪/১৪০ পৃ.।
১১. মীরাছুছ ছামতি ওয়াল মালাকূত।
১২. তারীখুল ইসলাম ৩৮/৩৩১ পৃ.।

আতঙ্ক ও ভয় অনুভব করত। তারা বিপুল সংখ্যায় মসজিদে আসত। সেখানে ছালাত আদায় করত এবং ভয়ে কান্নাকাটি করত। এটা আমি নিজে দেখেছি। কিন্তু এখন আপনি এসবের কিছুই দেখতে পাবেন না।

খুতবায় কান্না করা : আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ তুজবীবী যখন খুতবা দিতেন, তখন নিজে কাঁদতেন এবং অন্যদেরকেও কাঁদাতেন। প্রখ্যাত ওয়ায়েয ইয়াহইয়া ইবনু ঈসা ইবনু হোসাইন মেম্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন।

লৌকিকতা ও শ্রুতির ভয়ে কান্না : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মানুষকে তার আমলের কথা শোনায়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা সমস্ত সৃষ্টি জগতকে শুনিয়ে দিবেন। অতঃপর তাকে ছোট করবেন ও লাঞ্ছিত করবেন'। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) বলেন, এসময় আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হ'ল।[১৩]

আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু সাকীনাহ ছিলেন প্রকাশ্য বিনয়ী ও অধিক অশ্রু বিসর্জনকারী। তিনি অধিক কান্না করতেন আর তা লুকানোর জন্য ওযর পেশ করে বলতেন, আমার বয়স বেড়ে গেছে, হাড় পাতলা হয়ে গেছে। তাই এখন আমি আমার অশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। বস্তুত রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদত হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি একথা বলতেন'।[১৪]

পাপের কারণে কান্না : সালেম বিন আবু যু'দ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ঈসা ইবনে মারয়াম বলেছেন, তার জন্যই সুসংবাদ, طُوبَى لِمَنْ بَكَى مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِهِ 'যে তার পাপের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করে'।[১৫] ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) তার ছেলেকে বলেন, يَا بُنَيَّ ابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِكَ 'হে বৎস! তুমি তোমার পাপকে স্মরণ করে কান্নাকাটি কর'।[১৬] ফুযায়েল ইবনু আইয়ায বলেন, 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করেন, যে ভুল করে অতঃপর তার ভুলের জন্য কান্নাকাটি করে'।[১৭]

অধিক কাঁদতেন যারা : ইবনু ওয়াহহাব বলেন, উমায়রা বিনতে আবী নাজিয়াহ শোকে বিলাপকারীর ন্যায় কান্নাকাটি করতেন। আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আত্বা ও হান্নাদ ইবনুস সারি অধিক ক্রন্দনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফক্বীহ আলী ইবনু হাকিম ইবনু যাহির সমরকান্দী অধিক কান্নার কারণে ক্রন্দনরত আলী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

বাক্কার ইবনু কুতাইবা ইবনু আব্দুল্লাহ কুরআন তেলাওয়াতের সময় প্রচুর কাঁদতেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনছারী আন্দালুসী ছিলেন নরম হৃদয়ের ও অধিক ক্রন্দনকারী।

ইবনুল জাওযী বলেন, আব্দুল আউয়াল ইবনু ঈসা ইবনু শু'য়াইব সৎকর্মশীল আলেম, ফক্বীহ, তাহাজ্জুদগুজার, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী এবং ক্রন্দনকারী ছিলেন। আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাসান ইবনু হিবাতুল্লাহ ইবনু 'আসাকির প্রচুর ক্রন্দনকারী, দ্রুত অশ্রু বিসর্জনকারী, অত্যধিক বিনয়ী, নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজার এবং অধিক রাত্রী জাগরণকারী ছিলেন।

বিবিধ বিষয়াবলী :

কান্না থেকে বঞ্চিত : বিনা প্রমাণে অন্যকে রিয়ার অপবাদ দেওয়ায় কান্নার নে'মত থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন মাকহূল আশ-শামী। তিনি বলেন, 'আমি জনৈক ব্যক্তিকে ছালাত আদায় করতে দেখলাম। সে যখনই রুকূ, সিজদা করছিল, তখন কান্নাকাটি করছিল। আমি তাকে অপবাদ দিলাম যে, সে আমাকে দেখানোর জন্য কান্নাকাটি করছে। ফলে আমাকে এক বছর কান্না থেকে বঞ্চিত করা হ'ল'।[১৮]

কান্নাহীন চোখে কোন কল্যাণ নেই : যে চক্ষু ক্রন্দন করে না, তাতে কোনরূপ কল্যাণ নেই। ছাবেত আল-বুনানী ডাক্তারের কাছে তার চক্ষুদ্বয়ের অসুস্থতার কথা বললে ডাক্তার তাকে বললেন, আপনি একটি অভ্যাস ত্যাগ করলে আপনার চক্ষুদ্বয় সুস্থ হয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি? ডাক্তার বললেন, আপনি কান্নাকাটি করবেন না। তখন তিনি বললেন, مَا خَيْرٌ فِيْ عَيْنٍ لَا تَبْكِيْ 'যে চক্ষু কাঁদে না তাতে কোন কল্যাণ নেই'।

কান্নার প্রভাব : শায়খ ছালেহ আল-গাছূন (রহঃ) সম্পর্কে ড. তারেক আল খুওয়াইতির বলেন, তার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি ইয়াতীম ও দরিদ্র অবস্থায় বেড়ে উঠেন এবং তিনি তার মায়ের কোলেই বড় হন। আর তার মা একজন সৎকর্মশীলা নারী ছিলেন। যিনি তাকে খুব সুন্দরভাবে লালন পালন করেছেন। শায়খ তার মা সম্পর্কে আমাকে একাধিকবার বলেছেন যে, তিনি একজন দ্বীনদার নারী ছিলেন এবং প্রচুর ছালাত আদায় করতেন। আর রাত যখন তার আবরণ নামিয়ে দিত এবং আঁধার আচ্ছাদিত হতো, তিনি ছালাত অবস্থায় তার মায়ের কান্না শুনতে পেতেন। অতঃপর শায়খ তার মায়ের কল্যাণকামিতা ও দো'আ দ্বারা প্রভাবিত হন।

কিছু উপদেশ :

কম হাসা এবং বেশী কাঁদা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহ'লে তোমরা কম কম হাসতে আর বেশি বেশি কাঁদতে'।[১৯]

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এখানে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল এমন জ্ঞান, যা আল্লাহ্র বড়ত্ব এবং পাপীদের উপর আরোপিত তাঁর শাস্তির সাথে সম্পর্কিত হবে (অর্থ্যৎ এই জ্ঞান অর্জন

১৩. আহমাদ হা/৬৮৩৯; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬৪০৩।
১৪. হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪৩/২৫৪ পৃ.।
১৫. তারীখু দিমাশক্ব, ইবনু আসাকির, ৪৭/৪৩৩ পৃ.।
১৬. কিতাবুয যুহদ, ওয়াকী' হা/৩০।
১৭. তারীখুল ইসলাম ১২/১৮৯ পৃ.।
১৮. হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/১৮৪ পৃ.।
১৯. তিরমিযী হা/২৩১২; ইবনু মাজাহ হা/৪১৯০।

করলে আল্লাহ্র মহত্ব সম্পর্কে জানা যাবে এবং পাপ ও পাপীদের করুণ অবস্থা তার সামনে পরিস্ফুটিত হবে)। এমন জ্ঞান, যা ধ্বংস, মৃত্যু, কবর এবং ক্বিয়ামতের সময় ভয়াবহতা সম্পর্কিত হবে। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, তোমরা কাঁদো। আর যদি কাঁদতে না পার, তবে (অন্ততপক্ষে) কান্নার ভান কর।

আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদার জন্য নিজের সাথে লড়াই করা : হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সূরা মারিয়াম তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর সিজদা। আর বললেন, এটা তো কেবল সিজদা মাত্র। কিন্তু কান্না কোথায়? অর্থাৎ তিনি কাঁদতে চান।

কাহতানী তার নূনিয়্যাহতে (অন্তমিলের কবিতা) বলেন,

يَا حَبَّذَا عَيْنَانِ فِيْ غَسَقِ الدُّجَى
مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بَاكِيَتَانِ

'আহ! কী চমৎকার! রাতের আধারে দু'টি চক্ষু
দয়াময় আল্লাহ্র ভয়ে অবিরাম ঝরায় অশ্রু'।

শায়খা ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, হ্যাঁ এই দু'টি চোখ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে তারা কোথায়, যারা এই গুণে গুণান্বিত হতে চায়! অধিকাংশ মানুষ সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। আর যখন তারা রাতের অন্ধকারে দণ্ডায়মান হয়, তখন কমই কান্না করে। আমাদের এই যুগে, আল্লাহ্র ভয়ে রাতের আঁধারে কান্নাকাটি করে এমন দু'চোখ খুব কমই আছে। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে এই অল্প কয়জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

শয়তানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা : আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ 'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়' *(ফাত্বির ৩৫/৬)*। শয়তান মুমিনদের (প্ররোচনা দিয়ে) প্রতারণা করে, যাতে তার কান্না লৌকিকতা ও শ্রুতিকাতরতায় রূপান্তরিত হয়।

শায়খ বদর বিন নাছির আল-বদর বলেন, কুরআনের বরকত ও কল্যাণ প্রত্যাশী ব্যক্তিকে যেসব উপদেশ দেওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ইখলাছ অর্জন করা ও বেশি বেশি গোপন আমল করা এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া। বিশেষ করে কুরআন পাঠ ও শ্রবণের সময় কান্নাকাটি করা কল্যাণ লাভের অন্যতম উপায়।

হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কান্না জোরে বা উচ্চ আওয়াজে ছিল না। কিন্তু তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু ঝরাতো যেন, সেগুলো অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে। আর তখন তার বুকের কাপুনি শোনা যেত। তার কান্না ছিল আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার; যার সাথে ভয়-ভীতিও ছিল (অর্থাৎ তার কান্নায় রবের প্রতি ভয় ও আশার সংমিশ্রণ থাকতো)'।[২০]

কান্না গোপন করা : মুহাম্মাদ বিন ওয়াসী (রহঃ) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে তাদের একজন ব্যক্তি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার গাল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু তার পাশের লোকটি তা বুঝতে পারেনি। ওমর বিন কায়েস আল-মুলাঈ যখন কাঁদতেন, তখন তিনি তার চেহারাকে দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে ফেলতেন এবং তার সাথীদেরকে বলতেন এটাতো সর্দি।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! (এমনভাবে কান্নাকাটি কর) যেন মৃত্যু তোমার উঠানে চলে এসেছে। তোমার এবং তোমার আকাংখার কঠিন পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর তুমি প্রচণ্ড ভয় এবং কঠিন বিপদে আপতিত। তোমার কোন পিতা বা সন্তান নেই যে, সেটাকে তোমার থেকে প্রতিহত করবে। আর কোন সরঞ্জাম বা সাথীও নেই, যে তোমাকে তার থেকে পরিত্রাণ দিবে। নেই কোন জাতি গোষ্ঠী কিংবা কোন সু-উচ্চ প্রাসাদ, যা তোমাকে তার থেকে রক্ষা করবে। মনে হচ্ছে মৃত্যু কোন পরিস্থিতিতেই তোমার কাছে আসবে না? মহা সম্মানিত ও মহীয়ান সত্তার কসম! তা অবশ্যই আসবে। অতএব তোমার এখনকার বিনয় ও কান্নাকাটি তোমাকে সেই বিপদ ও লজ্জা থেকে রক্ষা করবে'।[২১]

সর্বশেষে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্র জন্য তার অন্তরকে নরম করে না, তাঁর দিকে ফিরে আসে না, তাঁর ভালোবাসায় বিগলিত হয় না ও তাঁর ভয়ে কান্নাকাটি করে না, সে যেন দুনিয়াতে কিছুক্ষণ উপভোগ করে নেয়। কেননা নিশ্চয়ই তার সামনে রয়েছে মহান শিথিলকারী বিষয় (মৃত্যু)। আর তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্র নিকটে। অতঃপর সে দেখবে ও জানবে (যা সে করেছে)'।

উপসংহার : আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদে চোখের পানি ফেলতে পারা একটি অন্যতম নে'মত। যার মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ সম্ভব হবে। আর এজন্য রাত্রিকালে একাকী চোখের পানি ফেলে কান্নাকাটি করা, গভীরভাবে কুরআন পাঠ ও শ্রবণের সময় কান্নাকাটি করা, হাদীছ পঠন ও পাঠদানের সময় কান্নাকাটি করা অফুরন্ত কল্যাণ লাভের অন্যতম উপায় হ'তে পারে। অতএব একজন মানুষের উচিত হ'ল আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা। অতঃপর যখনই তার আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ, অনুগ্রহরাজী বা শাস্তির ভয় স্মরণ হবে, তখনই সে ছালাতে, সিজদায় আল্লাহ্র ভয়ে কান্নাকাটি করবে। আল্লাহ আমাদেরকে কান্নার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[আলোচ্য প্রবন্ধটি ফাহদ বিন আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আশ-শুওয়াইরিখ-এর 'বুকাউস সালাফিল উম্মাহ' অবলম্বনে অনূদিত]

[৩য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

২০. যাদুল মা'আদ ১/১৭৬ পৃ.।

২১. বুসতানুল ওয়া'য়েযীন ওয়া রিয়াযুস সামিঈন ১/১৫০ পৃ.।

আলেপ্পো থেকে দামেশক : নতুন দিগন্তে সিরিয়া

-ওমর ফারূক

সিরিয়ায় এখন উচ্ছ্বাস আর নতুন দিনের আশার স্রোত বইছে। প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ বাসিন্দার এ দেশে সুন্নী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও শাসন ক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরে শী'আ সম্প্রদায়ের আসাদ পরিবারের হাতে কুক্ষিগত ছিল। ৮ই ডিসেম্বর ২০২৪ বিদ্রোহী যোদ্ধারা রাজধানী দামেশকে প্রবেশ করলে বাশার আল-আসাদ রাশিয়ায় পালিয়ে যান। এর-মধ্য দিয়ে কেবল তার দুই দশকের শাসনেরই নয়, বরং বাবা-ছেলে মিলে আসাদ পরিবারের টানা ৫৩ বছরের শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে। বাশার আল-আসাদের পতন মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আসাদ সরকারের নিষ্ঠুরতার কাহিনী : সিরিয়ায় গত ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের সময় বাশার আল-আসাদের বাহিনীর হাতে লাখো মানুষ নিহত হয়েছেন। 'সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটসে'র তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালের মার্চ মাসে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সরকারী বাহিনী প্রায় ১২ লাখ মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে লক্ষাধিক মানুষ গুমের শিকার হয়েছেন। অসংখ্য মানুষ এখনও নিখোঁজ।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কারাগারগুলোতে বন্দীদের ওপর চালানো হয়েছে ভয়াবহ নির্যাতন। এসব নির্যাতনের মধ্যে ছিল শারীরিক সহিংসতা, মানসিক নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি। বন্দীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হ'ত। তাদের জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা, ছোট কক্ষে একাকী রাখা ছাড়াও বিভিন্ন নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে শারীরিক নির্যাতন চালানো হ'ত। নির্যাতনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বন্দীদের শরীরে ফুটন্ত পানি ঢালা, ডুবিয়ে শ্বাসরোধ করা, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, পোড়া নাইলন ব্যাগ শরীরে প্রয়োগ, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, আঙুল, চুলের গোড়া এবং কানের মতো সংবেদনশীল অংশ পোড়ানো, প্লায়ার্স দিয়ে নখ তুলে ফেলা, জোর করে চুল উপড়ে ফেলা এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে অঙ্গহানি।

আসাদ সরকারের কুখ্যাত কারাগারগুলোর মধ্যে সেদনায়া, মেজ্জেহ, দামেশকের কাবুন, হোমসের আল-বালুন এবং তাদমর কারাগার বিশেষভাবে আলোচিত। গত ৯ই ডিসেম্বর সেদনায়া কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার পর মাত্র দুই দিনের মধ্যেই হাযারো সিরিয়ান নিখোঁজ স্বজনদের সন্ধানে সেখানে ভিড় জমায়।

হাসপাতালে আনা কিছু মৃতদেহের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে মুজতাহিদ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের কর্মী নায়েফ হাসান বলেন, 'মৃতদেহগুলো পোড়া, নির্যাতনের চিহ্ন এবং বুলেটের ক্ষতসহ ভয়ংকর অবস্থায় ছিল। বেশিরভাগই নির্মম নির্যাতনের কারণে প্রাণ হারিয়েছে'।

এছাড়া রাজধানী দামেশক থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তরে আল-কুতায়ফাহ এলাকায় একটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে অন্তত এক লাখ মানুষকে পুঁতে রাখা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক অজানা গণকবরের অস্তিত্ব রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মৃত্যুর হাতছানি থেকে ফেরা বন্দী জীবনের ভয়াবহ কিছু স্মৃতি : সিরিয়ার কারাগারগুলো বাশার আল-আসাদের শাসনের এক মর্মন্তুদ নির্মমতার প্রতীক। সেখানে বন্দীদের ওপর চালানো অমানবিক নির্যাতনের স্মৃতি মুক্তি পাওয়া অনেকের মনে গভীর ক্ষত হিসাবে থেকে গেছে। (১) হালা নামের এক বন্দী বলেন, 'কারাগারে আমার পরিচয় নম্বর ছিল ১১০০। দিনের আলো কখনো দেখব, তা কল্পনাও করিনি। আজও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে আমি মুক্ত। মুক্তির দিনটির কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, সেদিনের আনন্দ ছিল সীমাহীন। আমরা চিৎকার করে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম'। পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুভূতিও গভীর আবেগে তিনি বর্ণনা করেন, 'যখন পরিবারের কাছে ফিরলাম, মনে হ'ল যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছি। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়'।

(২) ৪৯ বছর বয়সী ছাফী আল-ইয়াসীন আলেপ্পোর এক কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বলেন, 'আজকের দিনটি আমার জীবনের নতুন শুরু। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে প্রথমবার জন্মেছি। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়'। তবে তিনি কারাগারের বিভীষিকা ভুলতে পারেননি। কারাগারের স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, 'আমি এক রক্তাক্ত বৃদ্ধ বন্দীকে দেখেছিলাম। সেই দৃশ্য আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলতে পারব না'।

(৩) ২০১৭ সালে 'সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন' অভিযোগে মেহেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের অপেক্ষায় সিরিয়ার কারাগারে তিনি কাটান দীর্ঘ সাত বছর। মেহের বলেন, 'মনে হ'ত, কর্তৃপক্ষ আমাকে ভুলে গেছে। আমি আর মানুষ নই, শুধু একটি নম্বর'। কারাগারের নির্মমতার কথা স্মরণ করে বলেন, 'প্রতিটি মুহূর্তে মনে হতো মৃত্যু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এমন নির্যাতন কোনো পশুও সহ্য করতে পারত না'।

তবে সবচেয়ে মর্মান্তিক মুহূর্তটি ছিল, যখন তিনি দামেশকের কুখ্যাত মেজ্জেহ কারাগারে এক প্রিয়জনের মুখোমুখি হন। মেহের বলেন, 'একদিন একটি বাসে নতুন কিছু বন্দীকে কারাগারে আনা হয় এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমার সেলে রাখা হয়। একজন বন্দীকে দেখে আমার শ্যালকের মতো মনে হয়েছিল। প্রথমে আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবলাম, এটি আয়মান হ'তে পারে না। কারণ তার পা তো

কাটা ছিল না। তবে সন্দেহ দূর করার জন্য আমি কাছে গিয়ে দেখলাম, পা হারানো ব্যক্তি তার মানসিক স্থিতিও হারিয়ে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত তার শরীরে একটি বিশেষ চিহ্ন দেখে আমি নিশ্চিত হই, এটি আমার সেই শ্যালক'। সিরিয়ার কুখ্যাত সেদনায়া কারাগারের নির্যাতন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া দু'জন বন্দী নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন।

১২ দিনের অপ্রতিরোধ্য অভিযান : ২৭শে নভেম্বর : হায়াত তাহরীর আশ-শামের (এইচটিএস) নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী আকস্মিকভাবে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পো দখলের অভিযান শুরু করে। সরকারি বাহিনী বিদ্রোহীদের সামনে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। একের পর এক এলাকা ছেড়ে তারা পিছু হটতে থাকে। **৩০শে নভেম্বর :** বিদ্রোহীরা কোনো যুদ্ধ ছাড়াই আলেপ্পোর অর্ধেক অঞ্চল দখল করে নেয়। এমনকি একটি গুলিও চালানোর প্রয়োজন হয়নি। **১লা ডিসেম্বর :** আলেপ্পো দখলের পর বিদ্রোহীরা মধ্যাঞ্চলের শহর হামার দিকে অগ্রসর হয়। উল্লেখ্য যে, আলেপ্পো থেকে রাজধানী দামেশকের দূরত্ব প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার, যার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ শহর হামা অবস্থিত। **৪ঠা ডিসেম্বর :** রাতের আঁধারে বিদ্রোহীরা হামায় প্রবেশ করলে শহরের বিভিন্ন সড়কে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে তাদের তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। একাধিক দিক থেকে বিদ্রোহীরা হামায় আক্রমণ চালায়। **৫ই ডিসেম্বর :** বিদ্রোহীরা সিরিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহর হামার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ঘোষণা দেয়। **৬ই ডিসেম্বর :** যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবিলম্বে তাদের নাগরিকদের সিরিয়া ত্যাগের নির্দেশ জারি করে। **৭ই ডিসেম্বর :** রাজধানী দামেশকের আশপাশের শহরগুলো দখলের পর বিদ্রোহীরা সরাসরি দামেশকের ওপর অভিযান শুরু করে। এর একদিন আগেই তারা ইস্রাঈলের সীমান্তবর্তী কুইনেত্রা শহর দখল করে। **৮ই ডিসেম্বর :** বিদ্রোহীরা সিরিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর হোমসের দখল নেয়। এরপর তারা ঘোষণা করে, দামেশক দখলই তাদের পরবর্তী লক্ষ্য। জানা যায়, বিদ্রোহীদের শহরে প্রবেশের আগেই বাশার আল-আসাদ ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে দামেশক ত্যাগ করেন। আর এভাবেই ১২ দিনের অপ্রতিরোধ্য অভিযান শেষ হয়।

সিরীয় জনসমর্থন : সিরিয়ার সাধারণ জনগণের একটি বৃহৎ অংশ ভাবাদর্শগতভাবে 'এইচটিএস'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং বাশার আল-আসাদ ও তার অনুসারীদের ঘোর বিরোধী। 'এইচটিএস' একটি সালাফী মতাদর্শে বিশ্বাসী গোষ্ঠী। তথাপি তারা আসাদ সরকার কর্তৃক ব্যাপক যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ট ছিলেন। তাই আলেপ্পোর পতনের পর স্থানীয় জনগণ বিদ্রোহীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে রাস্তায় নেমে উল্লাস প্রকাশ করে। একই রকম দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে হোমস এবং সর্বশেষ দামেশকেও।

প্রতিশোধ ছেড়ে শান্তির পথে বিদ্রোহীরা : বিদ্রোহীরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। 'এইচটিএস' নেতা আহমাদ আল-শারা আল-জোলানি সরকারি প্রতিষ্ঠান দখলে না নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ গাযী আল-জালালীর তত্ত্বাবধানে রেখে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা অন্ধকার অতীতের পাতা উল্টে নতুন ভবিষ্যতের জন্য একটি উজ্জ্বল দিগন্ত উন্মোচন করছি। মুক্ত সিরিয়া এখন সব ভ্রাতৃপ্রতিম ও মিত্রদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান ও স্বার্থের ভিত্তিতে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। 'এইচটিএস' আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গঠনমূলক ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করছে। আসাদের অত্যাচারের কারণে যেসব সিরীয় নাগরিক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশে ফিরে আসার অধিকার থাকবে। তাদের নিজস্ব ভিটেমাটি ফিরিয়ে দেওয়া হবে'। এই ঘোষণা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ঐক্য, ন্যায্যতা এবং একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।

জনমনে আশার আলো : ইতিমধ্যেই আল-জোলানি জনমনে আশার আলো জ্বালিয়েছেন। গত জানুয়ারীতে ইদলীব অঞ্চলে আল-জোলানি প্রশাসন একটি সামাজিক আচরণবিধি আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছিল। জনজীবনে কঠোর নিয়মকানুন আরোপের উদ্দেশ্যে ১২৮টি ধারা সংবলিত এই আইন তৈরি করা হয়। এতে মদ বিক্রি ও সেবন নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া স্কুলে মেয়েদের জন্য ইসলামী পোশাক বাধ্যতামূলক, জনসমাগম স্থলে নারী-পুরুষের একসঙ্গে চলাফেরা ও কফি শপে জনপ্রিয় হুক্কা-ধূমপান, ক্যাসিনো নিষিদ্ধ করা হয়। আইনটি ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। আল-জোলানি এই আইনকে সমর্থন জানালেও জোরাজুরি না করে দাওয়াহ্র মাধ্যমে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, 'যদি আমরা ভয় দেখিয়ে মানুষকে ইসলামী জীবনযাপনে বাধ্য করি, তারা আমাদের সামনে মুসলিম হওয়ার ভান করবে এবং অনুপস্থিতিতে ঈমান ত্যাগ করবে'।

ইদলীব শাসনামলে আল-জোলানি তার দলের কার্যক্রম নিয়ে গর্বিত ছিলেন। তার নেতৃত্বে গোষ্ঠীটি কর আদায়, বাজেট ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং যরূরী সেবা নিশ্চিত করতে সফল হয়। পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে শুরু করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। এই সাফল্যের অভিজ্ঞতা তিনি পুরো সিরিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আসাদ মস্কোয় পালিয়ে যাওয়ার পর আল-জোলানি কার্যত সিরিয়ার নতুন শাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার পরিকল্পনা সুস্পষ্ট এবং তিনি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। তিনি ইসলামপন্থী জনতুষ্টির রাজনীতি থেকে সরে এসে সিরিয়াকে একটি সফল রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে চান।

আসাদের পতনের পর আল-জোলানি 'সিএনএন'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'তরুণ বয়সে তিনি আল-কায়েদায়

যোগ দিয়েছিলেন। তবে সেটি ছিল তার অপ্রাপ্ত বয়স্কতার ভুল'। আল-জোলানি যখন সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন, তার পেছনে দু'টি পতাকা ছিল একটি সিরিয়ার বিপ্লবের প্রতীক এবং অন্যটি তার দলের জিহাদী পতাকা। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হলে শারা ও তার সহযোগীরা দ্রুত জিহাদী পতাকা সরিয়ে শুধু বিপ্লবের পতাকাটি রেখে দেন। এর মাধ্যমে তারা জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দেন।

আল-জোলানির পরিচয় : আবু মুহাম্মদ আল-জোলানির প্রকৃত নাম আহমাদ হুসাইন আশ-শারা। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বংশধর বলে ধারণা করা হয়। ১৯৮২ সালে তিনি সাঊদী আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার বাবা পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলী হিসাবে সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তাদের পরিবার সিরিয়ায় ফিরে গিয়ে দামেশকের অদূরে বসতি স্থাপন করে।

দামেশকে থাকাকালীন সময় জোলানির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ২০০৩ সালে তিনি সিরিয়া থেকে ইরাক গিয়ে আল-কায়েদায় যোগ দেন। একই বছরে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা চালায়। জোলানি তখন যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং এই সময় থেকেই তার নাম পরিচিতি পেতে শুরু করে।

২০০৬ সালে জোলানি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং পাঁচ বছর বন্দী থাকেন। এদিকে ২০১১ সালে সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু হলে, প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ তা দমনে সহিংসপন্থা অবলম্বন করেন, যার ফলে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় জোলানি মুক্তি পান এবং তার নেতৃত্বে সিরিয়ায় আল-কায়েদার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা 'আন-নুছরা ফ্রন্ট' নামে পরিচিত। এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে, বিশেষত ইদলীবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্রথম দিকে জোলানি ইরাকের আইএস প্রধান আবুবকর আল-বাগদাদীর সঙ্গে কাজ করলেও ২০১৩ সালে তিনি আকস্মিকভাবে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সিরিয়ায় তৎপরতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে 'আইএসআইএল' ও 'আন-নুছরা ফ্রন্ট'কে নিজেদের সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা চালায়, যার ফলে আইএসআইএলের উত্থান ঘটে। জোলানি এই পরিবর্তন প্রত্যাখ্যান করে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে জোলানির মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি আল-কায়েদার 'বিশ্বব্যাপী খেলাফত প্রকল্প' থেকে সরে এসে নিজের গোষ্ঠীর তৎপরতাকে সিরিয়ার সীমানার ভেতর সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিবর্তনের ফলে জোলানির গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে একটি জাতীয় মুক্তিকামী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়।

এইচটিএস-এর উত্থান : ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বাশার আল-আসাদ সরকারের আলেপ্পো দখল করার পর বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ইদলীবে চলে যায়। একই বছরে জোলানি আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন এবং আন-নুসরা ফ্রন্ট বিলুপ্ত করেন। এরপর তিনি একটি নতুন সংগঠন, জাবহাতু ফাতহিশ শাম- جبهة فتح الشام প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের শুরুর দিকে বিদ্রোহীদের ছোট ছোট বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নিজের প্রতিষ্ঠিত জাবহাতু ফাতহিশ শামকে একত্রিত করে জোলানি هيئة تحرير الشام-হায়আতু তাহরীরিশ শাম (এইচটিএস) গঠন করেন।

এইচটিএস-এর লক্ষ্য : 'এইচটিএসে'র ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল বাশার আল-আসাদের স্বৈরাচারী শাসন থেকে সিরিয়াকে মুক্ত করা। আর সিরিয়ায় ইরানের সব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করা এবং 'ইসলামী আইন' অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

ভূরাজনৈতিক স্বার্থ : শী'আ রাষ্ট্র ইরান শী'আ আসাদ পরিবারকে ভূরাজনৈতিক কারণ ছাড়াও মতাদর্শিক কারণে দীর্ঘ দিন সহযোগিতা করে গেছে। এ বিজয় ইরানের জন্য একটি বিশাল আঘাত। এখন ইরান লেবাননে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিজবুল্লাহর কাছে স্থলপথে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে না। আর রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ও কূটনৈতিক অবস্থান দৃঢ় রাখার জন্য সিরিয়ার নতুন সরকারের সাথেও সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করবে। সিরিয়ায় যুদ্ধের কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সিরীয় শরণার্থীদের নিয়ে চাপে আছে। যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় এসব শরণার্থী এখন স্বেচ্ছায় তাদের দেশে ফেরত যাবেন। আর উদ্বেগের বিষয় হ'ল, যুক্তরাষ্ট্র বিদ্রোহীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র ব্যবসার জন্য ইস্রাঈল সমর্থনপুষ্ট কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসকে (এসডিএফ) সহযোগিতা চালিয়ে যাবে। সর্বোপরি বিদ্রোহীরা একটি স্থিতিশীল সিরিয়া গড়তে পারলে তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া ৩৫ লাখ সিরীয় শরণার্থী দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এতে তুরস্কের কাঁধ থেকে অনেক বড় বোঝা নেমে যাবে।

উপসংহার : যালেম শাসক বাশার আল-আসাদ দেশ থেকে পালানোর ফলে সিরিয়া এখন মুক্ত। এর মধ্য দিয়ে একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি হয়েছে। আর সূচনা হয়েছে একটি নতুন যুগের। সব মিলিয়ে কাবুলের মত দামেশক যেভাবে রক্তপাতহীনভাবে আসাদের স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, তা একটি নতুন দৃষ্টান্ত। এটি পুরো অঞ্চলের এবং এর বাইরের দেশগুলোর জন্য স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসবে। তবে এ পরিবর্তন শুধু সিরিয়া নয়, পুরো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও কৌশলগত মানচিত্রকেই নতুনভাবে চিত্রিত করতে পারে।

[শিক্ষার্থী, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া)

[হাফেয মুখলেছুর রহমান (৬৩) বগুড়া যেলার বর্তমান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সভাপতি। যৌবনকালে তিনি 'যুবসংঘ' ও প্রৌঢ় বয়সে 'আন্দোলন'-এর প্লাটফর্মে থেকে সাংগঠনিক জীবন-যাপন করে করে যাচ্ছেন। তিনি হিফয বিভাগে কর্মজীবন শুরু করে এই মহান পেশাতে অদ্যবধি নিয়োজিত আছেন। তার এই জীবনঘনিষ্ট সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক- আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : আলহামদুলিল্লাহ। আমি ভালো আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পরিবার সম্পর্কে বলুন।

হাফেয মুখলেছুর রহমান : আমার জন্ম বাংলা ১৩৬৭ সনের ১৫ই ফাল্গুন সোমবার ফজরের আযানের পর বগুড়া যেলার গাবতলী থানার কলাকোপা গ্রামে। আমার পিতার নাম হাবীবুর রহমান ও মাতার নাম দৌলতুন নেছা। আমার বয়স যখন ৮/৯ বছর, তখন আমার পিতা সমস্ত জমি-জমা বিক্রি করে দিনাজপুর যেলার বীরগঞ্জ উপযেলার ভোলাপুকুর গ্রামে স্থানান্তরিত হন। আমরা সাত ভাই ও দুই বোন। বর্তমানে আমি স্থায়ীভাবে বগুড়াতে বসবাস করি। আমার দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলুন?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : দিনাজপুরের ভোলাপুকুর গ্রামের ফুরকানিয়া মাদ্রাসায় আমার পড়ালেখা শুরু হয়। মাদ্রাসাটি হিফয শাখা চালু করার জন্য ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপযেলা থেকে একজন হাফেয আনা হয়। হাফেয মুজীব উদ্দীন, ক্বারী গিয়াছুদ্দীন ও আব্দুল খালেক সকল ছাত্রকে একত্রিত করে হিফয বিভাগের জন্য ছাত্র বাছাই শুরু করেন। ক্বারী গিয়াছুদ্দীন প্রথমেই আমাকে বলেন, 'মোখলেছ, তুমি দাঁড়াও। অতঃপর ২৮-৩০ জন ছাত্রের মধ্য থেকে আমাদের ১৫ জনকে বাছাই করা হ'ল।

সময়টি সম্ভবত ১৯৭৫ সাল। শিক্ষকগণের নিকট থেকে পবিত্র কুরআন হিফযের ফযীলত সম্পর্কে হৃদয় নিংড়ানো আলোচনা শুনে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হই। প্রথমে হাফেয ছাহেব আমাদের নাযেরা পড়া শোনেন। যখন আমি সাত পারা সবক মুখস্থ করেছিলাম, তখন আমার ভাই আমাকে বগুড়ার সন্ধ্যাবাড়ি মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে ১১ পারা পর্যন্ত পড়ার পর আমি রংপুর পীরগাছার অন্তর্গত আল-কুরআন হাফেযিয়া মাদ্রাসায় যাই। সেখানে হাফেয আবুল কাসেম ছাহেবের কাছে হিফয সম্পন্ন করি।

এরপর ১৯৭৯ সালে আমি বগুড়া গাবতলী থানার বাগবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই। সেখানে দুইবার প্রমোশন পেয়ে ১৯৮৪ সালে দাখিল, ১৯৮৬ সালে আলিম এবং শাহজাহানপুর থানার অন্তর্গত খোট্টাপাড়া ফাযিল মাদ্রাসা থেকে ফাযিল পাস করি। সবশেষে বগুড়া শেরপুর কামিল মাদ্রাসায় হাদীছ বিভাগ থেকে কামিল পাস করি।

তাওহীদের ডাক : শিক্ষকতা পেশা কিভাবে আসলেন?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : ১৯৯০ সালে কামিল পরীক্ষা পর আমি গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার ফুলবাড়ী শিহাবুদ্দীন সুন্নী ছাহেবের মাদ্রাসায় নাহু ও ছরফ শেখার জন্য ভর্তি হই। কামিলের ফলাফল প্রকাশের পর, আমি বগুড়া শহরের ফতেহ আলী মাদ্রাসায় চলে আসি। তখন মাদ্রাসাটিতে হাফেয লুৎফর রহমান (বর্তমান নওদাপাড়া মারকাযের হিফয বিভাগের প্রধান) শিক্ষকতা করতেন। আমি তাকে বললাম, ভাই, 'আমি হিফয বিভাগে চাকুরি করতে চাই'। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের এখানে একজন হাফেযের প্রয়োজন আছে'। এ কথা শুনে আমি খুব খুশি হলাম। তিনি কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে নিয়োগ দিলেন। সেখান থেকেই আমার শিক্ষকতা শুরু হয়।

এরপর ১৯৯১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী নশিপুরের গোলাম রব্বানী ও আব্দুর রউফ ভাই আমার কাছে এসে বললেন, ভাই! আমরা একটি মাদ্রাসা করতে চাই, তোমাকে যেতে হবে। আমি তাদের বাড়ীতে আট বছর লজিং ছিলাম। তাই তাদের কথা ফেলতে পারলাম না। এরপর পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে ১৯৯১ সালের ৫ই জানুয়ারী শিক্ষক হিসাবে সেখানে যোগ দিই। যখন মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ করা হয়, তখন আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার মাদ্রাসার নাম রাখেন নশিপুর তাহফীযুল কুরআন মহিলা মাদ্রাসা। পরবর্তীতে সেখানে বালক শাখাও চালু করা হয় এবং নামকরণ করা হয় আল-মারকাযুল ইসলামী, নশিপুর, বগুড়া।

তাওহীদের ডাক : আপনি কিভাবে 'যুবসংঘে'র সন্ধান পেয়েছিলেন?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : ১৯৮৩ সালে আমার লজিং বাড়ীতে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ভাই 'যুবসংঘে'র কোন এক দাওয়াতী প্রোগ্রামে এসেছিলেন। তাঁর দাওয়াতেই আমি 'যুবসংঘে'র ফরম পূরণ করি। সেখান থেকেই 'যুবসংঘে'র সাথে আমার দাওয়াতী সফর শুরু হয়।

তাওহীদের ডাক : 'যুবসংঘে'র প্লাটফর্মে থেকে আপনার দাওয়াতী কোন স্মৃতি মনে পড়ে কি?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : আমরা মূলত মাযহাবী ছিলাম। ১৯৮০ সালে ইবনে ফযল ছাহেবের বক্তব্য শুনে 'আহলেহাদীছ' হই। এক সময় জমঈয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিলাম। পরবর্তীতে 'যুবসংঘে'র সদস্য হই। যা আমার নিকট ছিল এক অন্য

রকম অনুভূতি। এলাকায় একমাত্র আমি 'আহলেহাদীছ' হওয়ায় সব সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকতাম। 'যুবসংঘে'র দাওয়াতী কাজ শুরু করার পর আমার ছয় ভাই এবং প্রতিবেশীসহ মোট ১৭টি পরিবার আহলেহাদীছ হন। আলহামদুলিল্লাহ! এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে, যারা এক সময় আমার শত্রু ছিল, তারা এখন আমার বন্ধু হয়েছেন।

১৯৮৫ সালে দিনাজপুরে আমার গ্রামের বাড়িতে আমাকে দিয়ে একটি মাহফিল হয়। সেই মাহফিলে আমি মাযহাব, পীর-মুরীদ, এবং শবেবরাতের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেই। আমার বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হানিফ নামের এক ব্যক্তি রেগে আমাকে জবাইয়ের ঘোষণা দেন। হানিফ ভাই আমার কথাগুলো কাহারোল থানার শিতলাই ফাযিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমূদুল্লাহ ছাহেবকে জানালে তিনি বলেন, আমাদের আসল ইসলাম তাদের কাছেই আছে। এই কথা শুনে হানিফ ভাই পরদিন বাড়িতে এসে আমার হাত ধরে আহলেহাদীছ হয়ে যান। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন ছিল।

তাওহীদের ডাক : **আপনার আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট কী ছিল? অন্যান্য ইসলামী সংগঠনের সাথে তফাৎটা কি?**

হাফেয মুখলেছুর রহমান : অন্যান্য ইসলামী সংগঠন ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের নেতৃত্বে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মাঝে অনেক তফাৎ রয়েছে। যা আলোচনা সাপেক্ষ। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কুরআন ও হাদীছ সেভাবে বোঝার চেষ্টা করে, যেভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে। তারা সমাজ সংস্কার করতে চায় নবী-রাসূলদের আদর্শের আলোকে; মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন মতবাদ ও ইজমের ভিত্তিতে নয়। সেজন্য আমি গর্বের সাথে বলি- আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র একজন কর্মী। আর অন্যান্য ইসলামী সংগঠন মুখে মুখে অনেক কিছু দাবী করলেও তাদের কর্মকাণ্ড ও কর্মনীতি বিশুদ্ধ ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং দ্বিচারী বৈশিষ্ট্যের কোন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় হয় কিভাবে?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : সম্ভবত ১৯৮৩ সালে বাগবাড়ী ফাযিল মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিলের জন্য আমীরে জামা'আত ও মাওলানা দুর্রুল হুদা আইয়ুবী ছাহেবকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ আমাকে দেন। প্রথমে আমি রাজশাহীর সাধুর মোড়ে অবস্থিত স্যারের বাসায় যাই। সেদিনই আমি প্রথমবার স্যারকে দেখি। তাঁর মাথার মাঝখানে সিথি ছিল। আমীরে জামা'আত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী? কোথা থেকে এসেছ? আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, মাদ্রাসার মাহফিলের জন্য বগুড়া নশিপুর থেকে গোলাম রাব্বানী ভাই আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন। আমাকে নাশতা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোথায় যাবে? আমি বললাম, 'মাওলানা দুর্রুল হুদা আইয়ুবী ছাহেবের বাড়িতে। তিনি আবার জানতে চাইলেন, 'তার বাড়ির ঠিকানা তোমার জানা আছে? আমি তখন পকেটে হাত দিয়ে কাগজে লেখা ঠিকানা বের করার চেষ্টা করছিলাম। তিনি মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, 'আগে থেকেই ঠিকানা মুখস্থ রাখা উচিত'। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমীরে জামা'আতের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতা আছে।

তাওহীদের ডাক : বগুড়া যেলা 'আন্দোলনে'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রহীম ছাহেবের বর্তমান অবস্থা কি?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সাবেক সভাপতি আব্দুর রহীম ভাই বর্তমানে গাযীপুর কাশিমপুর কারাগারে আছেন। আমি তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করতে গিয়েছি এবং বেশ কয়েকবার ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। কারাগারে থেকেও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে তার কাছে কেউ গেলেই সর্বপ্রথম আমীরে জামা'আতের খোঁজ-খবর জানতে চান। বিনা অপরাধে কারাগারের প্রকোষ্ঠে থেকেও যে কর্মী তার আমীরের চিন্তা করে, এমন কর্মীর শূন্যতা সবসময়ই অনুভব হয়। তার কথা স্মরণ হলেই হৃদয় কাঁপুনি দিয়ে দু'চোখ বেয়ে কান্না চলে আসে। যা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। আমরা অতি শীঘ্রই তার মুক্তি কামনা করি।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের সংবাদ কিভাবে পেয়েছিলেন এবং আপনাদের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল।

হাফেয মুখলেছুর রহমান : তাবলীগী ইজতেমার জন্য টাকা সংগ্রহ করতে আমরা বাগবাড়ী বাজারে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'এইবার তো আপনাদের তাবলীগী ইজতেমা হচ্ছে না'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি বললেন, 'আপনি জানেন না? গালিব ছাহেব গতকাল গ্রেফতার হয়েছেন'। আব্দুর রহীম ভাইয়ের আহ্বানে আমরা পরামর্শ বৈঠক করলাম। অতন্দ্র প্রহরীর মত আব্দুর রহীম ভাই স্যারের মুক্তির জন্য দৌড়ঝাপ শুরু করলেন। আমরা তাঁরই নেতৃত্বে কাজ করতে থাকলাম। ঐ সময়গুলি একটু অবসর পেলেই প্রাণ খুলে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতাম, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আমীরে জামা'আতকে যালিমের যুলুম থেকে নিরাপদ রাখুন।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত বগুড়া কারাগারে থাকাকালীন স্যারের সাথে আপনারা কিভাবে সাক্ষাৎ করতেন?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : স্যার বগুড়া কারাগারে থাকা অবস্থায় কেসের তারিখগুলিতে যে কোন মূল্যে তাঁর সাথে

সাক্ষাৎ করার জন্য যেতাম। আমীরে জামা'আতকে একপলক দেখার জন্য আমরা এই দিনের অপেক্ষায় থাকতাম। শাজাহানপুর উপজেলার লক্ষ্মীকোলা গ্রামে যাত্রা প্যাণ্ডেলে হামলায় নিহত শফীকুল ইসলামের পিতা বাদী হাবীবুর রহমান এবং সিএনজি চালক শফীকুল এই দু'জনই সাক্ষী ছিলেন। কোর্টে হাজিরার তারিখে আমি এ দু'জনকে কোর্টে নিয়ে যেতাম। যেহেতু আমি লক্ষ্মীকোলা ঈদগাহ মাঠে ইমামতি করতাম এবং নিহত শফীকুলের পিতার নাম আমার পিতার নামে হওয়ায় আমি তাকে 'বাবজী' বলে সম্বোধন করতাম।

বাদী হাবীবুর রহমান বলতেন, 'আমার ছেলেকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে যাত্রা দেখতে গিয়ে মারা গেছে। আমি তো কাউকে দোষারোপ করিনি। শফীকুল আমার ছেলে হওয়ায় পুলিশ আমাকে বাদী করেছে। আমি একজন পাকিস্তানী নিপীড়িত ব্যক্তি। আমি আগেই শুনেছিলাম যে, গালিব ছাহেব একজন উচ্চশিক্ষিত ভালো আলেম এবং আহলেহাদীছ সংগঠনের আমীর। তাকে কেন সরকার আমার ছেলের হত্যার আসামী করল, তা আমাকে অবাক করে। আল্লাহ পাক গালিব ছাহেবকে মুক্তি দান করুন'।

হাজিরার দিনে আমরা আগেভাগে কোর্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আসামি বহনের গাড়ি এলে আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। একবুক আশা নিয়ে স্যারে মুক্তির সুসংবাদের আশা করতাম। অতঃপর হাজিরা শেষে স্যারকে বিদায় জানিয়ে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে আমরা যার যার মতো চলে যেতাম। আমীরে জামা'আতকে এক নযর দেখার জন্য হাজিরার দিন আশ-পাশের যেলা থেকেও অনেক মানুষ আদালতে হাযির হ'ত।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত কারামুক্তির জন্য আব্দুর রহীম ছাহেবের নেতৃত্বকে আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : আব্দুর রহীম ভাই ছিলেন বগুড়া যেলার এক অনন্য সংগঠক। আমীরে জামা'আত কারাবন্দী থাকাকালীন আমি তখন সহ-সভাপতি ছিলাম। সেই সময় দেখেছি আব্দুর রহীম ভাই অনেক চেষ্টা করেছেন। কোন উকিলের হাতে কেসটি দিলে তা ভালোভাবে তদারকি হবে, তা নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত থাকতেন এবং এজন্য অনেক দৌড়-ঝাপ করতেন। অনেকেই কেসটি নিতে চাচ্ছিলেন না। অবশেষে রোমান এবং আবুবকর নামে দুইজন উকিল নিয়োগ করা হয়। আব্দুর রহীম ভাই এদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন এবং যাবতীয় কাজ তিনিই পরিচালনা করতেন। আমরা তার সাথে থাকতাম।

তাওহীদের ডাক : বগুড়া যেলায় আমীরে জামা'আতের হাত তাওহীদ ট্রাষ্ট কর্তৃক যে সমাজ কল্যাণের কাজ হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

হাফেয মুখলেছুর রহমান : বগুড়া যেলায় আমীরে জামা'আতের হাত দিয়ে তাওহীদ ট্রাস্টের মাধ্যমে অনেক সামাজিক হয়েছে। যেমন আল-মারকাযুল ইসলামী, নশিপুরে ৬৫ শতাংশ জমির উপর নির্মিত বিশাল ভবন। এই মারকাযের সূচনা হয়েছিল ১৯৯১ সালে 'তাহফীযুল কুরআন মহিলা মাদ্রাসা' নামে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে বগুড়ায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে একটি বাজেট বরাদ্দ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে আনছার আলী মাস্টার চাইলেন বৃ-কুষ্টিয়ার জন্য এবং আব্দুর রহীম ভাই চাইলেন গাবতলীর জন্য। সেই সময় গোলাম রাব্বানী ভাই নশিপুরে মাদ্রাসাটি স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। অবশেষে নশিপুরেই মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমোদন মেলে এবং পরে সেখানে ভবন নির্মাণ শুরু হয়। যা বর্তমানে ৮ বিঘা জমির উপর একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে।

এছাড়াও বগুড়া যেলার ৯টি উপযেলায় অনেক মসজিদ হয়েছে এর মধ্যে ৪৬টি মসজিদের ঠিকানা আমার ডায়েরীতে আছে। সেগুলি হ'ল বগুড়া সদর উপজেলায় ৩টি; শেরপুর উপযেলায় ৭টি, শাহজাহানপুর উপযেলায় ৬টি; সোনাতলা উপযেলায় ৩টি; শিবগঞ্জ উপযেলায় ৬টি; দুপচাঁচিয়া উপজেলায় ৪টি; সারিয়াকান্দি উপযেলায় ১টি; গাবতলী উপযেলায় ১২টি; ধুনট উপযেলায় ৪টি।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার কোন বিশেষ স্মৃতি আছে কি?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : আমীরে জামা'আতের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতটাই আমার সবচেয়ে স্মরণীয় দিন মনে হয়। তাছাড়া ২০২৩ সালের ২৮শে অক্টোবর যেলা সম্মেলনের দিন আমাদের একটি ভুলের কারণে আমরা কয়েকজন আমীরে জামা'আতের বকুনি খেয়েছিলাম। দিনটির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তবে সেটি আমাদের জন্য একটি বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, যা আমি আমার জন্য একটি নে'মত মনে করি।

তাওহীদের ডাক : দাওয়াতী ময়দানে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার স্মৃতি আছে কি?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : আমাদের বাসস্থান থেকে ১০ মাইল দূরত্বের মধ্যেও আমরা দল বেঁধে ওয়ায শুনতে যেতাম। তখন আমাদের একটি ওয়ায শোনার দল ছিল। গোলাম রব্বানী, আব্দুল লতীফ, কুরবান, জাবেদ আলী, মুকুল, ইখতিয়ারসহ আরও কয়েকজন মিলে বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ নিতাম। যেমন নগর ফাযিল মাদ্রাসা কনফারেন্স, শাহনগর কনফারেন্স, ডেমাজানী কনফারেন্স, গাবতলী পাইলট হাই স্কুল মাঠ, বাগানবাড়ী ফাযিল মাদ্রাসা, তরফ সরতাজ ফাযিল মাদ্রাসাসহ আরও বিভিন্ন স্থানে।

তখনকার উল্লেখযোগ্য বক্তারা ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল, আব্দুল্লাহ বিন কাজেম, আবু তাহের বর্ধমানী, আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী, দুরুল হুদা আইয়ুবী, আব্দুন নূর সালাফী, আবু তাহের নাছিরাবাদী, মাওলানা আব্দুর রঊফ ছাহেব এবং আব্দুর রহমান প্রমুখ।

এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল বিলচাপরী মাদ্রাসায় 'মুনাজাত ও দুই আযান' নিয়ে বাহাস হয়েছিল মাওলানা

আব্দুর রঊফ ও আব্দুল্লাহ বিন কাজেম ছাহেবের মধ্যে। পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল আলোচনা চলছিল। এক পর্যায়ে মুনাজাত জায়েয করার জন্য ইবনে কাজেম বলেন, 'যদি একাধিক ব্যক্তি মিলে একটি ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে, তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য হবে। উত্তরে মাওলানা আব্দুর রঊফ ছাহেব রসিকতার সুরে বলেছিলেন, 'তাহ'লে তো পাঁচজন অন্ধ মিলে একটি ভালো চোখ তৈরি হবে!

তখন উপস্থিতদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায়। সবাই বাহাস ভুলে হাসির রোলে পড়ে যায়। এটি ছিল একটি হাস্যকর ও স্মরণীয় ঘটনা।

তাওহীদের ডাক : দাওয়াতী জীবনে আপনার এমন কোন অভিজ্ঞতা আছে কি যা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : দাওয়াতী জীবনে আমি দেখেছি আমাদের সমাজে অনেক ভালো ডাক্তার, ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ভালো আলেম, ভালো বক্তা, ভালো মাস্টার আছেন, কিন্তু ভালো মানুষের বিস্তর অভাব। ভালো রাজনীতিবিদও আছেন, তবে ভালো মানুষের অভাব রয়েছে। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার লোকের অভাব খুবই প্রকট আকার ধারণ করেছে। কথার পেছনে অনেক সত্য লুকিয়ে থাকে, যা বলা যায় না। সমাজে ভালো মানুষ হতে হলে আমানতদারিতা, ওয়াদা পালন, সহনশীলতা, নিঃস্বার্থপরতা, সত্যবাদিতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং পারিবারিক সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন। তবেই একজন ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব।

তাওহীদের ডাক : যুবসমাজের জন্য যদি কিছু নছীহত করতেন।

হাফেয মুখলেছুর রহমান : যুবকরা সমাজের চালিকাশক্তি। যুবকরা যে দিকে যায়, সমাজও সেই দিকে আগায়। কথারও একটি মাপ আছে; তাই আমাদের মাপ-জোখ করে কথা বলতে হবে। মুখের কথা বা ভাষা দিয়ে মানুষের মনে শান্তি আনা সম্ভব। আবার মুখের কথার কারণেও কারো ক্ষতি হ'তে পারে। আমাদের যুবকদের মাঝে অনেক সময় কথার ভুল বোঝাবুঝির কারণে কর্মীদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি হয়, যার ফলে কর্মীরা একে অপর থেকে দূরে চলে যায়। একশো শতাংশ কর্মী পাওয়া মুশকিল। কিন্তু যারা আছেন, তাদের দিয়ে কাজ চালাতে হবে। আন্তরিকতা এবং মৃদু ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলতে হবে, যাতে কেউ হারিয়ে না যায়। কর্মীদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং কেউ যেন চলে না যায়, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

আরেকটি ব্যাপার হ'ল যুবসমাজকে প্রচুর পড়াশোনা ও অধ্যবসয় করতে হবে। কেননা দাওয়াতের ময়দানে জ্ঞানার্জনের চেয়ে নিজেকে প্রকাশ করার একটি মনোভাব যুবসমাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সুতরাং যুবকদের প্রতি আমার নছীহত থাকবে যে, তারা যেন অযথা সময় অপচয় না করে এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচুর পড়াশোনা করে। ইবাদত-বন্দেগীতে অলসতা না করে। কেননা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতের মাধ্যমে অন্তরে দাওয়াতের এক অপূর্ব শক্তি তৈরী হয়। আর ইবাদতে দুর্বল ও অলস হ'লে দাওয়াতী কাজে বরকত লাভ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং নিজের আমলী যিন্দেগী সুন্দর করার পাশাপশি আমীরে জামা'আত প্রণীত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বইপত্র পড়তে হবে। তারপর অর্জিত জ্ঞানটুকু নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করত তা সমাজের বুকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কি?

হাফেয মুখলেছুর রহমান : যত বেশি পড়া হবে, তত বেশি শেখা যাবে। দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক পত্রিকার আর্টিকেলগুলো সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এতে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, যা থেকে ইমাম বা খতীব ছাহেবগণ বেশ উপকৃত হবেন। এতে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার রয়েছে, যা থেকে অনেক অজানা বিষয় জানা যায়। এতে সংগঠন সংবাদ, সাধারণ জ্ঞান ও কুইজও রয়েছে, যা পড়লে যুবক ও সোনামণিরা উৎসাহিত হয়। আমি মহান আল্লাহ্র কাছে 'যুবসংঘে'র মুখপত্র 'তাওহীদর ডাক'-এর ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও কবুলিয়াত কামনা করছি।

তাওহীদের ডাক : মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হাফেয মুখলেছুর রহমান : আমি আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মাধ্যমে দূর অতীতের অনেক অজানা স্মৃতি ও তথ্য রোমন্থন হ'ল। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ

১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য পণ্য
▣ সরিষা ফুলের মধু	▣ আখের গুড়
▣ লিচু ফুলের মধু	▣ মৌসুমের খেজুরের গুড়
▣ বরই ফুলের মধু	▣ মধুময় বাদাম
▣ কালোজিরা ফুলের মধু	▣ উন্নত মানের খেজুর
▣ মিক্স ফুলের মধু	▣ সরিষার তেল
▣ পাহাড়ী ফুলের মধু	▣ কালোজিরা তেল
▣ সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল	▣ জয়তুন তেল
▣ চাকের মধু	▣ যবের ছাতু
	▣ দানাদার ঘি
	▣ **বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়**

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়

যোগাযোগ করুন! ০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন

ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

অন্যায়ভাবে মানব হত্যার পরিণতি

-ফায়ছাল মাহমূদ

ভূমিকা : পৃথিবীতে সুশৃংখলভাবে জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ মানুষকে শারঈ বিধান দিয়েছেন। যাতে মানব সভ্যতায় বিনা কারণে কোন রক্তপাত না হয়। মানব জীবনের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, কাউকে হত্যা করা তো দূরের কথা, কোন অমুসলিমকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। এমনকি কোন মুসলমানকে গালি দেওয়াও নিষেধ রয়েছে। তাই শারঈ কারণ ছাড়া মানব হত্যা হারাম ও কবীরা গুনাহ। বর্তমানে দুনিয়াবী স্বার্থে নিরপরাধ মানুষকে প্রকাশ্যে হত্যা, গুম এক নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক নিহত ব্যক্তির পরিবার জানতেই পারে না, কি কারণে তার পিতা, স্বামী বা ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অন্যায়ভাবে মানব হত্যার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

মানবজীবনের মর্যাদা : মানবজীবনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল, ইযযত আব্রুর উপর হস্ত ক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল। তোমাদের আজকের এই পবিত্র দিন, এই পবিত্র (যিলহজ্জ) মাস, এই শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান আমার পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না'।[১] অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এই নছীহত কার্যকর করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেন, জাহিলী যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত হ'ল। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম, তা হচ্ছে আমার বংশের রবী'আ ইবনুল হারিছের দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ। যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম'।[২]

ইসলামে বিবাদ বা গালি দেওয়ার বিধান : ইসলামই সর্বশেষ এলাহী গ্রন্থ, যেখানে বিশ্বময় শান্তির উপায় বলে দেওয়া আছে। হত্যা করে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বরং পারস্পরিক সহমর্মিতাই শান্তির আবহ নিয়ে আসতে পারে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্পরিক বিবাদকে কাফেরদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শামিল গণ্য করে বলেন, لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ– 'তোমরা আমার অবর্তমানে কাফেরের দলে প্রত্যাবর্তন করো না যে, পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হবে'।[৩] সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ) গালির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়াকে ফাসেক্বীর সাথে তুলনা করে বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ– 'মুসলিমদের গালাগালি করা ফাসিক্বী এবং খুনাখুনি করা কুফরী'।[৪]

ইসলামে আত্মহত্যার বিধান : ইসলামে অন্যায়ভাবে মানব হত্যা তো দূরের কথা, নিজেকে আত্মহুতি দেওয়াও নিষেধ। আত্মহত্যার পরকালীন পরিণতি হ'ল জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা নিজেকে হত্যা করবে, সেই বস্তু দ্বারা তাকে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে'।[৫] এমনকি যখমের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার আগেই নিজের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছে। অতএব তার উপরে আমি জান্নাতকে হারাম করে দিলাম'।[৬] এমনকি জিহাদের ময়দানে আত্মঘাতি বীর মুজাহিদকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহান্নামী বলেছেন'।[৭]

ভ্রূণহত্যা মানব হত্যার শামিল : ভ্রূণ নষ্ট করাও যেখানে ইসলামে পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। সেখানে ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে ভ্রূণ নষ্ট করা এবং নবজাতককে হত্যা করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ একজন মানুষ হত্যা আর ভ্রূণ হত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা যেনাকার জনৈকা গামেদী মহিলার উপর যেনার হদ্দ রাসূল (ছাঃ) কায়েম না করে সন্তান প্রসবের অপেক্ষা করতে বলেন।[৮] এক্ষণে এ কাজে সহযোগী ডাক্তারগণ সাবধান হবেন কী? অথচ রাসূল (ছাঃ) উম্মতের সংখ্যাধিকার ব্যাপারে গর্ববোধ করবেন।[৯]

অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম : মুসলিম বা অমুসলিম যে ব্যক্তিই হৌক বিনা অপরাধে হত্যা করা মহা অপরাধ। আর যদি নিরাপরাধ ব্যক্তি হত্যা হয়ে যায়, সেটা সমগ্র জাতি হত্যা সমতুল্য। আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا– 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন

১. বুখারী হা/৬৭; মুসলিম হা/১২১৮।
২. মুসলিম হা/১২১৮।
৩. বুখারী হা/৬৭৮৫; আহমাদ হা/২১০৩৮; মিশকাত হা/৩৫৩৭।
৪. বুখারী হা/৪৮; তিরমিযী হা/১৯৮৩; মিশকাত হা/৪৮১৪।
৫. বুখারী হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৩৪৫৪, 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।
৬. বুখারী হা/১৩৬৪।
৭. বুখারী হা/৪২০৩; মিশকাত হা/৫৮৯২।
৮. মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২।
৯. আবুদাঊদ হা/২০৫০; নাসাঈ হা/৩২২৭; মিশকাত হা/৩০৯১।

সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' (*মায়েদাহ ৫/৩২*)। আর এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ– 'কোন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়া অপেক্ষা সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার'।[১০]

পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকারী ও তার শাস্তি : মানব ইতিহাসে হত্যার সূচনা হয় আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এ হত্যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ– 'তুমি যদি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, আমি কিন্তু আমার হাত তোমার দিকে তোমাকে হত্যা করার জন্য প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৮)*।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে পৃথিবীতে সংঘটিত সকল হত্যার একটি অংশ কাবীল পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ– 'যে ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হোক, তার খুনের (গুনাহের) একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদম সন্তানের ওপর বর্তাবে। কারণ সে-ই (আদমের সন্তান কাবীল) প্রথম হত্যার প্রচলন করেছিল'।[১১]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ– 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে মন্দ রীতি চালু করল এবং লোকেরা তার এই রীতি আমল করল, ঐ ব্যক্তির আমলনামায় উক্ত রীতির অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহ প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের গোনাহ হ'তে সামান্য পরিমাণও হ্রাস করা হবে না'।[১২]

যুদ্ধের মাঠেও শত্রুকে হত্যায় সতর্কতা : মিকদাদ ইবনু 'আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি একজন অমুসলিম কাফের ব্যক্তির সম্মুখীন হই, আর সে তার তরবারির আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে। পরে সে একটি বৃক্ষের আশ্রয়ে বলতে থাকে, 'আমি ইসলাম কবুল করছি, আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করছি- এই কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। রাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলে ঐ কথা বলেছে। তবুও কি আমি তাকে হত্যা করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তাহ'লে তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, হত্যার পর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। আর সে যা বলছে, তা বলার পূর্বে সে যে অবস্থায় ছিল, তুমি সে অবস্থায় পৌঁছে যাবে'।[১৩]

যুদ্ধের সময় নারী-শিশু হত্যায় নিষেধাজ্ঞা : ইসলামে যুদ্ধের সময়েও নারী-শিশু হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর এক যুদ্ধে একজন নিহত মহিলাকে পাওয়া যায়। (এটা দেখে) তখন মহানবী (ছাঃ) তা অপসন্দ করেন'।[১৪] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধাবস্থাতেও নারী ও শিশু হত্যাকে নিষেধ করেছেন।[১৫] কিন্তু জঙ্গীরা যুদ্ধের সময় তো নয়ই বরং স্বাভাবিক অবস্থাতেও বিভিন্ন স্থানে বোমা মেরে অগণিত নারী-শিশু হত্যা করে চলেছে।

আল্লাহ বলেন,وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلَّهِ 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১৯৩; আনফাল ৮/৩৯)*। ইবনে ওমর (রাঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তুমি কি জান ফিৎনা কী? নবী করীম (ছাঃ) যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। তাদের উপরে আরোপিত হওয়াটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত যুদ্ধ নয়, যা হচ্ছে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য'।[১৬]

ক্বিয়ামতের দিন প্রথম বিচারিক বিষয় : ক্বিয়ামতের দিন বান্দার হকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বিচার করা হবে অন্যায় রক্তপাত বা হত্যার। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ– 'সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতের হিসাবে নেয়া হবে। আর মানুষের পরস্পরের মাঝে সর্বপ্রথম বিচার করা হবে রক্তপাত বা অন্যায় হত্যার'।[১৭]

উল্লেখ্য, হাদীছের আলোকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র হকের হিসাব নেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে নিঃস্ব হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার দিরহামও (নগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই

১০. বুখারী, তিরমিযী হা/১৩৯৫।
১১. বুখারী হা/৩৩৩৬; মুসলিম হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/২১১।
১২. মুসলিম হা/৪৮৩০ (২৩৯৮)।
১৩. বুখারী হা/৪০১৯; মিশকাত হা/৩৪৪৯।
১৪. বুখারী হা/৩০১৪; মুসলিম হা/১৭৪৪।
১৫. বুখারী হা/৩০১৫।
১৬. বুখারী হা/৪৬৫১, ৭০৯৫।
১৭. নাসাঈ হা/৩৯৭১; ছহীহাহ হা/১৭৪৮; ছহীহুল জামে হা/২৫৭২।

ব্যক্তি হচ্ছে নিঃস্ব, যে ক্বিয়ামত দিবসে ছালাত, ছিয়াম, যাকাতসহ বহু আমল নিয়ে উপস্থিত হবে এবং এর সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার নেক আমল হ'তে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা (বিনিময়) নেয়ার আগেই তার সৎ আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৮]

ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি : ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সময়ে পত্র-পত্রিকায় খুললেই হর-হামেশা তার প্রমাণ পাওয়ায় যায়। আর এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهْوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ– 'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বা হত্যাকাণ্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। হারজ অর্থ খুনখারাবী। তোমাদের সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে'।[১৯]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হারজ হবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'হারজ' কী? তিনি বলেন, ব্যাপক গণহত্যা। কতক মুসলমান বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এখন এই এক বছরে এত মুশরিককে হত্যা করেছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তা মুশরিকদের হত্যা করা নয়, বরং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে, চাচাকে, চাচাতো ভাইকে এবং নিকটাত্মীয়কে পর্যন্ত হত্যা করবে। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে?

রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। তবে সে সময়ের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান লোপ পাবে। তাদের কেউ কেউ মনে করবে সে একটি বিষয়ের উপর আছে। অথচ সে থাকবে অন্য বিষয়ের উপর। এরপর তিনি বললেন, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! আমি আশঙ্কা করছি যে, সে অবস্থা আমাকে পেয়ে বসবে। আর তোমরা অবশ্যই উক্ত বিষয়গুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। (আবু মূসা আশ'আরী বলেন,) হয়তো এ যুগ তোমাদেরকে ও আমাকে পেত, তাহ'লে তা থেকে আমার ও তোমাদের বের হয়ে আসা মুশকিল হয়ে যেত, যেমন নবী করীম (ছাঃ) আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ঐ অনাচারে যত সহজে জড়িয়ে পড়ব তা থেকে বের হয়ে আসা ততোধিক দুষ্কর হবে'।[২০]

বর্তমান সময়েও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায় যে, পিতা তার স্নেহের পুত্রকে হত্যা করেছে। সন্তান তার তার নেশার টাকা না পাওয়ার কারণে তার পিতা-মাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ভাই-ভাইয়ের মধ্যে সম্পদ নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি এমনকি হত্যা করতে সামান্যতম অন্তর কাঁপে না। আর এ জন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ، 'কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং তার পিতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না'।[২১]

বড় আশ্চর্যের বিষয় হ'ল মানব হত্যা এখন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা-ঘাটে এখন মানুষ খুব একটা নিরাপত্তা লাভ করেনা। বর্তমান সময়ে অসংখ্য হত্যা হচ্ছে সামান্য অর্থ লাভের জন্য বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য। অথচ নিহত ব্যক্তি জানতেই পারছে না যে, তাকে হত্যা করা হবে। রাসূল (ছাঃ) এমনই পরিস্থিতি সংঘটিত হওয়ার আশংকা করে বলেছিলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِى الْقَاتِلُ فِىْ أَىِّ شَىْءٍ قَتَلَ وَلاَ يَدْرِى الْمَقْتُولُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ قُتِلَ 'ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হয়েছে'।[২২]

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যার পরিণতি : অমুসলিম বা মুসলিম ব্যক্তির কোন অপরাধ রাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কারো জন্য আইন হাতে তুলে নেওয়া জায়েয নয়। এরূপ করলে উক্ত ব্যক্তি কবীরা গুনাহগার হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ 'চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যাকারী ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[২৩] আর চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হ'ল, যাদের সাথে মুসলমানদের জিযিয়া চুক্তি বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সন্ধি অথবা কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে'।[২৪]

(ক্রমশ)

[কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ; শিক্ষক : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী]

১৮. মুসলিম হা/২৫৮১; তিরমিযী হা/২৪১৮; মিশকাত হা/৫১২৭।
১৯. বুখারী হা/১০৩৬; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০।
২০. হাকেম হা/৮৫৮৭; আহমাদ হা/১৯৬৫৩; ছহীহাহ হা/১৬৮২।
২১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৮; ছহীহাহ হা/৩১৮৫।
২২. মুসলিম হা/২৯০৮; মিশকাত হা/৫৩৯০; ছহীহুল জামে' হা/৭০৭।
২৩. বুখারী হা/৩১৬৬, মিশকাত হা/৩৪৫২।
২৪. ফাৎহুল বারী ১২/২৫৯ পৃ.।

আপেক্ষিকতাবাদ ও ইসলাম

-আব্দুল মাজীদ

আগ্রহ, কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণের সমন্বয়ে মানব সভ্যতা অসংখ্য বিস্ময়ের আবিষ্কার করেছে। বর্তমানে আধুনিক প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিকগণও ক্রমেই চূড়ান্ত সত্যধর্ম ইসলামের নিদর্শনগুলোকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন। অথচ এই আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থান মহানবী (ছাঃ)-এর সময় থেকেই ভিত্তি লাভ করেছে। যদিও সে সময় বিজ্ঞান আজকের মতো বিশ্লেষণাত্মক বা প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না। তবু রাসূলের মে'রাজের ঘটনা, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির ইঙ্গিতের মতো বিষয়গুলো আধুনিক বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত। পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট প্রকৃতি নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানানো কুরআনের আয়াতগুলো মুমিন বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে, যা সোনালী যুগের বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

আপেক্ষিকতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইসলামের সাথে কতটা সম্পর্কযুক্ত তত্ত্বটি কিংবা কতটা সাংঘর্ষিক? আলোচনার পূর্বেই কিছু টার্ম ক্লিয়ার করি। আপেক্ষিকতা বলতে আসলে কি বোঝায়? আপেক্ষিক অনেকটা নিরপেক্ষ এর বিপরীত। নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে, সময় ব্যতীত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবকিছুই আপেক্ষিক। অর্থাৎ সময় নিরপেক্ষ, আমার-আপনার সকলের কাছে সময় একই। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বিবেচনায় সময়ের ভিন্নতা নেই। আরেকটি টার্ম-ডিমেনশন। ডিমেনশন অনুসারে সময় গণনার বিষয়টি একেক জনের জন্য একেক রকম হ'তে পারে। সংক্ষেপে বললে, সময় আপেক্ষিক। একসময় ধারণা ছিল যে, মহাবিশ্বের যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো অবস্থায় সময়ের মান সমান। অর্থাৎ একটি ঘড়ির এক সেকেণ্ড বা এক মিনিট সব অবস্থাতেই একই রকম থাকবে। কিন্তু বাস্তবে সময়ের হিসাব অবস্থান, গতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে আলাদা হ'তে পারে। যেমন, যদি কেউ খুব দ্রুত গতিতে একটি রকেটে ভ্রমণ করে আর অন্যজন পৃথিবীতে স্থির থাকে, তাহ'লে রকেটে থাকা ব্যক্তির জন্য পৃথিবীর তুলনায় সময় ধীরে চলবে। অন্যদিকে পৃথিবীতে স্থির থাকা ব্যক্তির জন্য রকেটে থাকা ব্যক্তির তুলনায় সময় দ্রুত গতিতে চলবে। যে যত দ্রুতগতিতে চলতে পারে, তার ঘড়ি অন্যদের তুলনায় তত ধীরে চলে। সময়ের এই ভিন্নতাকেই বলা হয় সময় আপেক্ষিকতা।

একইভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও সময়ের গতিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। যদি কোনো গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর চেয়ে ৫ গুণ বেশি হয়, তবে ওই গ্রহে সময় পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৫ গুণ ধীরে চলবে। আবার যদি দুইজন ব্যক্তি একে অপরের থেকে আলাদা স্থানে অবস্থান করেন, যেমন একজন চাঁদে এবং অন্যজন পৃথিবীতে, তবে চাঁদে থাকা ব্যক্তির ঘড়ি পৃথিবীতে থাকা ব্যক্তির তুলনায় দ্রুত চলবে। কারণ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর তুলনায় কম। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সময়ের গতিকে প্রভাবিত করে এবং যিনি যতো শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ বলের কাছে থাকবেন, তার ঘড়ি ততো ধীরে চলবে। এই ঘটনা বিজ্ঞানের ভাষায় 'বিশেষ আপেক্ষিকতা' বা 'গ্র্যাভিটেশনাল টাইম ডাইলোশান' নামে পরিচিত।

আপেক্ষিকতায় নিউটনীয় তত্ত্ব : পদার্থবিজ্ঞান মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি-র যুগান্তকারী অবদানের পর কিংবদন্তি বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৮৬ সালে তার বিখ্যাত ক্লাসিকাল মেকানিক্সের তিনটি সূত্র প্রণয়ন করেন। এই সূত্রগুলোর ক্ষেত্রে সময় ছাড়া বাকি সবকিছু আপেক্ষিক। সময় একমাত্র নিরপেক্ষ, যা পর্যবেক্ষকের অবস্থানের পরিবর্তনে ভিন্ন হয় না। সরল উদাহরণ দিয়ে বললে, ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাটার যখন বলটি হিট করে, তখন বলটি তাৎক্ষণিকভাবে উল্লম্বভাবে উপরে উঠে যায় না। বরং, সময়ের সাথে সাথে বলটি দূরত্ব অতিক্রম করে সিক্স হয়ে যায়। এখানে সময়ের পরিবর্তন সবার জন্য সমান। এমন নয় যে, আমার জন্য ২ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে, আর আমার বন্ধুর জন্য ৪ সেকেণ্ড। সবক্ষেত্রেই সময়ের গতিপ্রকৃতি সবার জন্য অভিন্ন। এটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

আমাদের এই জগৎ মূলত তিনটি স্থানিক মাত্রা (ত্রিমাত্রিক) এবং একটি মাত্রা অর্থাৎ সময় নিয়ে গঠিত। নিউটনীয় বলবিদ্যায় সময়কে পরম বা নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হ'ল, সময় কোনো পর্যবেক্ষকের জন্য কখনো আলাদা বা পরিবর্তিত হয় না। এটি সর্বদা সবার জন্য এক ও অভিন্ন থাকে। নিউটনীয় বলবিদ্যার প্রধান ধারণা হ'ল, সময় একটি অপরিবর্তনশীল এবং স্থির রাশি, যার সাপেক্ষে অন্যান্য সব পরিমাপীয় রাশি পরিবর্তিত হয়। তবে সময় ব্যতীত অন্য সব রাশি আপেক্ষিক। সহজ ভাষায়, নিউটনের গতিসূত্রগুলো স্থির বস্তুকে কেন্দ্র করেই প্রণীত। উদাহরণ স্বরূপ, একটি গাড়ি যদি স্থির অবস্থা থেকে কোনো বল প্রয়োগের মাধ্যমে গতি অর্জন করে, তবে সেই পরিবর্তন এবং এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে নিউটনের গতিসূত্র প্রয়োগ করা হয়। নিউটনের তিনটি সূত্র মূলত বল প্রয়োগের ফলে কোনো বস্তুর গতি বা অবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে।

উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন! আজ আমি আর আমার বন্ধু দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছি, আর আপনি আমাদের দর্শক। আমরা দু'জন একই গতিতে দৌড়াচ্ছি অর্থাৎ আমার গতি আর আমার বন্ধুর গতি সমান। এখন যদি আমি আমার বন্ধুকে দেখি, মনে হবে সে আমার অবস্থানেই রয়েছে। কারণ আমাদের অবস্থান পরস্পরের তুলনায় অপরিবর্তিত। অর্থাৎ

আমার দৃষ্টিতে সে স্থির। কিন্তু আপনার অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টিতে আমরা দু'জনেই একই গতিতে দৌড়াচ্ছি। কারণ আপনার গতি শূন্য। এখানেই অবস্থান স্থির বা গতিশীল হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার বন্ধু স্থির কিন্তু আপনার কাছে আমরা দু'জনই গতিশীল।

আপেক্ষিকতায় আইন্সটাইনের তত্ত্ব : আমাদের ত্রিমাত্রিক স্থান ব্যবস্থায় নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে, সময়কে একটি আলাদা অক্ষ হিসাবে ধরা হ'ত। তবে আইন্সটাইনের তত্ত্ব অনুসারে সময় আমাদের এই ত্রিমাত্রিক স্থান ব্যবস্থার চতুর্থ মাত্রা। অর্থাৎ আমাদের জগত সময়সহ আরও তিনটি মাত্রা মিলিয়ে একটি চার মাত্রিক ব্যবস্থায় অবস্থান করছে। চতুর্থ মাত্রা বুঝতে অতিরিক্ত চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আইন্সটাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী সময় আপেক্ষিক। আমরা সাধারণত জানি, সময় সবার কাছে অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আইন্সটাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে সময় বেগের উপর নির্ভরশীল এবং এটি সাপেক্ষিক। এটি অনেকের কাছে প্রথমে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তবে সেই সময়ের এক সাধারণ কেরানী, যিনি কখনো ভাবেননি যে তার নাম ইতিহাসে লেখা হবে, আজকের দিনে সেই তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

যদি সময় আপেক্ষিক হয়, তাহ'লে কী ঘটবে? ধরুন, আমি চলমান আর আপনি স্থির। তাহ'লে আমার কাছে ১ সেকেণ্ড আপনার কাছে ১.৬৪ সেকেণ্ড হ'তে পারে। এটিই হচ্ছে 'সময়ের সম্প্রসারণ' বা 'টাইম ডিলেশন'। অর্থাৎ সময় আপেক্ষিক এবং এটি বেগ সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়। তবে যদি বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি না হয়, তবে এই পার্থক্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং তা সাধারণত উপেক্ষা করা যায়।

আরেকটি বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দেওয়া যাক, 'মিউওন' নামক কণিকা। কণা বলতে সাধারণত আমরা ধূলিকণার কথা বলি, যা সাধারণ চোখে দেখতে খুবই ক্ষুদ্র হয়। এই কণার ছোট বা ক্ষুদ্র অংশকেই কণিকা বলা হয়। 'মিউওন' একটি বিশেষ ধরনের কণিকা, যার স্থায়িত্বকাল মাত্র ২.২ মাইক্রোসেকেণ্ড! মাইক্রোসেকেণ্ড মানে এক সেকেণ্ডের ১ লক্ষ ভাগের এক ভাগ, যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়। তাত্ত্বিকভাবে, এই সময়টুকু খুবই অল্প, যা চোখের পলক ফেলতেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তবে 'মিউওন' কণিকার গতি আলোর গতির কাছাকাছি, অর্থাৎ এটি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ লক্ষ মিটার অতিক্রম করতে সক্ষম। ফলে সাধারণত মিউওন কণা, যা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা, অতিবেগতিক গতির কারণে তার স্থায়িত্বকাল অনেক কমে যায় বা ধীরে চলে। এ কারণে তাত্ত্বিকভাবে মিউওন কণিকার অস্তিত্ব শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়! এটি অবিশ্বাস্য মনে হ'তে পারে। তবে বিজ্ঞানের আলোকে এটি প্রমাণিত।

আপেক্ষিকতায় ইসলামী তত্ত্ব : আপেক্ষিকতা নিয়ে অনেক কথা হ'ল। অনেক তত্ত্ব নিয়েও ঘাটাঘাটি হ'ল। এখন ইসলাম এই 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' কতটা সাপোর্ট করে তা দেখে আসি। আপেক্ষিকতা বলতে এখন শুধু আইনস্টাইনের থিওরি বুঝব, যেহেতু আধুনিকায়নে মডার্ণ ফিজিক্স প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ 'আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার বছরের সমান' *(হজ্জ ২২/৪৭)*। উক্ত আয়াতে স্পষ্ট 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'- এর নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই সময়ের আপেক্ষিকতার দিকটি বুঝিয়েছেন। কুরআন কিন্তু কোন সায়েন্সের বই কিংবা ডকুমেন্টারি না, কুরআন হ'ল সাইন বা নিদর্শন।

উক্ত আয়াতে সময়ের আপেক্ষিকতার নিদর্শন সহজেই অনুধাবন করা যায়। শুধু উক্ত আয়াতই নয়, আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 'যে সিঁড়ি দিয়ে ফেরেশতাগণ ও জিব্রীল তার দিকে ঊর্ধ্বারোহন করে। যে দিনের পরিমাণ তোমাদের পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান' *(মা'আরিজ ৭০/৪)*।

সময়ের আপেক্ষিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আইনস্টাইনের Theory of relativity তে ১৯০৫ সালে। এর আগে সময়ের আপেক্ষিকতা নিয়ে মানুষের তেমন ধারণা ছিল না। মজার ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ১৫০০ বছর পূর্বেই এই আপেক্ষিকতা নিয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর আজ আমরা বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারে অভিমুগ্ধ! মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা যে ১৫০০ বছর আগেই ব্যাপারটি বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা সেটির থিওরিটিকাল বহিঃপ্রকাশ দেখলাম মাত্র।

আয়াতটি একটু গভীরভাবে বুঝে দেখি। আমাদের কাছে যা ৫০ হাযার বছর, ফেরেশতারা তা মাত্র এক দিনে অতিক্রম করেন। ঠিক সময়ের অপেক্ষিকতার ব্যাপারটা। ফেরেশতাদের সময়ের সম্প্রসারণ কত বেশী? এক দিন আর পঞ্চাশ হাযার বছরের তুলনা! 'মিউওন' কণিকার উদাহরণটা আরেকবার পড়ে দেখুন। মডার্ণ ফিজিক্সের আলোকে, বেগের গতিশীলতার উপরে আমাদের সময় আপেক্ষিক। তাহ'লে ফেরেশতাদের গতি কেমন? তারা ১ বছর অতিক্রমের পথটুকু আমাদের অতিক্রম করতে ৫০ হাযার বছরের প্রয়োজন! ঠিক 'মিউওন' কণিকা ২.২ মাইক্রোসেকেণ্ড স্থায়িত্বকাল অধিক গতির ফলে সময়ের কেমন সম্প্রসারণ! ব্যাপারগুলো ভেবে দেখেছেন! আলোর সৃষ্টিকর্তা চাইলেই আলোর চেয়ে দ্রুত গতিশীল হ'তে পারেন। চাইলেই ফেরেশতাদের তিনি সেই সক্ষমতা দিতে পারেন!

রাসূল (ছাঃ)-এর মে'রাজ ভ্রমণ : 'বোরাক্ব' আরবী 'বারক্ব' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ বিদ্যুৎ (Electric/Current)।

বিদ্যুতের অন্যতম প্রধান ধর্ম হচ্ছে দ্রুত পরিবাহিত হওয়া। সেকারণ দ্রুতগতি বুঝাতে বলা হয়ে থাকে বিদ্যুত গতি। মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত ঘোড়া বা উটে যাতায়াতে দু'মাসের পথ। রাতের শেষভাগে জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশমতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বোরাক্বে আরোহণ করিয়ে বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি বোরাক্বটিকে একটি পাথরের সাথে বেঁধে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁর নিকট ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণের বিশেষ বাহন উপস্থিত করা হয়। মতান্তরে ঐ বোরাক্বের মাধ্যমে জিবরীল (আঃ) তাঁকে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিয়ে যান।[১]

তিনি প্রথম আসমানে আদম, দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে ইদরীস, পঞ্চম আসমানে হারূণ, ষষ্ঠ আসমানে মূসা এবং সপ্তম আসমানে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ফেরেশতাদের কলম দিয়ে লেখার খসখস আওয়ায শোনেন। ছয়শো ডানাবিশিষ্ট জিব্রীলকে তার নিজস্ব রূপে নিকট থেকে দেখেন। সিদরাতুল মুনতাহার গাছ দেখেন। সপ্তম আসমানে বায়তুল মা'মূর মসজিদ দেখেন। হাউয কাওছার, জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। তিনি জান্নাতের নে'মতরাজি ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁকে তাঁর জন্য নির্ধারিত সুফারিশের স্থান 'মাক্বামে মাহমূদ' দেখানো হয়। সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলে চারদিকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এরই মধ্যে আল্লাহ তাঁর সাথে সরাসরি অহি-র মাধ্যমে কথা বলেন। অতঃপর তিনি নেমে আসেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে নবীগণের ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বোরাকে চড়ে রাত্রি কিছু বাকী থাকতেই মক্কায় মাসজিদুল হারামে ফিরে আসেন। এর সবকিছুই এক রাতেই সংঘটিত হয়'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত মে'রাজের বর্ণনা সম্বলিত হাদীছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমার জন্য বোরাক্ব পাঠানো হ'ল। বোরাক্ব গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায় এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে'।[৩] এক কথায় রাসূল (ছাঃ) এক রাতেই ইসরা এবং মে'রাজ করেছেন, উর্ধ্বগমন করেছেন সপ্তাকাশের সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত। যেখানে একটি আকাশ আসমান-যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেটিও তো আল্লাহ্র কুদরত।

ক্বিয়ামতের দিনের সময় : হিসাবের দিন এক দিনই হবে। তবে সেই দিনটি পৃথিবীর হিসাবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে'।[৪] উল্লেখ্য যে, আরবীতে সত্তর, সাতশো, এক হাযার ও পঞ্চাশ হাযার সংখ্যাগুলি সাধারণত আধিক্য বুঝানোর অর্থে বলা হয়। সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহের বর্ণিত সময়টি আযাব বা শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত। কাফেরদের উপর এই দিনটি ৫০ হাযার বছরের সমান ভারী হবে। অর্থাৎ দিনটি তাদের জন্য খুবই কষ্টকর হবে। কষ্ট ও শাস্তির আধিক্যের কমবেশীর কারণে ক্বিয়ামতের দিনের স্থায়িত্ব তাদের কাছে হাযার হাযার বছরের সমান মনে হবে। আরবরা খুশীর দিনকে 'সংক্ষিপ্ত' এবং কষ্টের দিনকে 'দীর্ঘ' বলে বুঝাতো (কুরতুবী)। অন্যদিকে মুমিনদের জন্য এই দিনটি হবে খুব সংক্ষিপ্ত। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'মুমিনদের জন্য ক্বিয়ামতের দিনটি যোহর থেকে আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে'।[৫] অপর হাদীছে এসেছে, 'এই দিনটি মুমিনের জন্য এক ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করার থেকেও সংক্ষিপ্ত মনে হবে'।[৬] সুতরাং এই দিনের দীর্ঘতা কিংবা সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তার আমলের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ অনুভূত হবে'।[৭]

উপসংহার : আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের চোখে আপেক্ষিকতা অকল্পনীয় বিষয়। সময় যে আপেক্ষিক তা সূরা ইখলাছ পড়লেই বুঝতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন' *(ইখলাছ ১১২/২)*। তিনি ছাড়া মহাবিশ্বের, মহাজগতের সকল ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু তাঁরই মুখাপেক্ষী।

মজার ব্যাপার হ'ল, এই আপেক্ষিকতার থিওরি ছাড়াও জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি এখনো সম্পূর্ণ না, ত্রুটি রয়েছে অনেকাংশে। জেনারেল থিওরিটা অন্য ব্যাপার, ভরের ফলে স্থানের বক্রতা প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞানের নিত্য আবিষ্কারের ভেতরেও রয়েছে অনেক ত্রুটি, যেটির জন্য দরকার আরও গবেষণা। দরকার ইসলামের অন্যান্য ভাবনাসমূহ আলোচনা করা। যেগুলো আজ তেমন নেই মুমিনদের অন্তরে। কথাগুলো ভাবলেই মনে পড়ে যায় সূরা মুহাম্মাদের কথা, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 'তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন-হাদীছের প্রকৃত বিজ্ঞানী হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী।]

---

১. মাসিক আত-তাহরীক ১৭/৮ সংখ্যা, মে ২০২৪।
২. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬৪, ১৭৮; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬।
৩. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২, ১৬৪; মিশকাত হা/৫৮৬২।
৪. মা'আরেজ ৭০/৩-৪; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩।
৫. হাকেম হা/২৮৪; ছহীহাহ হা/২৪৫৬; ছহীহুল জামে হা/৮১৯৩।
৬. আহমাদ হা/১১৭৩৫, ইবনু হিব্বান হা/৭৩৩৪, সনদ দুর্বল; তবে হায়ছামী এবং ইবনু হাজার একে 'হাসান' বলেছেন।
৭. মাসিক আত-তাহরীক ২৩/৩, ডিসেম্বর ২০১৯।

কম্পিউটার এথিকস্ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

- হাসীবুর রশীদ

কম্পিউটার (Computer) শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিছু হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উইকিপিডিয়াতে Computer শব্দের অর্থ বলা হয়েছে যে, কম্পিউটার (Computer) শব্দটি গ্রিক 'কম্পিউট' (compute) শব্দ থেকে এসেছে। Compute শব্দের অর্থ হিসাব বা গণনা করা।[১] আর 'Ethics' শব্দের অর্থ হ'ল নৈতিক, নীতিশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। তাই উভয়ের সম্মিলিত অর্থই হচ্ছে Computer Ethics বা কম্পিউটার ব্যবহারে নৈতিকতা। তবে মানুষের এই দৈনন্দিন জীবনে 'তথ্য'-এর সংশ্লিষ্টতা কম্পিউটারকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে। আর এই বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'। এই বহুল ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছটিতে মূলত ২ প্রকারের প্রযুক্তি রয়েছে। একটি হ'ল 'তথ্য প্রযুক্তি'। অন্যটি 'যোগাযোগ প্রযুক্তি'। আর এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে যে জিনিসটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা হ'ল 'কম্পিউটার'। বর্তমান বিশ্বের কাঁচামাল হিসাবে ধরা হয় তথ্যকে। তথ্য হ'তে পারে ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অথবা বৈশ্বিক। তবে যেদিন থেকে কম্পিউটার পরিপূর্ণ ব্যবহার শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে এতে ব্যবহৃত তথ্যের নিরাপত্তার বিষয়টিও সামনে এসেছে।

কিন্তু তথ্যের অবাধ ব্যবহার এবং অতি স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে পরিণত করেছে পশুর চেয়েও অধম। এজন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী নির্ধারিত কিছু নিয়ম ও নৈতিকতা বেধে দিয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে 'Computer Ethics'। ১৯৯২ সালে 'কম্পিউটার এথিকস ইন্সটিটিউট' কম্পিউটার এথিকস-এর ১০টি নির্দেশনা তৈরী করে, যেটি 'In Pursuit of a Ten Commandment' for Computer Ethics' গবেষণাপত্রে উপস্থাপন করা হয়।

তবে বস্তুবাদী বিদ্যার নেতিবাচক প্রভাবে বিজ্ঞানের ইতিবাচক ব্যবহার কমে যাচ্ছে। ফলে আমানতদারিতার সম্মুখে জেগে উঠেছে নানা প্রশ্ন। তবে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা মানুষের বৃহৎ কল্যাণ সাধণের সুযোগ রয়েছে। কেননা দুনিয়ার কোনো কিছুই মহান প্রতিপালক মানুষের কল্যাণ ব্যতীত বৃথা সৃষ্টি করেননি। আর এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا– 'আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে' *(কাহফ ১৮/৭)*।

আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত এথিকস্ এ উপস্থাপিত নৈতিকতার বিষয়গুলো ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে যে পূর্ব থেকেই প্রতিনিধিত্ব করে সেই বিষয়টিই আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১. অন্যের ক্ষতি করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার না করা : অপরের ক্ষতি না করার জন্য ইসলামের কড়া হুঁশিয়ারি রয়েছে। আল্লাহ বলেন,...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 'অত্যাচার করো না ও অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ– 'অন্যের ক্ষতি করো না এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না'।[২] রাসূল (ছাঃ) অন্যের ক্ষতি করে তার প্রতি যুলুম করা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন'।[৩]

অতএব, আমাদের সর্ববিষয়ে সর্বদা সতর্ক অবলম্বন করতে হবে, যেন আমাদের যেকোনো প্রকার কথা ও কর্ম দ্বারা যেন অন্যের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না হয়।

২. অন্যের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার না করা : যেকোনো কাজে মানুষকে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে তার সময়ের অপচয় করিয়ে তাকে ক্ষতির মুখে ফেলে দেওয়া এক প্রকার যুলুম। এজন্যই মানুষকে কষ্ট দিতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا– 'অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৩৩/৫৮)*।

এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer।

২. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০।
৩. বুখারী হা/২৪৪৭, মুসলিম হা/২৫৭৮, মিশকাত হা/৫১২৩।

ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগোচরে শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তাক্বওয়া এখানে, এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার স্বীয় বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। কোন মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের জান-মাল ও ইয্যত-আব্রু হারাম'।[৪]

মানুষকে কষ্ট দেওয়ার আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে ধোঁকা দেওয়া বা প্রতারণা করা। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي– 'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভিতর হাত ঢুকালে আঙুল ভিজা অনুভব করলেন। তিনি মালিককে বলেন, এটা কি? সে উত্তর দিল, বৃষ্টির পানিতে এগুলো ভিজে গিয়েছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, ভিজাগুলোকে স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? যে ধোঁকা দেয় সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৫] তিনি আরো বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ، 'যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামে যাবে'।[৬]

৩. অন্যের কম্পিউটারের ডেটার উপর নজরদারি না করা : কোন মানুষের প্রতি নজরদারি বা খারাপ ধারণা পোষণ করা সমীচীন নয়। কেননা এতে মানুষ কষ্ট পায়। বরং মুমিনের প্রতি সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এবং এর মন্দ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ 'তোমরা দোষ-ত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন'।[৭]

বর্তমান কিছু হ্যাকারদের কাজই হ'ল বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে ব্যহারকারীকে বিপাকে ফেলে টাকা দাবি করা। অথচ রাসূল (ছাঃ) মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় প্রকাশে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِى بَيْتِهِ، 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিবেন। এমনকি এই কারণে তাকে তার ঘরে পর্যন্ত অপদস্থ করবেন'।[৮]

৪. তথ্য চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার না করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ– 'সে চোরের উপর আল্লাহর লা'নত, যে একটি ডিম চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয় এবং যে একটি দড়ি চুরি করার ফলে তার হাত কাটা যায়'।[৯] অত্র হাদীছে একটি ডিম ও একটি দড়ি চুরি করাকে জঘণ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন। অথচ কম্পিউটারের মাধ্যমে অন্যের লেখা অনুমতি ছাড়াই নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া, অন্যের ডিজাইন নিয়ে ব্যবসা করা, কোন কোম্পানির ব্যবসায়িক গোপন তথ্য সংগ্রহ করে অন্যের কাছে বিক্রি করাসহ নানাবিধ অপরাধ হর-হামেশা চলছে। যা অনেকেই অপরাধ মনে করেন না। তাই অন্যের কপিরাইট কোন কিছু নিজের করে নেওয়া থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

৫. মিথ্যা তথ্য রটানো থেকে বিরত : যে কোন অবস্থায় মিথ্যা তথ্য রটানো বা গুজবে কান দিয়ে অথবা স্রেফ ধারণার ভিত্তিতে কোন অপপ্রচার বা অনাকাঙ্ক্ষিত কর্ম করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শোনে তা-ই প্রচার করে'।[১০] তিনি আরও বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـــًا إِنَّ

৪. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৮৫।
৫. মুসলিম হা/১০২; আবুদাঊদ হা/৪৩৫২; তিরমিযী হা/১৩১৫; ইবনু মাজাহ হা/২২২৪; মিশকাত হা/২৮৬০।
৬. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৬৮।
৭. আবুদাউদ হা/৪৮৮০; তিরমিযী হা/২০৩২; ছহীহুল জামে' হা/২৩৩৯।
৮. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহাহ হা/২৩৪১।
৯. বুখারী হা/৬৭৯৯, মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৩৫৯২।
১০. মুসলিম হা/৫; মিশকাত হা/১৫৬।

اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ– ‘আর তাদের অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান তো কোন কাজে আসে না, তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত *(ইউনুস ১০/৩৬)*।

এক্ষণে মিথ্যা তথ্য রটানোর পরিণাম এবং তা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে, তাহ’লে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও’ *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

অতএব মিথ্যা তথ্য রটানো থেকে যেমন বিরত থাকা কর্তব্য, তেমনি এর ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও উচিত নয়।

৬. যেসব সফটওয়্যার-এর জন্য অর্থ প্রদান করা হয়নি (পাইরেটেড), সেগুলো ব্যবহার বা কপি না করা : অন্যের অনুমতি ব্যতীত তার যেকোনো জিনিস ব্যবহার করা অন্যায়। তা যদি হয় তথ্যের অথবা পারিশ্রমিকের বিষয় তা অন্যায় কাজ। তাই উৎপাদনকারী যেই হোক না কেন তার থেকে সেবা গ্রহণের পর যথারীতি তার পাওনা পরিশোধ করা বাঞ্ছনীয়। যদি এরূপ না করা হয় তবে তা হবে মহা যুলুম। তাদের প্রথম দাবী বা অধিকার হ’ল তাদের শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ‘শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও’।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তার মধ্যে একজন হ’ল যে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করে, অথচ তার পূর্ণ মজুরী প্রদান করে না’।[১২] অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করা গর্হিত অপরাধ। কোনো প্রকৃত ধার্মিক ও রুচিশীল ভদ্র মানুষ এমন করতে পারে না। তাই যে যা আত্মসাৎ করবে, তা নিয়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে।

আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ– ‘কোনো নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে তিনি খিয়ানত করবেন। আর যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে সে ক্বিয়ামতের দিন সেই খিয়ানত করা বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পাবে যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না’ *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি যাকে তোমাদের কোনো কাজের দায়িত্বশীল করি, অতঃপর সে সুচ পরিমাণ বস্তু বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ আত্মসাৎ করল, সেটাই হবে খিয়ানত। কিয়ামতের দিন সেই বস্তু নিয়ে সে উপস্থিত হবে’।[১৩] বর্তমানে লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ ডেভেলপারগণ কম্পিউটার সফটওয়্যার সমূহ বিনামূল্যে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। তারা মূল সফটওয়্যার এর নকল কপি (crack version/mod version) ব্যবহার করছেন। এতে করে দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট কোম্পানি তাদের পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। আমার আমাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের সেবাগুলো ব্যবহার করব অথচ তাদের শ্রমের মর্যাদা না দিয়ে পারিশ্রমিক দেব না, এটা কি এক প্রকারের যুলুব বা আত্মসাৎ নয় কি?

৭. অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার না করা : কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন জিনিস তার অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। সেটা যে ধরনের বস্তুই হোক। সুতরাং কপিরাইট করা থাকলে বা মালিকের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকলে সে জিনিস গ্রহণ করা নাজায়েয’।[১৪]

অতএব, এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে তার অনুমতিসাপেক্ষে সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, নতুবা নয়।[১৫] চুরিকৃত তথ্য যত সামান্যই হৌক না কেন, তা হকদারের নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহর নিকটে খালেছ তওবা না করলে হয়ত এই সামান্য মালই তার আখেরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে যাবে। অতএব আসুন! আমরা অতীত জীবনের কথা স্মরণ করি। বুদ্ধিমান মুমিন দুনিয়ার চিন্তা করে না বরং আখেরাতের চিন্তা করে।

৮. অন্যের জ্ঞানমূলক বা গবেষণালব্ধ ফলাফলকে নিজের মালিকানা বলে দাবি না করা : অন্যের জিনিস নিজের নামে দাবি করাও এক প্রকার চুরি এবং তা মহা যুলুম। এর মাধ্যমে অর্জিত জিনিস আখেরাতে ব্যক্তির জন্য বড়ই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা এসবই ‘হাক্কুল ইবাদ’ বা বান্দার হক, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এতে মালিকের অগোচরে, মালিককে ঠকিয়ে তা হরণ করা হয়। কখনো জোর-জবরদস্তি করে অন্যের তথ্য বা সম্পদ গ্রাস করা হয়। অথচ এ থেকে আল্লাহ তা‘আলা চূড়ান্তভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না’ *(নিসা ৪/২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

১১. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯৮৭, হাদীছ ছহীহ।
১২. বুখারী হা/২২২৭; মিশকাত হা/২৯৮৪।
১৩. মুসলিম হা/১৮৩৩।
১৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১৫/৪১৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/১৮৮; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৯/১৭৮।
১৫. মাসিক আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর, আগষ্ট‘২৩ প্রশ্ন (৫/৪০৫)।

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ– ‘আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

৯. প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে গভীর চিন্তা করা : কথায় আছে, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। কথাটি একেবারে নিরেট সত্য। মানুষের দ্বারা সম্পন্ন প্রতিটি কর্মের পিছনে একটি সৎ উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। যার মাধ্যমে সে নিজেও উপকৃত হবে, অন্যরাও তেমনি উপকৃত হবে। তাই নিজের কর্মের প্রভাব অন্যের উপর যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বিষয়ে মুমিন ব্যক্তি অহি-র বাণী সর্বদাই স্মরণে রাখে। তাদের উদ্দেশ্যই মহান আল্লাহ বলেন, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘আর তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(হজ্জ ২২/৭৭)*। তিনি আরও বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর’ *(মায়েদা ৫/২)*। তাই প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে ব্যক্তি ও সমাজের উপর তা কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটি চিন্তা করা।

১০. যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা প্রদর্শন করা : মানবজীবনে আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদবকে ইসলামের সারবস্তু বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ছোটদের আদর-স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা করা ইসলামী শিষ্টাচার। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন,–مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا ‘যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়’।[১৬] রাসূল (ছাঃ) অন্যের উপকারে নিয়োজিত থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, ‘মসজিদে নববীতে একমাস ধরে ই‘তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়’।[১৭] তিনি আরো বলেন, ‘আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সে, যে লোকদের জন্য সর্বাধিক উপকারী’।[১৮]

ইসলাম যেহেতু সকল যুগের সর্বাধুনিক, তাই নৈতিকতার সমস্ত বিষয়ই এই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থায় মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু যত বিধানই আরোপ করা হোক না কেন সত্যের বিধান কেবল মাত্র মহান প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আর এই অহি-র বিধানই হচ্ছে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস। এর আওতায় শুধু Computer Ethics কেন, মানুষের সার্বিক জীবনের সকল কিছুরই সমাধান পাওয়া সম্ভব। যা অন্য কোন ধর্মে আদৌ পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা যেন আলোচ্য বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের সার্বিক জীবনে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি কামনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন-আমীন।

[১ম বর্ষ, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রযুক্তি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

১৬. আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; ছহীহুত তারগীর হা/১০০।
১৭. ছহীহাহ হা/৯০৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৬২৩।
১৮. ছহীহাহ হা/৪২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৮৯।

আল-হেরা বস্ত্রালয়

প্রো : মুহাম্মাদ মোকাম্মাল

এখানে পাঞ্জাবী, পায়জামা, ট্রাউজার, লুঙ্গি, টুপি, আতর-সুরমা, মহিলাদের বোরখা, হিজাব, হাত-পা মোজাসহ ছোটদের জিরো থেকে সবধরণের পোষাক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

যোগাযাগ : ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। ০১৭৩১-৫২০০৪০

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, ক্বওমী, আলিয়া মাদ্রাসার কিতাব ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।

মোবাইল : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬
ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

প্রশ্ন : আপনার পরিচয় ও পড়াশোনা সম্পর্কে বলুন।

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : আমার জন্ম জার্মানিতে। বাবা আমেরিকান সেনাবাহিনীর সদস্য হওয়ায় ১২ বছরে আমি ১৩টি স্কুলে পড়াশোনা করেছি। এভাবে বেড়ে ওঠায় আমি নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা ও বিভিন্ন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার সুযোগ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে এভাবেই শুরু হয় আমার ইসলামের পথে যাত্রা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করি, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর ওই কোর্স ছেড়ে দিই। ২১ বছর বয়সে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের পর আমি ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানে একটি স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করি। মাস্টার্সে আমার বিষয় ছিল রচনা ও অলঙ্কারশাস্ত্র। পরবর্তীতে আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভাষাগত দিক নিয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করি। এছাড়াও আমি ইসলামী শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করেছি, যাতে আমি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে পারি। এভাবেই আমার জীবন এগিয়ে চলেছে।

প্রশ্ন : বিশ্বাসের দিক থেকে কেমন ছিল আপনার জীবন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : আমাদের পরিবার ছিল খুবই ধার্মিক এবং রক্ষণশীল। বাবা ব্যাপ্টিস্ট আর মা ক্যাথলিক। আমি লালিত-পালিত হয়েছিলাম ক্যাথলিক হিসাবে। বেড়ে ওঠার সময় আমি খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে জানতে পারি। আমি বিশ্বাস করতাম, যিশু হলেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুত্র। যদি আমরা তাঁকে গ্রহণ না করি বা তাঁর কাছে প্রার্থনা না করি, তবে আমরা নরকে যাব। এটি ছিল আমার মৌলিক বিশ্বাস। তবে একসময় এই বিশ্বাস সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। আমি এক ব্যাপ্টিস্ট ও একজন ক্যাথলিক যাজকের কাছে গিয়েছিলাম। আমি তাদেরই প্রত্যেককেই ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদ ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। কারণ বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত লাগত। যাজকরা যখন এর ব্যাখ্যা দিলেন, তা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হ'ল।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কি কুরআন পড়েছিলেন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : একদিন আমার বাবার এক কমাণ্ডার আমাকে বললেন, আমরা জানি তুমি বিতর্কে ভাল, তুমি মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে ও বোঝাতে পার। তোমার গ্রেড উচ্চ স্তরের। আর তুমি একজন ভাল খ্রিস্টান। তাই আমরা চাই, তুমি এই সংস্থার অংশ হয়ে কাজ কর। তোমার কাজ হবে নারীদের ইসলাম থেকে বিরত রেখে স্বাধীনচেতা ও নারীবাদী হিসাবে জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করা।

তখন আমার মনোযোগ ছিল এসব নারীদের প্রতি। আসলে ইসলাম যে কী, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। স্কুলে আমাদের বইয়ে লেখা ছিল, মুহাম্মাদ একজন মৃগীরোগী, যাঁর খিঁচুনি হ'ত। তিনি মদ্যপান করতেন। এসব ভয়ংকর এবং সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য বইয়ে দেওয়া হ'ত। তাই আমি ভাবতাম, মুসলিম নারীরা পশ্চাৎপদ। আমি তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলাম। তারা জানত যে, ইসলামের পথ থেকে কাউকে সরানো খুব কঠিন, কিন্তু তাদের দুর্বল মুসলিম বানানো সহজ।

একদিন আমি আমার এক ইহূদী মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সেই সময় ইরানিরা আমেরিকান দূতাবাস দখল করে তাদের আটক করেছিল। আমি তাকে বললাম, আমাদের বাবারা কেন তাদের শেষ করে দিচ্ছেন না? সে উত্তরে বলল, 'আমি গতরাতে আমার বাবাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বললেন, বেশিরভাগ মানুষেরই মৃত্যুভয় থাকে। এই ভয়কে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যারা ইসলাম চর্চা করে, তাদের মৃত্যুর কোনো ভয় থাকে না'। এই কথাগুলো আমি মনে রেখেছিলাম। পরবর্তীতে যখন আমি মুসলিম হলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল, এবার আমি সবকিছু বুঝতে পেরেছি'।

প্রশ্ন : সংস্থাটির মূল লক্ষ্য কি ছিল?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : ওরা চেয়েছিল ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি কেন তারা নারীবাদ এবং নারীদের লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। তাদের উত্তর ছিল, তুমি যদি একজন পুরুষকে ধ্বংস কর, তাহ'লে শুধু সেই পুরুষই ধ্বংস হবে। কিন্তু তুমি যদি একজন নারীকে ধ্বংস কর, তাহ'লে ধ্বংস হবে পরবর্তী প্রজন্মগুলো'। অর্থাৎ তারা চায় ইসলামের চর্চা কমে যাক। একটি পুরনো কথা আছে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হ'ল যৌনতা, মাদক, এবং গান-বাজনা। এই জিনিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনকে নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনো বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : আমি কখনো কোনো বড় বিপদের মুখোমুখি হইনি। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে ছিলাম এবং সন্ধ্যায় ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতাম। দিনের বেলায় স্বাভাবিকভাবেই ক্লাসে যেতাম এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়তাম। আমি একদল খ্রিস্টান ও ইহূদীর সঙ্গে মিশতাম। তারা আমাকে শিখিয়েছিল কীভাবে কুরআন ও হাদীছের কিছু বিষয়কে তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে বলা হয়েছে কীভাবে পর্দা করতে হয় এবং বক্ষদেশ কীভাবে আবৃত করতে হয়। তবে কুরআনে সরাসরি মাথা ঢাকার কথা বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে বক্ষের ওপর চাদর টেনে দিতে। যদি কারো ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, তাহ'লে সে সঠিক পর্দা থেকে

বিচ্যুত হয়ে পড়বে। কিন্তু কুরআনের এই বিষয়গুলো পড়তে গিয়ে আমি তার প্রেমে পড়ে যাই।

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করতে পারিনি, কারণ তৃতীয় বর্ষেই আমি ইসলাম গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি আমাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাকে আমি চিনতাম। আমার অধ্যাপকদেরও চিনতাম। তারা আমাকে কোনো কাজ করতে বলেননি; শুধু আমার পড়াশোনার সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন। এমনকি স্নাতক শেষ হওয়ার পর আমেরিকান দূতাবাসে আমার চাকরির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পুরো প্রক্রিয়াটি হয়তো সাত বছর সময় নিত।

প্রশ্ন : ইসলামে প্রতি আপনার মনে প্রথম কি ধরনের পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : প্রথমেই বলতে হয়, কুরআন পাঠ করলে বোঝা যায় যে এটি অত্যন্ত যৌক্তিক ও অর্থবহ। মনোযোগ দিয়ে আয়াতগুলো পড়লেই এর গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো সন্তান নেই। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত পূর্ণগুণাবলী তাঁর মধ্যে নিহিত। যা কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি, তার থেকেও মহত্তম তিনি। এই বিষয়গুলো আমার কাছে গভীর অর্থবহ মনে হয়েছে। তাই যখন সত্যের সন্ধানে ছিলাম এবং ইসলামের শিক্ষাগুলো আমার মনে আবেদন সৃষ্টি করছিল। তখন খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে আরও জানার জন্য আমি ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে একজন ভাল খ্রিস্টান হ'তে পারি।

ক্লাসে উপস্থিত হলাম। অধ্যাপক ছিলেন হার্ভার্ড গ্রাজুয়েট, ৮০ বছর বয়সী একজন অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে সুপরিচিত। প্রথম ক্লাসেই তিনি কিং জেমস বাইবেলের ইংরেজি সংস্করণটি হাতে নিয়ে বললেন, 'এই বইটি ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দাও'। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, যীশু খ্রিস্ট ইংরেজিতে কথা বলতেন না। এরপর তিনি মূল প্রসঙ্গে এসে জানালেন যে, তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর এক, আর যীশু একজন নবী। সুবহানাল্লাহ! অধ্যাপক খ্রিস্টানই রয়ে গিয়েছিলেন, তবে তাঁর গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন বাইবেলে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি আমাদের মূল পাঠ্য থেকে প্রমাণ দেখালেন এবং ব্যাখ্যা করলেন কীভাবে, কেন এবং কারা বাইবেলে পরিবর্তন এনেছে। এসব জানার পর খ্রিস্টধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস আরও দুর্বল হয়ে গেল।

একই সময়ে আমি কুরআন পাঠ করছিলাম এবং নবীজি (ছা.)-এর বাণী অধ্যয়ন করছিলাম। আমি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করলাম। কারণ তখনও ভবিষ্যতে একজন রাষ্ট্রদূত বা উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো আমাকে ত্যাগ করতে হবে। তাই আমি সব ধর্মের শিক্ষা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলাম এবং শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম, ইসলামই সত্য ধর্ম। আমি বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মকে মূলত দর্শন হিসেবে দেখেছি, ধর্ম হিসেবে ততটা নয়। লক্ষ লক্ষ দেবতা বা একজন মানুষকে ঈশ্বর বলে মেনে নেওয়া আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি।

ইসলামের প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল এর যৌক্তিকতা। সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, এমনকি পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকেও ইসলামের শিক্ষা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বহু বছর ধরে বিভিন্ন ধর্ম অধ্যয়ন করেও ইসলামে প্রবেশ না করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রশ্ন : কিভাবে আপনি ইসলামে প্রবেশ করলেন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : 'আমি বলব, সপ্তাহখানেকের মধ্যে। যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, তার প্রায় এক সপ্তাহ আগে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। আমি ভয়ে দৌড়াচ্ছিলাম, আমার পেছনে কিছু একটা ছিল। আমি সেটি দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে শুনতে পাচ্ছিলাম সেটা আমাকে শেষ করে দিতে চাইছে। তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি কাতরভাবে বললাম, ঈশ্বর, যীশু, মুহাম্মাদ, বুদ্ধ... আপনারা যেই হোন না কেন, আমি শুধু সত্য জানতে চাই। আমি জানতে চাই, আপনারা কে?

তার আগে আমি কুরআন পড়েছিলাম, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়। আমি কুরআন ভালবাসতাম, তবে ইসলাম চাইতাম না। ভাবতাম, ইসলাম গ্রহণ করলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই স্বপ্নের পর আমি সত্য জানতে চাইলাম, সুতরাং আমার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বদলে গেল। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক শিক্ষার্থীর ফোন কল পেলাম। সে জানাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরতে আসা কিছু মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি সেখানে গিয়ে যে ব্যক্তি সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তার বয়স হবে ৮০ এর উপরে। দীর্ঘ সাদা দাড়ি এবং ধবধবে সাদা চুল ছিল, তবে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, বাইবেলে এটা পরিবর্তন করা হয়েছে। এই কথা যখন আমার অধ্যাপক বলেছিলেন, তখন বিষয়টি আমার মনে প্রতিফলিত হ'ল। আমি বুঝলাম, এটি সত্য। আমি আর অস্বীকার করতে পারলাম না, বিষয়টি এখন পরিষ্কার এবং এটি যৌক্তিক। সেই পর্যায়ে আমি বিষয়টি উপলব্ধি করলাম।

আমি ভাবলাম, যদি আমি ঈসা (আঃ)-এর যুগে ইহূদী হতাম, তাহ'লে আমি ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ করতাম। তাহ'লে এখন কেন আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করব? নিজের জীবন দিয়ে হলেও কি সেটি সম্ভব? এটা সহজ ছিল না, তবে সত্যি বলতে, আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ আমাকে শক্তি দিয়েছিলেন, কারণ আমি ছিলাম আদরে বখে যাওয়া সন্তান। আমি এমন ছিলাম, যে শুধু বাবার কাছে গিয়ে বলতাম, এটি চাই, এটি চাই। তিনি বলতেন, এই যে কার্ড, যাও, নিয়ে

যাও। সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না, কিন্তু আমি ভাবলাম, সত্যকে আমি কীভাবে অস্বীকার করব? এটা ঠিক যে, ইসলামে সবকিছু আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না, তবে আল্লাহ আমাকে নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছেন। আমি সত্যি বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন : আপনার শাহাদাহ পাঠের মুহূর্তের কথা আমাদের বলবেন কি?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : রাতের শেষে তখন ফজরের সময়। শায়খ আমাকে বলেছিলেন, আমাদের ছালাত পড়তে হবে। সারারাত ধরে আমি এই বেচারা বৃদ্ধ লোকটার সাথে কথা কাটাকাটি করছিলাম। যাওয়ার সময় তিনি বললেন, আমি কখনো কারো কাছ থেকে মুসলিম হওয়ার আমন্ত্রণ পাইনি, এখন আমি মুসলিম হ'তে আমন্ত্রণ না জানিয়ে কারো কাছ থেকে বিদায় নিই না। যখনই তিনি আমাকে এ কথাগুলো বললেন, আমার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল, এটাই আমি চাই। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তাকে হ্যাঁ বলে দিলাম। যখন আমি কালিমা শাহাদাত পাঠ করলাম, তখন আমার এমন একটা অনুভূতি হ'ল, যেমনটা আমার আগে কখনো হয়নি। 'আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে বলতেই আমার মনে হ'ল, আমার বুক থেকে খুব ভারি কিছু একটা নেমে এলো। আক্ষরিকভাবে আমার মনে হ'ল আমি যেন জীবনে প্রথমবারের মতো শ্বাস নিলাম।

সারাটা দিন ধরে আমি উচ্ছ্বসিত ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি মুক্ত। আমি উপলব্ধি করলাম, অবশ্যই আমি সেই স্থান খুঁজে পেয়েছি, যেখানে আমার থাকা দরকার। আমি জেনে গেছি, আমি কে এবং কি হ'তে হবে। আর মনে হ'ল আমি আধ্যাত্মিক আনন্দে আছি। আমি বাড়ীতে গিয়ে বাবাকে কল করলাম। তখন তিনি ছিলেন জার্মানিতে। আমি বললাম, আমি মুসলিম হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? কেউ কি তোমার মগজ ধোলাই করেছে? ব্যাপারটা নিয়ে তিনি খুশি ছিলেন না। বললেন, যা হয়েছে, হয়েছে। আমি একটা টিকেট পাঠাচ্ছি। কালই তুমি প্লেনে চড়ে জার্মানিতে চলে আসো। আমি বললাম, আমি ইসলামকে অস্বীকার করতে পারবো না। এটাই সত্য। তিনি আমাকে বললেন যে, যদি তুমি এই টিকিট না নাও, আমি ধরে নেব আমার কোনো মেয়ে নেই। তুমি মরে গেছো।

আমার পরিবারে মূলত বাবা যা বলেন, সবাই সেটাই অনুসরণ করে। আমাকে একা করে দেওয়া হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল, আর আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে শুধু রব্বুল আলামীন। আমার একেবারে নতুন একটা চেরি রেড ক্যামেরা ছিল। সেটা বিক্রি করে পরবর্তী এক বছর চললাম এই টাকায়, কারণ আমার কোনো চাকরি ছিল না। আমি পড়াশোনা শেষ করিনি, বাবা আমাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমার ভাই, বোন, ফুফু কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করত না।

তবে সুবহানাল্লাহ, কোনো কোনো দিন বিল্ডিংয়ের নিচে নেমে এসে ভাল খবর পেতাম। আমি কাউকে কখনো বলিনি যে আমার সমস্যা আছে। আমি কখনো কাউকে বলিনি যে আমার পরিবার আমাকে অধিকারচ্যুত করেছে। আমি উপর তলায় থাকতাম, সেখান থেকে নেমে এসে ডাক বাক্সে খোঁজ করে দেখলাম, কেউ ভোরে টাকা পাঠিয়েছে। আমি জানি না কে পাঠাত। আমি ধরে নিচ্ছি যে মুসলিম সমাজ ভেবেছিল, এই মহিলার সাহায্য দরকার। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি জানি না কে সেখানে টাকা পাঠাত। তবে আলহামদুলিল্লাহ, টাকাটা আমার খুব কাজে লাগত।

প্রশ্ন : আপনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন কেন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : যেদিন আমি মুসলিম হয়েছিলাম, সেদিন আমি হিজাব পরেছিলাম। আমার অধ্যাপক আমাকে দেখে বললেন, এটা কী পরেছো? আমি তাকে বললাম, আমি মুসলিম হয়েছি। তিনি তখন বললেন, তুমি কি জানো, তুমি কি সব কিছু হারিয়ে ফেলেছো? এরপর আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হ'ল। এক সহপাঠী আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি ক্লাস করতে থাক, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, তুমি এখন থেকে F পাবে। আমি তখন বুঝতে পারছিলাম না কী করতে হবে। এক বছর আমি প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যাগ করেছিলাম। এমনকি আমি একটি ফাইল ক্লার্কের চাকরি নিতে চেয়েছিলাম, যেখানে কেবল কাগজপত্র সাজানোর কাজ ছিল, কিন্তু তারা আমাকে বলল, 'দুঃখিত, তোমার হিজাবের জন্য এখানে চাকরি হবে না'।

বাবা জানতেন যে, আমি ফেরারি গাড়ি পছন্দ করি। তিনি আমাকে একটি ফেরারি গাড়ি কিনে দিয়ে বললেন, তুমি যদি হিজাব খুলে ফেলো, তাহলে এই গাড়ি তোমার হবে। তবে আমি তাকে বলেছিলাম, দুঃখিত, দুনিয়া না আল্লাহ? কোনটি আমি চাই? এই পছন্দটি আমার জন্য খুব সহজ ছিল, আলহামদুলিল্লাহ। বছরের শেষে, আমি জানলাম যে আমি রেড সস দিয়ে পাস্তা খেতে আর পছন্দ করি না। সেসব সময় আমি যা কিনতে পারতাম তা ছিল টমেটো পেস্ট, কিছু মসলা এবং ম্যাকারনি। কিন্তু এরপর আল্লাহই আমার জন্য পথ খুলে দিলেন, সুবহানাল্লাহ।

প্রশ্ন : আপনি কীভাবে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : আমি জানি এটি কিছুটা অদ্ভুত শোনাতে পারে। তবে হাদীছে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি কাউকে ভালবাসেন, তাহ'লে তাঁকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং আমি উপলব্ধি করলাম, আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন। তিনি দেখতে চান, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি কি-না। তিনি দেখতে চান আমি সৎপথে থাকতে পারি কি না। যদি আমি তা পারি, তবে তিনি আমাকে ভালবাসবেন। এই চিন্তাটাই আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার শেষ অনুভূতি ব্যক্ত করুন?

শরীফা কারলো আন্দালুসিয়া : মুসলিম হওয়ার পর সম্ভবত ১০-১২ বছর আমি কাউকে বলিনি কিভাবে আমি মুসলিম হয়েছিলাম। এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি সত্যিই আনন্দিত যে আমি এখানে এসে এই সাক্ষাৎকার দিতে পেরেছি'।

[তথ্য সূত্র : ইন্টারনেট

আহমাদ দাহলান (ইন্দোনেশিয়া)

তাওহীদের ডাক ডেস্ক

মুহাম্মাদ দারভীশ ওরফে কাই হাজী আহমাদ দাহলান (১৮৬৮-১৯২৩ খৃ.) ছিলেন একজন ইন্দোনেশিয়ান মুসলিম ধর্মীয় সংস্কারক। তৎকালীন নেদারল্যাণ্ড তথা ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সমাজে ব্যাপক ধর্মীয় কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। তিনি একটি মুসলিম স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা এবং শিরক-বিদ'আতসহ ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্যে ১৯১২ সালে বৃহত্তম মুসলিম সংগঠন 'মুহাম্মাদিইয়াহ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালে এক রাষ্ট্রীয় ঘোষণার মাধ্যমে আহমাদ দাহলানকে জাতীয় বীর হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জন্ম ও পরিচয় : আহমাদ দাহলান পিতৃ-মাতৃ উভয় দিক থেকেই সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ সালের ১লা আগস্ট তিনি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার নিকটবর্তী কুমানে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল জাকার্তার 'মুরতম' সালতানাতের রাজপ্রাসাদ ও কেন্দ্রীয় মসজিদের কাছাকাছি একটি এলাকা। ওই মসজিদের ইমাম ছিলেন তার বাবা হাজী আবুবকর সুলায়মান, যিনি মাওলানা মালিক ইব্রাহীমের বংশধর। মাওলানা মালিক ইব্রাহীমের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম এসেছিল। ২০০৪ সালে মাওলানা মালিক ইব্রাহীম ইসলামিক স্টেট ইউনিভার্সিটি, মালং নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমাদ দাহলানের মা ছিলেন প্রাসাদের বিচারক হাজী ইব্রাহীম বিন হাজী হাসানের কন্যা।

শিক্ষাজীবন : মুহাম্মাদ দাহলানের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় তার বাবার কাছেই। ছোটবেলায় তিনি কোনো সরকারি স্কুলে ভর্তি হননি। কারণ তখন মুসলমানরা ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে সন্তানদের পড়ানোর বিষয়টি এড়িয়ে চলত। তাই তার পিতা তাকে নিজেই ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি শেখান। তিনি তাকে কুরআন ও প্রাথমিক ইসলামী নীতিমালা শেখান এবং নিশ্চিত করেন যে তিনি সেগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পেরেছেন কিনা। এরপর তিনি জাকার্তা ও তার আশেপাশের শহরের কিছু বিদ্বান শায়খ এবং পণ্ডিতের কাছ থেকে আইনশাস্ত্র, তাফসীর এবং হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

১৫ বছর বয়সে তিনি হজ্জ পালন করতে মক্কায় সফর করেন এবং সেখানেই পাঁচ বছর শিক্ষার্জন করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসেন। তবে ১৯০৩ সালে আরও গভীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য পুনরায় মক্কায় যান। সেখানে তিনি দুই বছর অবস্থান করেন এবং ক্বিরাআত, তাফসীর, তাওহীদ এবং ফিক্বহ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এসময় তিনি শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত শিক্ষক শায়খ আহমাদ আল-খতীবের নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি মূলত ইন্দোনেশীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার ছাত্ররা স্বাধীনচেতা ও অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের প্রতি সহনশীল ছিল, যা তাকে প্রভাবিত করেছিল। তার সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলামের সংস্কারবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য মক্কা থেকে ফেরার সময় এক শিক্ষক তার মুহাম্মাদ দারভীশ নাম পরিবর্তন করে আহমাদ দাহলান রাখেন। হজ্জ পালন করার কারণে তার নামের শুরুতে 'হাজী' শব্দটি যুক্ত হয়। এছাড়াও দেশে ফেরার পর তার সতীর্থ ও অনুসারীদের দ্বারা তিনি 'কাই' উপাধি লাভ করেন।

'মুহাম্মাদিইয়াহ' সংগঠন প্রতিষ্ঠা : আধুনিকতার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে ইন্দোনেশিয়ার অনেক মানুষ কুরআন-হাদীছ উপেক্ষা করে নতুন একটি তথাকথিত 'শুদ্ধ ইসলাম' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল। একই সময়ে পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টাও ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি ১৯০৯ সালে 'বুডি উটোমো'তে যোগদান করে সংস্কার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। তবে তাদের কার্যক্রমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের অভাব ছিল। ফলে ১৯১২ সালে তিনি তার সংস্কারবাদী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য 'মুহাম্মাদিইয়াহ' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনে মানুষ দ্রুত যোগ দিতে থাকে, যা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পুনরুজ্জীবন এবং স্বাধীনতার চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া তিনি ১৯১৭ সালে 'আইসিয়াহ' নামে একটি মহিলা বিভাগও সংযুক্ত করেছিলেন। যা ইন্দোনেশিয়ান মহিলাদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছিল। আজ 'মুহাম্মাদিইয়াহ' ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংগঠন। ২০ মিলিয়নের অধিক মানুষ এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। আর তিনি এই আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার জন্য 'জামে'আ মুহাম্মাদ দাহলান' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা সেখানে পড়তে আসে। তাদের মাধ্যমে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন।

আহমাদ দাহলানের দাওয়াতী কার্যক্রম : আহমাদ দাহলানের দাওয়াতী কাজের পূর্বে প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ানরা পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এই প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সমাজে, বিশেষ করে জাভানিজ সমাজে এখনও শক্তিশালী। কারণ জাভা ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্যের সদর দফতর। তথাপি ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জাভাতে ইসলামের বিস্তার ধীরগতির ছিল। তারপর ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ

স্থাপন করে এবং সেই সাথে স্থানীয় রীতিনীতিগুলিকে এমনভাবে অভিযোজিত করে, যা ইসলামের কিছু নীতির আনুমানিক বলে মনে হয়।

জাভানিজ সমাজকে বিশ্বাস ও সভ্যতায় ইসলামীকরণের লক্ষ্য নিয়েই 'মুহাম্মাদিইয়াহ' আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা। যা তার প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই একটি সংস্কার বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। আর এই সংস্কার প্রক্রিয়াটি আজও বিদ্যমান।

দাওয়াতী ময়দানে আহমাদ দাহলানের অকুতোভয় প্রচেষ্টা : ১৮৯৬ সালের দিকে আহমাদ দাহলান লক্ষ্য করেছিলেন যে সালতানাত মসজিদসহ জাকার্তার অন্যান্য মসজিদগুলি ক্বিবলার দিকে সঠিকভাবে মুখ করছে না। তিনি দেখেন যে মসজিদগুলির ক্বিবলা ২২ ডিগ্রি বাঁকা, যা সঠিক নয়। এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য তিনি মসজিদে ক্বিবলার দিকে সঠিক লাইন আঁকতে শুরু করেন, যাতে মুছল্লীরা সঠিকভাবে ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে পারে।

যখন 'মুতরম' প্রাসাদ বিচারক এবং এই মসজিদের দায়িত্বশীলগণ বুঝতে পারেন যে, আহমাদ দাহলান এটি করেছেন, তারা তার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেন এবং তার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অতঃপর তারা সেই নতুন লাইনগুলি মুছে দেন। আহমাদ দাহলান তাদের প্রতিক্রিয়ার প্রতি খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। তবে তার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাকে থামাতে পারেনি। তিনি সঠিক ক্বিবলামুখী একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন। যখন বিচারক এবং তার সহকর্মী আলেম ও শায়খরা এই নতুন মসজিদ এবং মুছল্লীদের লাইন সম্পর্কে জানতে পারলেন, যা সালতানাত মসজিদ এবং অন্যান্য মসজিদের লাইন থেকে আলাদা, তারা আহমাদ দাহলানের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। ফলে বিচারক এবং তার সঙ্গীরা আহমাদ দাহলানের মসজিদটি জ্বালিয়ে দেন।

আহমাদ দাহলান যখন তার প্রচেষ্টায় হতাশ হয়ে পড়েন, তখন তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরের দিন সকালে আহমাদ দাহলান এবং তার স্ত্রী জাকার্তা শহর ত্যাগ করেন। যখন তার ভাই হাজী ছালেহ তার চলে যাওয়ার কথা শুনেন, তিনি দ্রুত তাকে অনুসরণ করেন, তাকে বাধা দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে তার জন্য আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। এর ফলে তিনি ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তার পিতার মৃত্যুর পর তাকে সালতানাত মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ফলে তার দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার বিস্তৃত হয়।

সমাজ সংস্কারে কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রাধান্য : আহমাদ দাহলান ইসলামী বিশ্বাসকে বিদ'আত, কুসংস্কার ও শিরকমুক্ত করার জন্য মূলের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানাতেন। একাজের জন্য তিনি এবং তার প্রতিষ্ঠিত 'মুহাম্মাদিইয়াহ' আন্দোলনকে ইজতিহাদের দরজা খুলে দেওয়া, তাকলীদকে বর্জন করা এবং পরিপূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আহমাদ দাহলান এবং 'মুহাম্মাদিইয়াহ' আন্দোলন এটা বলে না যে, তারা মাযহাবের ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতাদের অস্বীকার করেন না। বরং তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের ফৎওয়া ও ইজতিহাদগুলি পর্যালোচনা, আলোচনা এবং সংশোধনযোগ্য এবং যে চিরন্তন সত্য রয়েছে তা হ'ল কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই বিদ্যমান। আহমাদ দাহলান এবং 'মুহাম্মাদিইয়াহ' সংগঠন তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সমাজের বিশ্বাসকে হিন্দু ও বৌদ্ধ পুঁথিগত বিশ্বাস এবং অন্যান্য আগত ভ্রান্ত ধারণাগুলি থেকে মুক্ত করার জন্য কাজ করেছেন, যা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা ও মানহাজের সাথে সাংঘর্ষিক, অথচ জাভানিজ সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, এক ব্যক্তি কুমান শহরে অনুষ্ঠিত আহমাদ দাহলান-এর এক শিক্ষা সমাবেশে উপস্থিত হয়। এ ব্যক্তি সুমারাং শহরের বাসিন্দা ছিল। সে আহমাদ দাহলান ও 'মুহাম্মাদিইয়াহ' সংগঠনের সদস্যদের গালি দিত এবং তাদের কুফরির অভিযোগ আনত। কারণ তারা প্যান্ট, জ্যাকেট, টাই পরিধান করে এবং ঔপনিবেশিকদের ব্যবহৃত শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে। তার মতে, তারা পশ্চিমা খ্রিস্টানদের অনুকরণ করছে। কারণ তিনি একটি হাদীছ বুঝেছিলেন যে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই কওমের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তখন আহমাদ দাহলান তাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি সুমারাং শহর থেকে এখানে কীভাবে এসেছ? ব্যক্তিটি উত্তরে বলল, 'আমি ট্রেনে এসেছি'। তখন আহমাদ দাহলান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন ট্রেনে এসেছ, যা পশ্চিমাদের তৈরি? হাঁটতে হাঁটতে কেন আসলে না? তখন সেই ব্যক্তি চুপ হয়ে যায় এবং উপলব্ধি করে যে, তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন।

মৃত্যুবরণ : আহমাদ দাহলান একজন পরহেযগার ও দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আল্লাহ তা'আলাকে অত্যধিক ভয় করতেন। তিনি নিজের জন্য একটি চিরকুট লিখেছিলেন, যা তিনি তার অফিস এবং শয্যার পাশে রেখে দিতেন। এতে লেখা ছিল, 'হে দাহলান! নিশ্চয়ই ভয়াবহ বিষয়গুলো অনেক বড় এবং তোমার সামনে অনেক বিষয় গোপন রয়েছে, যা তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে। আর তা হয় মুক্তির মাধ্যমে নতুবা ধ্বংসের মাধ্যমে। হে দাহলান! নিজেকে আল্লাহ্র সঙ্গে একা কল্পনা কর। আর মনে কর, তোমার সামনে মৃত্যু, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত এবং জাহান্নামের বিষয়গুলো রয়েছে'। তিনি আল্লাহ্র এই বাণীতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতেন, 'প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। আর যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই প্রকৃত সফল। আর পার্থিব জীবন তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। এই বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র প্রতি তাক্বওয়া তাকে সৎকর্ম এবং উত্তম কাজের প্রতি উৎসাহিত করত। এই মহান মনীষী ১৯২৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তার জন্মস্থান কুমানে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।-আমীন!

প্রকৃত আনন্দ

একদিন একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং তার শিষ্য সকালে হাঁটছিলেন। হাঁটার সময় তারা এক জোড়া পুরোনো জুতা দেখতে পান, যা রাস্তার পাশে পড়ে ছিল। জুতাটি ছিল পাশের ক্ষেতে কাজ করা একজন গরিব কৃষকের, যিনি কিছুক্ষণ পর তার কাজ শেষ করতে চলেছিলেন।

শিষ্যটি দার্শনিকের দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন আমরা কিছুক্ষণ মজা করি। এই জুতা জোড়া লুকিয়ে রাখি এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি, লোকটি যখন তার জুতা খুঁজে পাবে না, তখন কী প্রতিক্রিয়া দেখায়। দার্শনিক উত্তরে বললেন, বৎস! কখনোই গরীব মানুষের দুর্দশা দেখে আনন্দ করা উচিত নয়। বরং তুমি অন্যভাবে আরও বেশি আনন্দ পেতে পার। চল আমরা প্রতিটি জুতার মধ্যে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা রাখি। তারপর গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি, এতে লোকটির প্রতিক্রিয়া কেমন হয়। শিষ্যটি দার্শনিকের কথা মতো কাজ করল। প্রতিটি জুতার মধ্যে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা রাখল এবং তারা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল।

কৃষকটি তার কাজ শেষ করে জুতার কাছে ফিরে এলো। কৃষকটি প্রথমে তার জামা পরল। তারপর সে ডান পায়ে প্রথম জুতা পরে কিছু একটা শক্ত বস্তু অনুভব করল। অবাক হয়ে সে জুতাটি খুলল এবং দেখল ভেতরে একটি স্বর্ণমুদ্রা। লোকটির চোখে-মুখে তখন বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। সে মুদ্রাটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, হাত দিয়ে অনুভব করল এবং বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করল, এটি আসল কি-না।

এরপর সে চারপাশে তাকাল, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। তাই সে মুদ্রাটি পকেটে রাখল এবং দ্বিতীয় জুতাটি পরার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় জুতাটি পরতেই সে আরো একটি মুদ্রা পেল। এবার তার বিস্ময় দ্বিগুণ হয়ে গেল।

লোকটি আনন্দে এবং আবেগে অভিভূত হয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। সে আকাশের দিকে মুখ তুলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল, রব্বুল আলামীন! তুমিই একমাত্র জানো আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা, যাকে দেখার মতো কেউ নেই। তুমি জানো আমার ছোট ছোট সন্তানদের কথা, যারা গত কয়েকদিন যাবৎ না খেয়ে আছে। তুমি জানো কেমন করে এই টাকা আমাকে সাহায্য করতে পারে। তোমার প্রতি আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

দৃশ্যটি দার্শনিক এবং তার শিষ্যটির হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করল। তার চোখে পানি চলে এলো। তখন দার্শনিক শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এখন আগের তুলনায় বেশী আনন্দ অনুভব করছ না? এই লোকটিকে অপদস্থ করার পরিবর্তে তুমি তার জীবনে ভালো কিছু প্রভাব রাখতে পেরেছ। শিষ্যটি আবেগ ভরা কণ্ঠে উত্তর দিল, হ্যাঁ। এই অভিজ্ঞতা আমাকে এমন এক শিক্ষা দিয়েছে, যা আমি সারা জীবন মনে রাখব। আজ আমি প্রকৃত আনন্দ লাভ করলাম, যা আমি আগে কখনোই উপলব্ধি করতে পারিনি।

আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে শিখুন

সংযুক্ত আরব আমিরাতের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এক সাক্ষাৎকারে তার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ হয়েছিলাম। তাই আমি খোলা বাতাসে হাঁটতে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি একটি মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদটি খোলা দেখে ভাবলাম, কেন না আমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি।

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে একজন লোক ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে খুব আকুতি করে দো'আ করছিলেন। তার দো'আ করার ধরণ দেখে বুঝলাম, তিনি গভীর বিপদে আছেন। আমি অপেক্ষা করলাম যতক্ষণ না সে তার দো'আ শেষ করে। এরপর আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আমি দেখলাম আপনি এমন আন্তরিকভাবে দো'আ করছেন, যেন আপনি বড় বিপদে আছেন। আপনার সমস্যাটা কী?

লোকটি বলল, আমার কিছু ঋণ রয়েছে যা আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে এবং ঘুমাতে দিচ্ছে না।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ঋণের পরিমাণ কত? তিনি উত্তর দিলেন, চার হাযার দিরহাম। আমি আমার পকেট থেকে চার হাযার দিরহাম বের করে তাকে দিলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আমার জন্য দো'আ করলেন।

এরপর আমি আমার ফোন নম্বর এবং অফিসের ঠিকানা দিয়ে তাকে বললাম, এই কার্ডটি রাখো। ভবিষ্যতে তোমার যদি কোনো দরকার হয়, তাহ'লে আমার সঙ্গে দেখা কর অথবা আমাকে ফোন কর।

আমি ভেবেছিলাম, তিনি এই প্রস্তাবে খুশি হবেন। কিন্তু তার উত্তর আমাকে অবাক করল। তিনি বললেন, না ভাই। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এই কার্ডটির আমার প্রয়োজন নেই। যখনই আমার কোনো প্রয়োজন হবে, আমি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করব এবং তার কাছে আমার হাত তুলে সাহায্য চাইব। যেমন আল্লাহ আজকের এই প্রয়োজন পূরণ করেছেন, ভবিষ্যতেও তিনি তা পূরণ করবেন।

এই ঘটনা আমাকে সেই ছহীহ হাদীছটির কথা মনে করিয়ে দেয়, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর সঠিকভাবে ভরসা কর, তবে তিনি তোমাদের সেভাবেই রিযিক দিবেন, যেভাবে পাখিদের দেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/ ৪১৬৪)*।

মূল : মুহসিন জব্বার; অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

[সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাবি শাখা]

অন্যরকম তারুণ্য

-দেলোয়ার হোসাইন

চারিদিকে তারুণ্যের জয়জয়কার। তরুণরা ন্যায়ের পথে এগিয়ে চলার যে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে, তা এক নতুন দিনের সূচনা। মাস চারেক আগে বন্ধু ছিয়াম বলেছিল, তারুণ্যের বিবেক জেগেছে। ভ্রষ্টতার পথ থেকে ন্যায়ের দিকে ঝুঁকছে। এমন পরিবর্তন তো ছিল সময়েরই দাবি।

আমরা তখন দাখিল পরীক্ষার্থী। দুপুরের খাবার সেরে একটু বই নিয়ে বসেছি। হঠাৎ বছর ত্রিশের এক যুবক এসে সালাম দিয়ে নম্র কণ্ঠে বললেন, ভাই! আমি রাজশাহীতে নতুন এসেছি। এখানকার তেমন কিছু চিনি না। কয়েকদিন হোটেলের খাবার খেতে খেতে ক্লান্ত। শুনলাম এখানে আপনারা মেসে খাওয়া-দাওয়া করেন। আপনাদের সাথে আমার কী একটু ব্যবস্থা করা যায়?

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। বললাম, ভাই! আসলে এটা মেস নয়। বড় ভাইদের সাথে মিলে আমরা ছয়-সাতজন থাকি। তবে ভাইয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বললাম, আমি বড় ভাইদের সাথে কথা বলে দেখব। রাতে খাওয়ার সময় বড় ভাইদের সাথে কথা বললাম। প্রথমে একটু আপত্তি করলেও শেষমেশ সবাই রাযী হলেন। তানিম ভাই আমাদের ছোট্ট সংসারের সদস্য হয়ে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে তানিম ভাই খুব সহজেই আমাদের সাথে মিশে গেলেন। তাঁর নম্রতা, মিষ্টি ব্যবহার, আর গল্প বলার ভঙ্গি সবাইকে মুগ্ধ করত। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাদের সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠলেন। এক রাতে আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছি। কথায় কথায় তানিম ভাইয়ের পরিবারের প্রসঙ্গ উঠল। তিনি বললেন, আমরা তিন ভাই। কোন বোন নেই। ভাইদের মধ্যে আমি মেজো। ছোট ভাই মায়ের সাথে বাড়িতেই থাকে।

সাখাওয়াত ভাই প্রশ্ন করলেন, আর বড় ভাই? উনি কোথায় থাকেন? তানিম ভাই একটু চুপচাপ হয়ে গেলেন। মুখটা গম্ভীর করে বললেন, বড় ভাইয়ের কথা আসলে কখনো কারও সাথে বলা হয়নি। তবে আজ আপনাদের বলতে ইচ্ছে করছে। বছর কয়েক আগে আমি তখন ঢাকা আদমজী কলেজের ছাত্র। বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই' ডিপার্টমেন্টে অনার্স শেষ বর্ষে পড়েন। আমাকে তার সাথে হলে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। বড় ভাই ছিলেন অন্যরকম মানুষ। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছালাত-ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন। সহজে তাহাজ্জুদ মিস করতেন না। ইসলামের বিষয়ে ছিল তার গভীর আগ্রহ। পড়াশোনাও করতেন প্রচুর। তার চলাফেরা, চিন্তা-চেতনা ছিল সমবয়সী অন্যান্য তরুণদের পুরোপুরি বিপরীত। তার বন্ধুরা অনেকেই আনন্দ-ফূর্তি আর বেহায়াপনায় মত্ত থাকলেও ভাই তখন পড়াশোনা ও ইবাদতে সময় কাটাতেন। তিনি ছিলেন আমার দেখা আদর্শ মুসলিম তরুণ। কখনই অন্যায়ের সাথে আপোষকামিতা ছিল না। এটাও ঠিক ওটাও ঠিক, এতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন হক মাত্র একটি। হক কথা বলতে গিয়ে কখনই ভাবতেন না যে, এটা কার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তানিম ভাই থেমে থেমে কথা বলছেন। তার গলার স্বর ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে।

ছিয়াম বলল, তারপর কী হ'ল ভাই?

হঠাৎ একদিন বাবা আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। তখন ভাইয়ার মাস্টার্স শেষ হয়েছিল মাত্র। ইচ্ছে ছিল বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে ফরেন ক্যাডারে যোগ দেবেন। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর সেই স্বপ্ন আজিমপুর কবরস্থানে হারিয়ে গেল। সংসারের প্রয়োজনে ভাই তড়িঘড়ি চাকরি খুঁজতে লাগলেন। ভালো একটা চাকরি পেয়েও গেলেন। আমাদের জীবন একটু সচ্ছল হ'ল।

বয়সে বড় হ'লেও ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল খুব গভীর। মাঝে-মধ্যেই আমরা তুরাগ নদীর তীরে যেতাম। সেখানে বসে নানা বিষয়ে কথা বলতাম। একদিন ভাই বললেন, তানিম! তোদের হক আমি ঠিকমতো আদায় করতে পারিনি রে। পারলে মাফ করে দিস। আর মায়ের খেয়াল রাখিস। তখন তার চোখে অশ্রু ছলছল করছিল। কিন্তু তখন আমি বিষয়টা বুঝতে পারিনি। ভাইকে এর আগেও অনেকবার কাঁদতে দেখেছি। হয়তো এজন্যই সেদিনের অশ্রুর গন্তব্যটা আমি উপলব্ধি করতে পারিনি।

এ কথা বলার ঠিক এক সপ্তাহ পর ভাইয়া নিখোঁজ হয়ে গেলেন। আমরা এখনও তার ফিরে আসার অপেক্ষা করি। যত জায়গায় সম্ভব তাকে খুঁজেছি। কোথাও কোন খোঁজ পাইনি। হাসপাতালগুলোতে অনেকবার খুঁজেছি। মাঝে মধ্যে এখনও যাই। কিন্তু হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে হয়।

তানিম ভাইয়ের কথা শুনে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। রাফী ভাইয়ের হাতের খাবার আবার প্লেটেই ফিরে গেল। সবাই চুপচাপ। চারদিকে থমথমে নীরবতা। মনে হচ্ছিল, তানিম ভাইয়ের কণ্ঠে যেন বড় ভাইয়ের আত্মত্যাগের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সে রাতে আমরা সবাই নতুনভাবে জীবনকে উপলব্ধি করলাম। তারুণ্যের শক্তি, আত্মত্যাগের মহিমা, আর ন্যায়ের পথে চলার দৃঢ় সংকল্প যেন আমাদের মনকে আন্দোলিত করে তুলল।

[লেখক : একাদশ শ্রেণী ,রাজশাহী সরকারী কলেজিয়েট স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ]

সংগঠন সংবাদ

যেলা কমিটি পুনর্গঠন (২০২২-২৬ সেশন)

৩২. ডিমলা, নীলফামারী-পূর্ব, ১৯শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'যুবসংঘ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে দক্ষিণ গয়াবাড়ি লাল জুম্মা জামে মসজিদে এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান সাজিদ। অনুষ্ঠানে রায়হান বিন আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও আবু তাহেরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের নীচ তলায় 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আব্দুর রাযযাক ও আব্দুল্লাহ আল মুছাদ্দিক। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আকরাম হোসেনকে সভাপতি ও আব্দুল কাদেরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পতেঙ্গাস্থ যুবসংঘ কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সা'দী, সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসেন ছাব্বির, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আমির হোসেন খানসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীনকে পুনরায় সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইলিয়াছকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. মাদারগঞ্জ, জামালপুর-দক্ষিণ, ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মোসলেমাবাদ মণ্ডলবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সুলতান মাহমূদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. মেলান্দহ, জামালপুর-উত্তর, ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর চাড়াইলদার পাথালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' জামালপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আরোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে ইসমাঈল বিন আব্দুল গণীকে সভাপতি ও মনিরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. সুন্দরপুর, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'যুবসংঘে'র পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে সুন্দরপুর ওছমান বিন আফফান (রাঃ) মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হোসাইন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও কেন্দ্রীয় সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল আযীয মাস্টারসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ফয়সাল কবীরকে সভাপতি ও তারেক রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ-উত্তর, ২০শে অক্টোবর, রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ধোবাউড়া, মেকিয়ারকান্দা বাজার মারকায আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পুনরায় মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ, ২৩শে অক্টোবর, বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কানসাটে 'যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দ্বীনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল করীমের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী, উপদেষ্টা ইসমাঈল হোসাইনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে পুনরায় মুহাম্মাদ ছালেহ সুলতানকে সভাপতি ও এমদাদুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর, ২৫শে অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রহনপুর বাগদোয়ার পাড়া যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা

কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হকসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ফাহিম ফায়ছালকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হিমেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. দক্ষিণ মাদারশি, বরিশাল, ২৫শে অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার দক্ষিণ মাদারশিতে অবস্থিত মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' বরিশাল সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান সাজিদ ও আল-'আওনের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফী, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিযুর রহমান, 'আন্দোলন'-এর বরিশাল বিভাগীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে কায়েদ মাহমূদ ইমরানকে পুনরায় সভাপতি ও মাছুম বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ২৬শে অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুফলেহুর রহমান, সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমানকে সভাপতি ও নাজমুল আহসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৩. ভোলা, ২৬শে অক্টোবর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার খলিফা পট্টি জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ভোলা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক দ্বীনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান সাজিদ ও আল-'আওনের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাজেদুল হক সাধারণ সম্পাদক যাকির হোসেন, 'আন্দোলন'-এর বরিশাল বিভাগীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হাফেয ফজলে রাব্বীকে আহ্বায়ক ও হাফেয আরিফুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৪৪. রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী ৩০শে অক্টোবর, বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কলেজ 'যুবসংঘে'র সভাপতি যায়েদ বিল জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ নাবিলকে সভাপতি ও নাজমুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৫. সদর, ফেনী ৩১শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন দারুল হাদীছ সালাফিয়াহ মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ' ফেনী সাংগঠনিক যেলা গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ইমরান গাজীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ইমরান গাজীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এনামুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

৪৬. ষষ্টিতলা, যশোর, ১লা নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলা সদরের টাউনহল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘে'র যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি তুরাব আলীর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি আলহাজ্জ আবুল খায়ের। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান। এছাড়াও যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আনীছুর রহমানকে সভাপতি ও মাওলানা হারূন অর-রশিদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. চিলারাং, সদর, ঠাকুরগাঁও ১লা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন চিলারাং মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক যয়নুল আবেদীন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেকসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আযীযুর রহমানকে সভাপতি ও আফতাবুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. পটুয়াখালী, ১লা নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পটুয়াখালী নতুন বাস স্ট্যান্ডে অবস্থিত আস-সুন্নাহ্ মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে 'যুবসংঘে'র যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ

সম্পাদক সাজিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মা'সুম বিল্লাহকে সভাপতি ও নাঈম শিকদারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. মৌলভীবাজার ১লা নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মৌলভীবাজারের কুলাউড়া মসজিদ আত-তাওহীদে যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দ্বীনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে মুজিব মিয়াকে সভাপতি ও হাবীবুর রহমান তানযীলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫০. শাহী ঈদগাহ, সিলেট, ১লা নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিলেট সদরের শাহী ঈদগাহে অবস্থিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে 'যুবসংঘ' সিলেট সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি তোফায়েল আহমাদের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আরাফাত যামান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট-উত্তর 'আন্দোলনে'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়জুল ইসলাম ও সিলেট-দক্ষিণ 'আন্দোলনে'-এর সভাপতি জাবের হোসাইনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে তোফায়েল আহমাদকে সভাপতি ও সাকিব হোসাইন ছিয়ামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫১. বাসাইল, টাঙ্গাইল, ৯ই নভেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাসাইল থানাধীন কাঞ্চন পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' টাঙ্গাইল যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলম খানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল-মামূনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। যুব সমাবেশে আব্দুল হামীদকে সভাপতি ও হাফেয আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫২. ফরিদপুর, ১৫ই নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ফরিদপুর সদরে অবস্থিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে 'যুবসংঘ' ফরিদপুর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠানে রানা ইসলামকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি করা হয়।

৫৩. সখিপুর, শরীয়তপুর, ১৫ই নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সখিপুর থানাধীন সরকার বাড়ী তাওহীদ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' শরীয়তপুর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে খসরু হোসেনকে আহ্বায়ক এবং ডা. মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৫৪. কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ, ৩০শে নভেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সেলিমনগর স্কুল জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক প্রশিক্ষণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নূর ইসলাম বাবলার সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূজুর রহমান দারা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হুসাইন প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে আশীকুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৫. পীরগাছা, রংপুর-পূর্ব, ৩০শে নভেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০টায় যেলার পীরগাছা থানাধীন দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ' রংপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি শাহীন পারভেজ মামূনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আব্দুন নূর, যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক ও উপদেষ্টা আতিকুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মোখলেছুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাইদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৬. ইশ্বরদী, পাবনা ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নতুনহাট মোড় (গোলচত্বর) ইশ্বরদী উপযেলা কার্যালয়ে 'পাবনা' যেলা 'যুবসংঘ' গঠন উপলক্ষ্যে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ছোহরাব আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে হাফেয মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ওয়াসিম উদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ-২০২৪ (১ম পর্ব)

রাজশাহী, ১২ ও ১৩ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১২ ও ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ হলরুমে দুই দিনব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ (১ম পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল সাড়ে ৬-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আর পূর্বে শেষ হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে

জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুব-বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নুরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অডিটর মুহাম্মাদ আবুল হোসেন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ প্রমুখ। প্রশিক্ষণে মূল্যায়ন পরীক্ষা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান ও দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

উল্লেখ্য যে, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের ১৭টি যেলার ৫২জন দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন আব্দুল কাদের (সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর-পূর্ব), ২য় স্থান মেহেদি হাসান প্রশিক্ষণ সম্পাদক, রংপুর পশ্চিম), এবং ৩য় স্থান সাদ্দাম হোসাইন সভাপতি। বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় মুহাম্মাদ আব্দুন নূরকে (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, দিনাজপুর পূর্ব)। এছাড়াও নীলফামারী পশ্চিম যেলার গোটা পরিষদ উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যেককে পুরস্কৃত হয়। অতঃপর ২য় দিন জুম'আর খুৎবা শুরুর কিছু পূর্বে কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী-এর সমাপনী বক্তব্য ও দো'আ পাঠের মাধ্যমে ২দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ-২০২৫ (২য় পর্ব)

রাজশাহী, ৯ ও ১০ই জানুয়ারী, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৯ ও ১০ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ হলরুমে দুই দিনব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল সাড়ে ৬-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আর পূর্বে শেষ হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুব-বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নুরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ প্রমুখ। প্রশিক্ষণে মূল্যায়ন পরীক্ষা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান ও দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

উল্লেখ্য প্রশিক্ষণে ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগ ছাড়াও ১ম পর্বে অনুপস্থিত যেলাসহ মোট ৩০টি যেলা থেকে ৯১জন দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন আব্দুর রহমান নয়ন (অর্থ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ), ২য় স্থান আল-আমীন (সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা) এবং ৩য় স্থান মুহাম্মাদ রবীউল হাসান (সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ)। এছাড়াও বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় মুজাহিদুর রহমান (সভাপতি, সাতক্ষীরা) ও মোছাদ্দেকুল ইসলাম (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, রংপুর পূর্ব)-কে। অতঃপর ২য় দিন জুম'আর খুৎবা শুরুর কিছু পূর্বে কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী-এর সমাপনী বক্তব্য ও দো'আ পাঠের মাধ্যমে ২দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

নবীন বরণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৯ই ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ভবনের ১২৫ নং রুম সিসিডিসি গ্যালারীতে 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রাবি 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ। অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীকে ফুলের শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। অতিথিবৃন্দ স্ব স্ব বক্তব্যে নবীন ছাত্রদের কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাবি 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ।

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!

আত-তাহরীক টিভি

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।

ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com

মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন

মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪

ফেসবুক পেইজ	ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv	At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek	Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

শব্দজট

পাশাপাশি : (১) যার মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায় (৩) দ্বীনী উপদেশ দেওয়াকে যা বুঝায় (৪) রাসূল (ছাঃ)-এর মায়ের দেওয়া নাম (৬) রচনাকারী ব্যক্তিকে যা বলা হয় (৭) যিনি আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী (৯) যে নূতন আগমন করেছে (১০) আমানতের বিপরীত (১২) যুদ্ধে বিজয়প্রাপ্তিতে যা হয়।

উপর-নীচ : (১) যেভাবে বসে খাওয়া নিষেধ রয়েছে (২) ব্যবধান বা পার্থক্য বুঝাতে যা ব্যবহার হয় (৪) যোহর পরবর্তী ফরয ছালাত বা ওয়াক্ত (৫) নিপুণতা ও পারদর্শিতা বলতে যা বুঝায় (৭) রাসূল (ছাঃ)-এর দাদার দেওয়া নাম (৮) শাস্তি দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় (১০) যে আকাশে উড়ে বেড়ায় (১১) পুত্র বা ছেলের সমর্থক শব্দ।

১			২		৪			৫
৩					৬			
৭			৮		১০			১১
৯					১২			

প্রতিযোগীর নাম : .....
পিতার নাম : .....**শ্রেণী :** .....
শাখা : ..... **মোবাইল :** .....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা : .....
.....।

গত সংখ্যায় বর্ণের খেলার-এর সঠিক উত্তর

? রামাযান ১. রাজবাড়ি ২. মানবতা ৩. যানবাহন ৪. নবাগত

গত সংখ্যায় 'বর্ণের খেলার'-এর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম জাহিদুল ইসলাম (কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ), **২য় শরীফুল ইসলাম** (রূপসা, খুলনা), **৩য় আব্দুল্লাহ জাওয়াদ** ৫ম, ক (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালক শাখা)।

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী। ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্লাটফর্মের নাম কী?
উত্তর : সুখী।

২. প্রশ্ন : দেশের একমাত্র উপকূলীয় নদীবন্দর কোনটি?
উত্তর : সন্দ্বীপ উপকূলীয় নদীবন্দর।

৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোথায় জাতিসংঘ পার্ক অবস্থিত?
উত্তর : চট্টগ্রামে।

৪. প্রশ্ন : 'শুভ সন্ধ' সমুদ্র সৈকত কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তর : বরগুনা।

৫. প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের সাপ্তাহিক সাময়িকী The Economist -এর ২০২৪ সালের বর্ষসেরা দেশ কোনটি?
উত্তর : বাংলাদেশ।

৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশী তৈরী পোষাকের শীর্ষ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর : এইচ এম সুইডেন।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদের পতন হয় কবে?
উত্তর : ৮ই ডিসেম্বর ২০২৪।

২. প্রশ্ন : ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : ফ্রাঁসোয়া বায়রু।

৩. প্রশ্ন : deepseek কী?
উত্তর : চীনা কোম্পানীর তৈরী একটি 'এআই' অ্যাপ।

৪. প্রশ্ন : ইউরোপীয় কাউন্সিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : অ্যান্টোনিও কস্তা।

৫. প্রশ্ন : ২০২৪ সালের অক্সফোর্ডের বর্ষসেরা শব্দ কোনটি?
উত্তর : Brain Rof.

৬. প্রশ্ন : খাদ্য, চাল, গম, ভুট্টা, আমদানিতে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : চীন।

৭. প্রশ্ন : সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?
উত্তর : আহমাদ আল-শারা (২৯ জানুয়ারী'২৫)।

৮. প্রশ্ন : সিরিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : মুহাম্মাদ আল-বশীর।

৯. প্রশ্ন : গাযায় কবে যুদ্ধবিরতি হয়?
উত্তর : ১৯ জানুয়ারী'২৫।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : এই দিন কোন ছাহাবী ৩বার বায়'আত করেছিলেন?
উত্তর : দক্ষ তীরন্দায সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ)।

২. প্রশ্ন : সন্ধিপত্র লেখার সময় কে মক্কা থেকে এসেছিলেন?
উত্তর : শিকল পরা অবস্থায় সোহায়েল-পুত্র আবু জান্দাল।

৩. প্রশ্ন : হোদায়বিয়ায় কোন সূরার ১০ম আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : সূরা মুমতাহিনা ১০ম আয়াত।

৪. প্রশ্ন : উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর ওমর কি করেন?
উত্তর : মক্কায় তাঁর দু'জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দেন।

৫. প্রশ্ন : হজ্জ ও ওমরাহ্র ওয়াজিব ছাড়লে 'ফিদইয়া' কি?
উত্তর : একটি বকরী কুরবানী অথবা ৬ জন মিসকীনকে তিন ছা' খাদ্য দান অথবা তিনটি ছিয়াম পালন।

৬. প্রশ্ন : সূরা ফাৎহ কোথায় নাযিল হয়?
উত্তর : মক্কা থেকে মদীনার পথে কোরাউল গামীমে।

৭. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) হোদায়বিয়াতে কতদিন ছিলেন?
উত্তর : ২০ দিন।

৮. প্রশ্ন : হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি কতদিন অব্যাহত ছিল?
উত্তর : ১৭ কিংবা ১৮ মাস।

৯. প্রশ্ন : বি'রে মাঊনার ঘটনা কোন মাসে ঘটেছিল?
উত্তর : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে।

১০. প্রশ্ন : নাজদের বনু সুলায়েম গোত্রে নিকট কতজনের তাবলীগী কাফেলা পাঠান হয়েছিল?
উত্তর : ৭০ জনের।

১১. প্রশ্ন : দূমাতুল জান্দাল কত সনে সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে।

১২. প্রশ্ন : সিরিয়ার দূমাতুল জান্দালের বনু কালব খ্রিষ্টান গোত্রের নিকটে তাবলীগী কাফেলার নেতৃত্বে কে ছিল?
উত্তর : আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ)।

১৩. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর সীলমোহরটি কি দ্বারা নির্মিত?
উত্তর : আংটিতে মুদ্রিত সীলমোহরটি ছিল রৌপ্য নির্মিত।

১৪. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর আংটিতে কি মুদ্রিত?
উত্তর : 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' (محمد رسول الله)।

১৫. প্রশ্ন : হেরাক্বলের চিঠিতে কোন আয়াতটির উল্লেখ ছিল?
উত্তর : সূরা আলে ইমরানের ৬৪ আয়াতটি।

১৬. প্রশ্ন : সম্রাট ও শাসকের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কতজন বিখ্যাত পত্রবাহক গিয়েছিলেন?
উত্তর : ৬ জন।

১৭. প্রশ্ন : রোম সম্রাট ক্বায়ছারের নিকটে কোন পত্রবাহক ছাহাবী গিয়েছিলেন?
উত্তর : দেহিইয়া বিন খলীফা কালবী।

কুইজ

১. প্রশ্ন : পৃথিবীতে ১ম হত্যাকারী কে?
উত্তর :.....।

২. প্রশ্ন : রবী'আ ইবনুল হারিছের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করেছিল কে?
উত্তর :.....।

৩. প্রশ্ন : সিরিয়ায় বাসিন্দাদের সংখ্যা কত?
উত্তর :.....।

৪. প্রশ্ন : সিরিয়ায় কত বছর গৃহযুদ্ধ ছিল?
উত্তর :.....।

৫. প্রশ্ন : শরীফা কারলো আন্দালুসিয়ার জন্ম কোথায়?
উত্তর :.....।

৬. প্রশ্ন : আহমাদ দাহলান প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম কি?
উত্তর :.....।

৮. 'ফাল' অর্থ কি?
উত্তর :.....।

৭. 'কম্পিউটার' অর্থ কি?
উত্তর :.....।

প্রতিযোগীর নাম : .....
পিতার নাম : .....শ্রেণী : .....
শাখা : .....মোবাইল : .....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....
.....
.....।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. غفلة ২. রোনাল্ড ওপাস ৩. আলজেরিয়ার কনস্ট্যান্টাইন শহরের আন্দালুসীয়ায় ৪. ওছমান ৫. মালিক আব্দুল আযীয ৬. ৯৯৯ জন ৭. ড. মুহাম্মাদ ইউনুস ৮. স্বস্তি।

গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল–

১ম : সুলায়মান হোসাইন (সিংড়া, নাটোর)।

২য় : মুহাম্মাদ রাহী ৭ম, খ (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালক শাখা)।

৩য় : আলী আহমাদ, দশম শ্রেণী (বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা)।

নির্দেশনা : কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

সূচীপত্র

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

তুহফায়ে রামাযান

আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*।

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ : ২০২৫

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময় (ঘণ্টা-মিনিট)	ইফতারের সময় (ঘণ্টা-মিনিট)
হিজরী	খৃষ্টাব্দ			
০১ রামাযান	০২ মার্চ	রবিবার	০৫:০৪	০৬:০২
০২ রামাযান	০৩ মার্চ	সোমবার	০৫:০৩	০৬:০৩
০৩ রামাযান	০৪ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫:০২	০৬:০৩
০৪ রামাযান	০৫ মার্চ	বুধবার	০৫:০১	০৬:০৩
০৫ রামাযান	০৬ মার্চ	বৃহস্পতি	০৫:০০	০৬:০৪
০৬ রামাযান	০৭ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৫৯	০৬:০৪
০৭ রামাযান	০৮ মার্চ	শনিবার	০৪:৫৯	০৬:০৫
০৮ রামাযান	০৯ মার্চ	রবিবার	০৪:৫৮	০৬:০৫
০৯ রামাযান	১০ মার্চ	সোমবার	০৪:৫৭	০৬:০৬
১০ রামাযান	১১ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৫৬	০৬:০৬
১১ রামাযান	১২ মার্চ	বুধবার	০৪:৫৫	০৬:০৭
১২ রামাযান	১৩ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৫৪	০৬:০৭
১৩ রামাযান	১৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৫৩	০৬:০৮
১৪ রামাযান	১৫ মার্চ	শনিবার	০৪:৫২	০৬:০৮
১৫ রামাযান	১৬ মার্চ	রবিবার	০৪:৫১	০৬:০৮
১৬ রামাযান	১৭ মার্চ	সোমবার	০৪:৫০	০৬:০৯
১৭ রামাযান	১৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৪৯	০৬:০৯
১৮ রামাযান	১৯ মার্চ	বুধবার	০৪:৪৮	০৬:০৯
১৯ রামাযান	২০ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৪৭	০৬:১০
২০ রামাযান	২১ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৪৬	০৬:১০
২১ রামাযান	২২ মার্চ	শনিবার	০৪:৪৫	০৬:১১
২২ রামাযান	২৩ মার্চ	রবিবার	০৪:৪৪	০৬:১১
২৩ রামাযান	২৪ মার্চ	সোমবার	০৪:৪২	০৬:১১
২৪ রামাযান	২৫ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৪১	০৬:১২
২৫ রামাযান	২৬ মার্চ	বুধবার	০৪:৪০	০৬:১২
২৬ রামাযান	২৭ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৩৯	০৬:১৩
২৭ রামাযান	২৮ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৩৮	০৬:১৩
২৮ রামাযান	২৯ মার্চ	শনিবার	০৪:৩৭	০৬:১৩
২৯ রামাযান	৩০ মার্চ	রবিবার	০৪:৩৬	০৬:১৪
৩০ রামাযান	৩১ মার্চ	সোমবার	০৪:৩৫	০৬:১৪

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	−২	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	০	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	−২	−১	−২	−১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	−১	০	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৮	+৯
নওগাঁ	+৫	+৫	+৬	+৬

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৬	+৬	+৭	+৮
দিনাজপুর	+৬	+৬	+৭	+৭
লালমণিরহাট	+৩	+৩	+৪	+৫
নীলফামারী	+৫	+৫	+৬	+৭
গাইবান্ধা	+২	+৩	+৩	+৪
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৭	+৭	+৮
রংপুর	+৩	+৪	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+২	+২	+৩	+৪

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+১	+২
ময়মনসিংহ	−১	−১	০	০
জামালপুর	+১	+১	+২	+২
নেত্রকোণা	−২	−১	−১	−১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৩	+৩	+২	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৪	−৪	−৪	−৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৭	−৭	−৭	−৭
নোয়াখালী	−৩	−২	−৩	−৩
চাঁদপুর	−১	−১	−১	−১
লক্ষ্মীপুর	−১	−১	−২	−২
চট্টগ্রাম	−৫	−৫	−৬	−৬
কক্সবাজার	−৫	−৫	−৬	−৭
খাগড়াছড়ি	−৬	−৬	−৭	−৭
বান্দরবান	−৭	−৭	−৭	−৮

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+১	+১	+১	০
পটুয়াখালী	+১	+১	০	০
পিরোজপুর	+২	+২	+২	+১
বরিশাল	+১	০	০	০
ভোলা	−১	০	−১	−১
বরগুনা	+২	+২	+১	০

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	−৭	−৬	−৬	−৬
মৌলভীবাযার	−৬	−৬	−৬	−৫
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৪
সুনামগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

www.tawheederdak.com

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

সূচীপত্র

তাফসীরুল কুরআন (সূরা বাক্বারাহ)

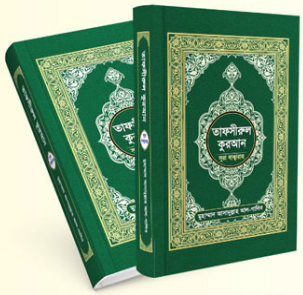

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাফসীরটির বৈশিষ্ট্য:

- বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর, যা ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে প্রণীত।
- সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত, যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- তাফসীরকারকদের আক্বীদাগত বিচ্যুতি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে পাঠকদের সতর্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

পূর্ণাঙ্গ মসজিদের থ্রিডি ভিউ

নির্মাণাধীন মসজিদ

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (এডুকেশন সিটি) ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

◆ প্রতি কাঠা জমির সম্ভাব্য মূল্য ১ লক্ষ টাকা ◆ প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০ টাকা

এছাড়া মাসিক ১০০ টাকা থেকে যেকোন পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে দান করুন এবং নিয়মিত দানের প্রভূত নেকী অর্জন করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই আমল আল্লাহর অধিক পসন্দনীয়, যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৪)*।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৭২৪৬২৩১৭৯
রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭২।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩ (ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ), ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

www.tawheederdak.com